দীঘ নিকায়

প্রথম খণ্ড

সীলক্খন্দ বগ্গ

সন ১৩৫৩

মূল্য তিন টাকা মাত্র

প্রকাশক

ভিক্ষু জীনরতন

মহাবোধি সোসাইটি,

৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর পঞ্চত্রিংশতি বৎসর বৌদ্ধধর্মের প্রচার কার্য্যে অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি বহুস্থানে ভ্রমণ করেন এবং লোক শিক্ষার জন্য সহস্র সহস্র লোককে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া জগতের সম্মুখে সত্য ও মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সযত্নে ঐ সকল অমূল্য উপদেশ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের সময় লিপিবদ্ধ পুস্তকের চলন ছিল না, ভিক্ষুগণ বুদ্ধ প্রচারিত উপদেশাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং সেইরূপেই উহা রক্ষিত হইত। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে তিনটী বৌদ্ধ সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভা সমূহে বুদ্ধের সমগ্র উপদেশাবলী, বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের নিয়মাবলী প্রণালীবদ্ধরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বুদ্ধের দেহ-ত্যাগের একমাসের মধ্যে প্রথম সভা আহূত হইয়াছিল। প্রাচীন রাজগৃহ নগর ঐ সভার স্থান। তাহার পর একশত বৎসর পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় সভা আহূত হয়। তৎপরে বুদ্ধের মৃত্যুর দুইশত ছত্রিশ বৎসর পরে পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তিস্‌স মোগ্‌গলিপুত্ত ঐ সভায় অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। ঐ সময় অশোক ভারতের সম্রাটরূপে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। এক সহস্র ভিক্ষু ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বুদ্ধের সমগ্র উপদেশাবলী, বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব, সঙ্ঘের নিয়মাবলী ইত্যাদি সমুদয় ঐ সভায় চূড়ান্তরূপে নির্ণীত ও সংগৃহীত হইয়াছিল। সভার অধিবেশনান্তে তিস্‌স ধর্ম্মের প্রচারের জন্য চতুর্দ্দিকে প্রচারক প্রেরণ করিলেন, এবং ঐ সময়েই সম্রাট অশোকের পুত্র মহিন্দ প্রচারকরূপে সিংহলে গমন করিয়া তথায়

বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। মহিন্দ এবং তাঁহার সহকারীগণ প্রচলিত প্রথামত পাটলিপুত্রের সভায় গৃহীত যাবতীয় বিষয় মুখের আবৃত্তির সাহায্যে সিংহলে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহলরাজ বট্টগামনি স্থায়ীরূপে ধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য প্রচারিত সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করাইলেন। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য এক্ষণে আমরা যে আকারে পাইতেছি, তাহা পাটলিপুত্রের তৃতীয় বৌদ্ধ সভার সমবেত প্রয়াস এবং সিংহলরাজের দূরদর্শিতার ফল।

উপর্য্যুক্ত বৌদ্ধ সভা সমূহে নির্ণীত ও গৃহীত বুদ্ধের 'ধম্ম' যে পুস্তকে সংরক্ষিত তাহা ত্রিপিটক নামে অভিহিত। উহা বিনয় পিটক, সুত্তপিটক এবং অভিধম্ম পিটক—এই পিটকত্রয়ের সমষ্টি এবং পালিভাষায় লিখিত। বিনয় পিটকে বৌদ্ধ সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী রক্ষিত। সুত্ত পিটক ভগবান বুদ্ধ প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ সমূহের সংগ্রহ, এবং অভিধম্ম পিটক বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বসমূহের প্রণালীবদ্ধ ব্যাখ্যা। প্রত্যেক পিটকের আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ আছে। এইরূপে বিনয় পিটক তিনভাগে বিভক্ত, যথা—

(১) সুত্ত বিভঙ্গ
(২) খন্ধক
(৩) পরিবার (পরিশিষ্ট)।

সুত্ত পিটকের পাঁচটী বিভাগ আছে, যথা—

(১) দীঘ নিকায়
(২) মজ্‌ঝিম নিকায়
(৩) সম্যুত্ত নিকায়
(৪) অঙ্গুত্তর নিকায়
(৫) খুদ্দক নিকায়।

ক্ষুদ্দক নিকায় একাধিক গ্রন্থের সংগ্রহ। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত :—

(ক) ক্ষুদ্দক পাঠ
(খ) ধম্মপদ
(গ) উদান
(ঘ) ইতিবুত্তক
(ঙ) সুত্তনিপাত
(চ) বিমান বত্থু
(ছ) পেত বত্থু
(জ) থের গাথা
(ঝ) থেরী গাথা
(ঞ) জাতক
(ট) নিদ্দেশ
(ঠ) পটি সম্ভিদা
(ড) অপদান
(ঢ) বুদ্ধ বংস
(ণ) চরিয়া পিটক।

অভিধম্ম পিটকের সাতটী ভাগ আছে, যথা :—

(১) ধম্ম সঙ্গণী
(২) বিভঙ্গ
(৩) কথাবত্থু
(৪) পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি
(৫) ধাতু কথা

(৬) যমক

(৭) পট্‌ঠান।

উপরে কথিত হইয়াছে যে পিটক গ্রন্থসমূহ পালিভাষায় লিখিত। ঐ পালিভাষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া আমরা এই ভূমিকার উপসংহার করিব।

প্রাচীনকালে ভারতে যে সকল প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, পালি তাহাদের অন্যতম। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ভগবান বুদ্ধ তাঁহার মাতৃভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ ঐসকল উপদেশ সংগ্রহ করিবার কালে ঐ ভাষাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। পালিই ঐ ভাষা, যদিও বুদ্ধের কথিত ভাষা এবং পালিগ্রন্থসমূহের ভাষা যে সর্ব্বাংশে অভিন্ন ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। যাহাই হউক, বর্ত্তমানে পালিভাষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বুদ্ধের বচন আদিতেই ঐ ভাষাতেই রক্ষিত হইয়াছিল। বুদ্ধবচন রক্ষার আধার হওয়ায় পালি প্রাচীন সাহিত্যক্ষেত্রে অতি গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যদিও সংস্কৃতের ন্যায় উহা এক্ষণে ‘মৃত’ ভাষারূপে গণ্য।

পালিভাষার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল বিভিন্ন ও বিরোধী মত সমূহ হইতে পালির উৎপত্তিস্থান নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা সম্ভব না হইলেও বর্ত্তমানকালে ঐ ভাষার গঠন ও উৎপত্তি সম্বন্ধে যে গবেষণা হইয়াছে, তাহা হইতে বলা সম্ভব যে মগধ এবং উহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহই ঐ ভাষার উৎপত্তিস্থান এবং উহা আদৌ মাগধীর রূপান্তর ছিল। এই সকল তর্ক বিতর্কের মধ্যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থের* একটী শ্লোক উল্লেখযোগ্য :—

---

* পয়োগসিদ্ধি।

সা মগধী মূলভাষা নরা যাযাদিকপ্পিকা।
ব্রাহ্মণা চস্ সুতালাপা সংবুদ্ধাচাপি ভাসরে॥

"সেই মাগধীই মূলভাষা যাহা প্রাচীনগণ, ব্রাহ্মণগণ, অশ্রুতভাষগণ এবং সম্বুদ্ধগণ কর্ত্তৃক কথিত হইত।"

ইউরোপে ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় ত্রিপিটকের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐসকল মহামূল্য গ্রন্থের জন্মস্থান পুণ্যভূমি ভারতের প্রাদেশিক ভাষা সমূহে উহাদের অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ফলে ঐ অমূল্য গ্রন্থরাজি ভারতের জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাত প্রায়। এই কলঙ্ক মোচনের জন্য, মাতৃভাষার অনুবাদ সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে এবং ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশবাসীর আধ্যাত্মিক তৃপ্তিবিধানের উদ্দেশ্যে আমরা ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদরূপ দুরূহকর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি। পাঠকবর্গের সহানুভূতি ঐ কার্য্যে আমাদের সহায় হইবে। বর্ত্তমানগ্রন্থ দীঘনিকায়ের অনুবাদ।

উমা বিলাস
২৯ নং একডালিয়া প্লেস্
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

শীলভদ্র

সূচীপত্র

ভূমিকা	
ব্রহ্মজাল সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	১
ব্রহ্মজাল সূত্র	৩
শ্রামণ্য ফল সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	৫২
শ্রামণ্য ফল সূত্র	৫৩
অম্বট্‌ঠ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	৯৩
অম্বট্‌ঠ সূত্র	৯৪
সোণদণ্ড সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	১১৯
সোণদণ্ড সূত্র	১২০
কূটদন্ত সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৩৪
কূটদন্ত সূত্র	১৩৬
মহালি সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৫৩
মহালি সূত্র	১৫৪
জালিয় সূত্র	১৬০
কস্‌সপ সীহনাদ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৬১
কস্‌সপ সীহনাদ সূত্র	১৬২
পোট্‌ঠপাদ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৭৭
পোট্‌ঠপাদ সূত্র	১৭৮
শুভ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৯৯
শুভ সূত্র	১৯৯

কেবদ্ধ সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	...	...	২০৫
কেবদ্ধ সূত্র	...	...	২০৬
লোহিচ্চ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	...	...	২১৫
লোহিচ্চ সূত্র	...	...	২১৫
তেবিজ্জ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ	...	...	২২৬
তেবিজ্জ সূত্র	...		২২৬

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স

দীঘ নিকায়

ব্রহ্মজাল সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

বক্ষ্যমান সূত্রের বিষয় বস্তু ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক বিবৃত হইবার কালে ভারতবর্ষে বহুবিধ দার্শনিক মতের অস্তিত্ব ছিল। উহাদের মধ্যে গুরুত্বের ক্রমানুসারে নির্ব্বাচিত দ্বিষষ্ঠী প্রকার মত বর্ত্তমান সূত্রে বর্ণিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। উপনিষদ সমূহ এবং ভারতীয় ষড়দর্শন নামে জ্ঞাত দর্শন সংগ্রহের মধ্যে উক্ত দার্শনিক মত সমূহের কোন উল্লেখ না থাকিলেও এক সময়ে উহাদের অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে উহাদের প্রামাণিকতা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

"আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না?" "উহার স্বরূপ কি?" ইত্যাদি প্রকার প্রশ্নের সহিত উক্ত দ্বিষষ্ঠী সংখ্যক দার্শনিক মত সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধ ধর্ম্মে আত্মবাদের স্থান নাই এবং উক্ত দার্শনিক মত সমূহে "আত্মার" সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে ব্রহ্মজাল সূত্রে তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে: "ঐ সকল দৃষ্টি অজ্ঞ, অদর্শী, তৃষ্ণাগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বেদনামাত্র, চিত্ত-চাঞ্চল্য মাত্র।" মধ্যম নিকায়ের অলগর্দ্দোপম সূত্রে উক্ত হইয়াছে: "এই যে দৃষ্টিস্থান—সে-ই জগত, সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে।" উক্ত নিকায়ের সর্ব্বাসব সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, "পূর্ব্বে সুদীর্ঘ

অতীতে আমি ছিলাম অথবা না? কি ভাবে ছিলাম এবং পরে কি হইয়াছিলাম? আমি কি ভবিষ্যতে থাকিব অথবা না? কি ভাবে থাকিব? কি হইতে কি হইব? আমি এখন আছি কি নাই? আমার এই সত্ত্বা কোথা হইতে আসিয়াছে? ইহা কোথায় যাইবে?" ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহকে প্রকৃত দার্শনিক সমস্যারূপে গ্রহণ করা যায় না।

১। ব্রহ্মজাল সূত্র

১। ১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত সুবৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী রাজবর্ত্মের উপর দিয়া চলিতেছিলেন। পরিব্রাজক সুপ্রিয়ও ব্রহ্মদত্ত নামক তরুণ বয়স্ক শিষ্যের সহিত রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী রাজবর্ত্মের উপর দিয়া চলিতেছিলেন। ঐ সময়ে পরিব্রাজক সুপ্রিয় নানা প্রকারে বুদ্ধের নিন্দা করিতেছিলেন, ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছিলেন, সঙ্ঘের নিন্দা করিতেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়ের তরুণ শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানাপ্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন, ধর্ম্মের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন, সঙ্ঘের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন। এইরূপে তাঁহারা আচার্য্য ও শিষ্য উভয়ে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী হইয়া ভগবান ও ভিক্ষুগণের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন।

২। তৎপরে ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অম্বলট্‌ঠিকা[১] নামক উদ্যানে স্থিত রাজকীয় ভবনে রাত্রিবাস করিলেন। পরিব্রাজক সুপ্রিয়ও তাঁহার তরুণশিষ্য ব্রহ্মদত্তের সহিত ঐ স্থানে রাত্রিযাপন করিলেন। ঐ স্থানেও পরিব্রাজক সুপ্রিয় নানাপ্রকারে বুদ্ধের নিন্দোক্তি করিলেন, ধর্ম্মের নিন্দোক্তি করিলেন, সঙ্ঘের নিন্দোক্তি করিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়ের তরুণ শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানাপ্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিলেন, ধর্ম্মের প্রশংসোক্তি করিলেন, সঙ্ঘের প্রশংশোক্তি করিলেন। এইরূপে তাঁহারা,

---

১ 'ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষ'। উক্ত নামধেয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারে একটি ক্ষুদ্র আম্র বৃক্ষ ছিল বলিয়া উদ্যানের ঐ নাম হইয়াছিল।

আচার্য্য ও শিষ্য উভয়ে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী হইলেন।

৩। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মণ্ডলমালে[১] সম্মিলিত হইয়া উপবেশন করিলে তাঁহাদের মধ্যে কথোপ-কথন এইরূপ ধারা অবলম্বন করিল: 'কি আশ্চর্য্য, আবুস্, কি অদ্ভুত যে জ্ঞান ও দর্শনসম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি যে কতরূপ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সুপ্রতি-বিদিত। এই পরিব্রাজক সুপ্রিয় অনেক প্রকারে বুদ্ধের নিন্দোক্তি করিতেছেন, ধর্ম্মের নিন্দোক্তি করিতেছেন, সঙ্ঘের নিন্দোক্তি করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য তরুণ ব্রহ্মদত্ত অনেক প্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিতেছেন, ধর্ম্মের প্রশংসোক্তি করিতেছেন, সঙ্ঘের প্রশংসোক্তি করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা, আচার্য্য ও শিষ্য উভয়ে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী হইয়া ভগবান ও ভিক্ষুগণের পশ্চাদনুসরণ করিতেছেন।'

৪। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদিগের কথোপকথনের ধারা অবগত হইয়া মণ্ডলমালে গমন করিলেন এবং তথায় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন: 'এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা কি কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কি আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হইল?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।

৫। 'ভিক্ষুগণ, অপরে যদি আমার, কিম্বা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা করে, তজ্জন্য তোমরা দ্বেষাবিষ্ট হইও না, ক্ষুব্ধ হইত না, কুপিত

---

১ উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষ।

হইও না। অপরে আমার, কিম্বা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা করিলে, যদি তোমরা কুপিত হও, অথবা হৃদয়ে আঘাত অনুভব কর, তাহা হইলে উহা তোমাদেরই পথে অন্তরায় হইবে। ভিক্ষুগণ, অপরে আমার, কিম্বা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা করিলে, যদি তোমরা কুপিত অথবা অসন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে পরের বাক্য সুভাষিত কিম্বা দুর্ভাষিত তাহা বিচার করিতে সক্ষম হইবে কি ?'

'না, ভন্তে।'

'ভিক্ষুগণ, অপরে আমার, কিম্বা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা করিলে তোমরা এই বলিয়া অসত্যের অসত্যতা প্রতিপন্ন করিবে : "এই কারণে ইহা অসত্য, এই কারণে ইহা মিথ্যা, আমাদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই, আমাদিগের মধ্যে ইহা অবিদ্যমান।"'

৬। 'কিন্তু, ভিক্ষুগণ, অপরে আমার, কিম্বা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের প্রশংসা করিলেও তোমরা সেজন্য আনন্দ, সৌমনস্য কিম্বা উল্লাসের প্রশ্রয় দিও না। তোমরা সেরূপ করিলে উহা তোমাদেরই পথে অন্তরায় লইবে। অপরে আমার, অথবা ধর্ম্মের, অথবা সঙ্ঘের প্রশংসা করিলে তোমরা সত্যের সত্যতা স্বীকার করিবে এবং কহিবে : "এই কারণে এরূপ হইয়াছে, এই কারণে ইহা সত্য, আমাদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব আছে, আমাদিগের মধ্যে ইহা বিদ্যমান।"'

৭। 'সংসারাসক্ত সাধারণ মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন করিবার সময় তুচ্ছ, স্বল্পমূল্য শীল সম্বন্ধেই কহিয়া থাকে। যে তুচ্ছ, স্বল্পমূল্য শীলসমূহ তৎকর্ত্তৃক কথিত হয়, উহা কি কি ?

৮। '"প্রাণাতিপাত পরিহার করিয়া, উহা হইতে বিরত হইয়া শ্রমণ গৌতম দণ্ড ও শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি বিনয় ও দয়াশীলতার সহিত সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রণোদিত হইয়া

বিচরণ করেন।" সংসারাসক্ত সাধারণ মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন-কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

"'অদত্তের গ্রহণ পরিহার পূর্ব্বক শ্রমণ গৌতম অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত; যাহা দত্ত তাহা গ্রহণ করিয়া, দানের প্রতীক্ষা করিয়া সততা ও শুদ্ধচিত্তের সহিত তিনি বিচরণ করেন।" সংসারাক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

"'ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী শ্রমণ গৌতম পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, তিনি ইতর সুলভ মৈথুন হইতে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

৯। "'মৃষাবাদ পরিহারপূর্ব্বক শ্রমণ গৌতম মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত; তিনি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না; তিনি দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্বাসযোগ্য; তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

"'পিশুণ বাক্য পরিহার পূর্ব্বক শ্রমণ গৌতম উহা হইতে বিরত। তিনি এই স্থানে যাহা শ্রবণ করেন, এই স্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা অন্যত্র প্রকাশ করেন না; অন্যত্র যাহা শ্রবণ করেন, ঐ স্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা এই স্থানে প্রকাশ করেন না। এইরূপে তিনি যাহারা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, যাহারা মিত্র তাহাদের মধ্যে মৈত্রীর উৎসাহ দাতা, ঐক্য কারক, ঐক্য প্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যের কথনকারী।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন এইরূপ কহিয়া থাকে।

"'পরুষ বাক্য পরিহারপূর্ব্বক শ্রমণ গৌতম উহা হইতে প্রতিবিরত। যে বাক্য অনিন্দ্য, যাহা শ্রুতি-সুখকর, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী, শিষ্ট, মনুষ্যের

প্রীতিপ্রদ ও মনোহর, তিনি ঐরূপ বাক্য কহিয়া থাকেন।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

"'বৃথা প্রলাপ পরিহার পূর্ব্বক শ্রমণ গৌতম উহা হইতে বিরত। তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়-বাদী; তিনি যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থ-সংহিত মূল্যবান বাক্য কহিয়া থাকেন।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ উক্তি করিয়া থাকে।

১০। "'শ্রমণ গৌতম বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে প্রতিবিরত। তিনি একাহারী, রাত্রি ও বিকাল ভোজনে প্রতিবিরত। তিনি নৃত্য-গীত-বাদ্য সম্বলিত প্রদর্শনী গমনে বিরত। তিনি মাল্য, গন্ধ ও বিলেপনের ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরত। তিনি উচ্চ ও বৃহৎ শয্যার ব্যবহারে বিরত। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ব শস্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ব মাংসের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি স্ত্রীলোক ও কুমারীর গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাসের গ্রহণে বিরত। তিনি মেষ ও ছাগের গ্রহণে বিরত। কুক্কুট ও শূকরের গ্রহণে বিরত। তিনি হস্তী, গো, অশ্ব ও অশ্বীর গ্রহণে বিরত। তিনি কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমির গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি দূত ও সংবাদবাহকের কর্ম্ম হইতে বিরত। তিনি ক্রয় ও বিক্রয় হইতে বিরত। তিনি তুলা, কংস[১] ও মান সম্বন্ধিত প্রবঞ্চনা হইতে বিরত। তিনি উৎকোচ, বঞ্চনা ও শাঠ্য রূপ বক্রগতি হইতে বিরত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে

---

১ বুদ্ধঘোষের মতে এই স্থানে কংসকে, মিথ্যার দ্বারা, স্বর্ণরূপে চালান সূচিত হইয়াছে।

বিরত। সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসাকীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

চূলশীল সমাপ্ত

মধ্যম শীল

১১। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও পঞ্চ বীজ শ্রেণীর ও তদুদ্ভূত উদ্ভিদ সমূহের—যথা মূল বীজ, খণ্ড বীজ, গ্রন্থি বীজ, অগ্র বীজ এবং বীজ-বীজ—এই সমুদয়ের বিনাশে রত থাকেন; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশে প্রতি বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১২। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে রত থাকেন, যথা—সঞ্চিত অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, শয্যা, গন্ধ এবং ব্যঞ্জন পাকোপকরণ; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এই প্রকার সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৩। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ প্রদর্শনী গমনে রত থাকেন, যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, প্রেক্ষা, আখ্যান[১], পাণিস্বর[২], কবির গান, দামামা বাদ্য, রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট, চণ্ডাল বাজী করের কৌশল, হস্তী যুদ্ধ, অশ্ব যুদ্ধ, মহিষ

১ রামায়ণাদি উপাখ্যানের আবৃত্তি।

২ হস্ত হইতে উৎপাদিত সঙ্গীত। বুদ্ধ ঘোষের মতে ইহার অর্থ ঘণ্টানি ধ্বনি এবং ইহা পাণিতালও কথিত হয়।

যুদ্ধ, বৃষভ যুদ্ধ, অজ যুদ্ধ, মেষ যুদ্ধ, কুক্কুট যুদ্ধ, বর্ত্তক[১] যুদ্ধ, দণ্ড যুদ্ধ, মুষ্টি যুদ্ধ, মল্ল যুদ্ধ, কৃত্রিম যুদ্ধ, সেনা বিন্যাস, সৈন্যব্যূহ, বাহিনী পরিদর্শন,—শ্রমণ গৌতম এইরূপ প্রদর্শনী গমন হইতে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৪। '"কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ দ্যূত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমাদে আসক্ত হইয়া থাকেন, যথা—অষ্ট পদ, দশ পদ[২], আকাশ[৩], পরিহার পথ[৪], সন্তিকা[৫], খলিকা[৬], ঘটিকা[৭], শলাক-হস্ত[৮], অক্ষ[৯], পঙ্গচীর[১০], বঙ্কক[১১], মোক্ষচিকা[১২], চিঙ্গুলিক[১৩], পত্রাঢ়ক[১৪], ক্রীড়ার্থ রথ ও ধনু, অক্ষরিকা[১৫], মনেষিকা[১৬], অঙ্গ বিকৃতির অনুকরণ[১৭];" কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ দ্যূত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমাদে অনাসক্ত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৫। '"কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে রত থাকেন, যথা—আসন্দি[১৮],

১ পক্ষী বিশেষ। ২ চতুর্ভুজ অঙ্কিত অষ্ট কিম্বা দশ পংক্তি বিশিষ্ট কাষ্ঠ ফলক লইয়া ক্রীড়া। ৩ আকাশে উক্ত প্রকার ফলক কল্পনা করিয়া ক্রীড়া। ৪ ভূমিতে নানা পথ বিশিষ্ট মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উহা যথা রূপে অতিক্রম করা। ৫ ক্রীড়া বিশেষ। ৬ অক্ষ ক্রীড়া। ৭ দীর্ঘ দণ্ড দ্বারা ক্ষুদ্র দণ্ডের প্রহরণ-ক্রীড়া। ৮ লাক্ষা কিম্বা কোন রংএর মধ্যে হাত ডুবাইয়া পরে ঐ হাত তুলির ন্যায় ব্যবহার করিয়া উহা হইতে চিত্রাঙ্কণ। ৯ গুল ক্রীড়া। ১০ পত্র নির্ম্মিত ক্রীড়োপযুক্ত বংশীধ্বনি। ১১ ক্রীড়ার্থ ক্ষুদ্র লাঙ্গল। ১২ ডিগবাজি। ১৩ তালপত্র নির্ম্মিত বায়ু বেগে ঘূর্ণিত চক্র। ১৪ তালপত্র নির্ম্মিত আঢ়ক অর্থাৎ আড়ি। এক আড়ি ষোল কিম্বা বিশ সের পরিমাণ। ১৫ আকাশে চিহ্নিত কিম্বা সহ-ক্রীড়কের পৃষ্ঠে অঙ্কিত অক্ষরের অনুমান। ১৬ অপরের চিন্তার বিষয় অনুমান করা। ১৭ অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতির অঙ্গ-বিকৃতির অনুকরণ প্রদর্শন ক্রীড়া। ১৮ সমস্ত

পর্য্যঙ্ক, গোণক,[১৯] চিত্রকা,[২০] পটিকা,[২১] পটলিকা,[২২] তূলিকা,[২৩] বিকতিকা,[২৪] উদ্দলোমী,[২৫] একান্তলোমী,[২৬] কট্ঠিস্স,[২৭] কৌষেয়, কুত্তক,[২৮] হস্তী, অশ্ব ও রথাস্তরণ, অজিনাস্তরণ, কদলী-মৃগ-[২৯] চর্ম্ম আস্তরণ, সচন্দ্রাতপ আস্তরণ, শির ও পাদদেশ রক্ষার নিমিত্ত লোহিত উপাধান যুক্ত পর্য্যঙ্ক; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এবম্প্রকার উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৬। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ মণ্ডন ও বিভূষণাদিতে রত থাকেন, যথা—উৎসাদন[৩০], পরিমর্দ্দন, স্নান, সংবাহন,[৩১] দর্পণ, অঞ্জন, মাল্য, বিলেপন, মুখচূর্ণ, মুখ-বিলেপন, কঙ্কণ, শিখা-বন্ধ, দণ্ড, নাড়িক,[৩২] খড়্গ, ছত্র, চিত্রিত পাদুকা, উষ্ণীষ, মণি, বাল-বীজনী, দীর্ঘ দশা বিশিষ্ট শুভ্র বস্ত্র; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এবম্বিধ মণ্ডন ও বিভূষণাদি হইতে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৭। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ হীন আলাপে রত থাকেন, যথা—রাজ-কথা, চোর-কথা,

---

দেহকে রক্ষা করিবার জন্য সুদীর্ঘ কাষ্ঠাসন। ১৯ পশম নির্ম্মিত দীর্ঘ লোম বিশিষ্ট আচ্ছাদন। ২০ পশম নির্ম্মিত নানা বর্ণরঞ্জিত শয্যার আস্তরণ। ২১ শ্বেতবর্ণ পশমী বস্ত্র। (পট+ইক)। ২২ পুষ্পের সূচীকার্য্য বিশিষ্ট পশম নির্ম্মিত ক্ষুদ্র আস্তরণ। ২৩ কার্পাস তুলা পূর্ণ লেপ। ২৪ পশম নির্ম্মিত, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি মূর্ত্তির সূচী শিল্প বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র আচ্ছাদন। ২৫ উভয় দিকেই পশমের ঝালর যুক্ত আচ্ছাদন। ২৬ এক প্রান্তে ঝালর যুক্ত আচ্ছাদন। ২৭ রত্ন খচিত ক্ষুদ্র আচ্ছাদন। ২৮ নর্ত্তকীদিগের নৃত্য প্রদর্শনে ব্যবহৃত আস্তরণ। ২৯ মৃগ বিশেষের নাম। ৩০ তৈল ও চন্দনাদি দ্বারা দেহের পরিশোধন। ৩১ অঙ্গমর্দ্দন। ৩২ নলাকৃতি আধার, চোঙ্গা বিশেষ।

মহামাত্য কথা, সেনা সম্বন্ধীয় কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয় কথা, বস্ত্র কথা, শয়ন কথা, মাল্য কথা, গন্ধ কথা, জ্ঞাতি কথা, যান কথা, গ্রাম কথা, নিগম কথা, নগর কথা, জনপদ কথা, নারী কথা, বীর কথা, পথ কথা, কুম্ভস্থান[৩৩] কথা, পূর্ব্বপুরুষ কথা[৩৪], নিরর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা ; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীন আলাপে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৮। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ বিগ্রাহিক কথায় নিযুক্ত হন, যথা—'তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে ?—তুমি মিথ্যা দৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ—পূর্ব্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্ব্বে কহিয়াছ—তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে—তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশ মুক্ত কর।' শ্রমণ গৌতম এবম্বিধ বিগ্রাহিক কথায় বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৯। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও রাজগণ, মহামাত্যগণ, ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ এবং গৃহপতি কুমারগণ তাঁহাদিগকে—'এই স্থানে যাও, সেই স্থানে যাও, ইহা লইয়া আইস, ইহা ঐ স্থানে লইয়া যাও' এইরূপ দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তাঁহারা উহাতে

৩৩ কূপ। ৩৪ মৃত আত্মীয় সম্বন্ধে দম্ভযুক্ত কথা।

নিযুক্ত হন। শ্রমণ গৌতম এইরূপ দৌত্যকর্ম্মে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসাকীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২০। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও কুহক হইয়া থাকেন, লপক[১] হইয়া থাকেন, নৈমিত্তিক হইয়া থাকেন, নিষ্পেষিক[২] হইয়া থাকেন, লাভোপরি লাভগৃধ্নু হইয়া থাকেন—শ্রমণ গৌতম এইরূপ কুহন ও লপন হইতে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

মধ্যমশীল সমাপ্ত।

মহাশীল

২১। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—সামুদ্রিক বিদ্যা, নিমিত্ত, উৎপাত,[৩] স্বপ্ন, লক্ষণ, মূষিকচ্ছিন্ন বস্ত্র,[৪] অগ্নি-হোম, দর্ব্বি[৫] হোম, তুষ হোম, কণ[৬] হোম, তণ্ডুল হোম, ঘৃত হোম, তৈল হোম, মুখ হোম,[১] রক্ত হোম, অঙ্গ বিদ্যা,[২] বস্তু বিদ্যা,[৩] ক্ষত্র

---

১ ভিক্ষা পাইবার নিমিত্ত অস্পষ্ট মন্ত্রের উচ্চারক। ২ যাদুকর। ৩ পালি 'উপ্পাদ'; বজ্রাঘাত ইত্যাদি নিমিত্ত হইতে ভবিষ্যৎ কথন। ৪ ঐরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে অমঙ্গল হয় এইরূপ কুসংস্কার পূর্ব্বে ছিল। ৫ হাতা। ঐ হোম সাধনকালে কি প্রকার দর্ব্বি হইতে ঘৃতাদি আহুতি অগ্নিতে ঢালিয়া দিলে কি প্রকার ফল লাভ হয় তাহা কথিত হইত। ৬ শস্যের সূক্ষ্মাংশ।

১ মুখ হইতে সর্ষপ ইত্যাদি বীজ উদ্গীরণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান। ২ মনুষ্যের অবয়ব দেখিয়া তাহার স্বভাব নির্ণয়। ৩ ভূমি দেখিয়া উহা বাসের পক্ষে শুভ কিম্বা অশুভ তাহা নির্ণয়।

বিদ্যা,[৪] শিব-বিদ্যা,[৫] ভূত-বিদ্যা, ভূরি-বিদ্যা,[৬] অহিবিদ্যা, বিষ বিদ্যা, বৃশ্চিক-বিদ্যা, মূষিক-বিদ্যা, পক্ষী-বিদ্যা; বায়স-বিদ্যা, পক্কধ্যান,[৭] শর পরিত্রাণ, মৃগ-চক্র[৮],—শ্রমণ গৌতম এই প্রকার হীন বিদ্যায় বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২২। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—মণিলক্ষণ, দণ্ড লক্ষণ, বস্ত্র লক্ষণ, অসি লক্ষণ, শর লক্ষণ, ধনু লক্ষণ, আয়ুধ লক্ষণ, স্ত্রী লক্ষণ, পুরুষ লক্ষণ, কুমার লক্ষণ, কুমারী লক্ষণ, দাস লক্ষণ, দাসী লক্ষণ, হস্তী লক্ষণ, অশ্ব লক্ষণ, মহিষ লক্ষণ, বৃষ লক্ষণ, গো লক্ষণ, অজ লক্ষণ, মেষ লক্ষণ, কুক্কুটলক্ষণ, বর্ত্তক লক্ষণ, গোধা লক্ষণ, কর্ণিকা লক্ষণ, কচ্ছপ লক্ষণ, মৃগ লক্ষণ—শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যায় বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৩। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—'রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তাঁহারা পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; অভ্যন্তর রাজগণ আক্রমণ করিবেন, বাহির রাজগণ পলায়ন করিবেন; বাহির রাজগণ আক্রমণ করিবেন, অভ্যন্তর রাজগণ পলায়ন করিবেন; অভ্যন্তর রাজগণের জয় হইবে, বাহির রাজগণের পরাজয় হইবে; বাহির রাজগণের জয় হইবে, অভ্যন্তর রাজগণের পরাজয় হইবে; এইরূপে একপক্ষের জয় হইবে, অপর পক্ষের

৪ এ স্থলে রাজনীতি। ৫ শুভ মন্ত্র জ্ঞান। ৬ মৃত্তিকা গৃহে বাস করিলে যে শুভ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হয়, ঐ মন্ত্রের জ্ঞান। ৭ মনুষ্যের অবশিষ্ট আয়ু সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী। ৮ সর্ব্বপ্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারা।

পরাজয় হইবে।' শ্রমণ গৌতম এই প্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসাকীর্ত্তন-কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৪। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—'চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্য্যগ্রহণ হইবে, নক্ষত্রগ্রহণ হইবে। চন্দ্র সূর্য্যের যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন হইবে, চন্দ্রসূর্য্যের বিপথে গমন হইবে, নক্ষত্রদিগের যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদিগের বিপথে গমন হইবে। উল্কাপাত হইবে। দাবাগ্নি হইবে। ভূমিকম্প হইবে। বজ্রপাত হইবে। চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্য হইবে। চন্দ্রগ্রহণের এই ফল হইবে, সূর্য্যগ্রহণের এই ফল হইবে, নক্ষত্রগ্রহণের এই ফল হইবে, চন্দ্রসূর্য্যের নির্দ্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, চন্দ্রসূর্য্যের বিপথে গমন হইলে এই ফল হইবে, নক্ষত্রগণের নির্দ্দিষ্টপথে গতি হইলে এই ফল হইবে, উহারা বিপথে গমন করিলে এই ফল হইবে, উল্কাপাতের এই ফল হইবে, দাবাগ্নির এই ফল হইবে, ভূমিকম্পের এই ফল হইবে, বজ্রপাতের এই ফল হইবে, চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রগণের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্যের এই ফল হইবে।' শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৫। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—'সুবৃষ্টি হইবে, দুর্ব্বৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, শান্তি হইবে, অশান্তি হইবে, রোগ হইবে, আরোগ্য হইবে, মুদ্রা, গণনা, সংখ্যান, কবিতা রচনা, লোকায়ত।' শ্রমণ

গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৬। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—আবাহন,[১] বিবাহন,[২] সংবদন,[৩] বিবদন,[৪] সংকিরণ[৫] বিকিরণ,[৬] সৌভাগ্য করণ, দুর্ভাগ্য করণ, গর্ভপাত করণ, জিহ্বার জড়তা সাধন, হনুর জড়তা সাধন, হস্তের ঊর্দ্ধক্ষেপ, বধিরতা সাধন,*

আদর্শ-প্রশ্ন,[১] কুমারী-প্রশ্ন,[২] দেব-প্রশ্ন,[৩] সূর্য্যোপাসনা, মহা ব্রহ্মোপাসনা, অভ্যুজ্জ্বলন,[৪] শ্রী-আহ্বান[৫]—শ্রমণ-গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৭। "'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—শান্তিকর্ম্ম, প্রণিধিকর্ম্ম,[৬] ভূরিকর্ম্ম,[৭] বর্ষকর্ম্ম,[৮] বর্ষবর

---

১ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনের পর বর কিম্বা বধূকে গৃহে আনয়ন।

২ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনের পর বর কিম্বা বধূকে গৃহান্তরে প্রেরণ।

৩ শান্তি স্থাপন! ৪ ভেদ আনয়ন।

৫ ঋণ সংগ্রহ। ৬ অর্থের ব্যয়। 'আবাহন' ইত্যাদি ব্যাপারগুলির জন্য শুভদিনের নির্ণয় সূচিত হইয়াছে।

* 'সৌভাগ্য করণ' ইত্যাদির জন্য ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রোচ্চারণ উক্ত হইয়াছে।

১ ঐন্দ্রজালিক মুকুরের সাহায্যে দৈববাণী প্রাপ্তি। ২ কুমারীর সাহায্যে দৈববাণী প্রাপ্তি। ৩ দেবতার নিকট হইতে ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্তি। ৪ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মুখ হইতে অগ্নি উদ্গীরণ। ৫ শ্রী-দেবতাকে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আহ্বান। ৬ দেব সন্নিধানে অঙ্গীকারের প্রতিপালন। ৭ মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে বাসকালে শুভমন্ত্রের উচ্চারণ। ৮ জননশক্তি উৎপাদন।

কর্ম্ম,[৯] বস্তুকর্ম্ম,[১০] বস্তু-পরিকিরণ,[১১] আচমন, স্নান, যজ্ঞ, বমন, বিরেচন, ঊর্দ্ধ-বিরেচন, অধোবিরেচন, শীর্ষ বিরেচন, কর্ণ তৈল, নেত্র-তর্পণ, নাসিকা কর্ম্ম, অঞ্জন, অভিলেপন, শালাক্য,[১২] শল্যকর্ম্ম,[১৩] শিশু-চিকিৎসা, মূল ও ভৈষজ্যের প্রয়োগ, ঔষধের প্রতিমোক্ষ,[১৪]—শ্রমণ-গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

'ভিক্ষুগণ, ইহাই সেই ক্ষুদ্র ও গৌণ-শীল যাহার জন্য সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা করিয়া থাকে।

মহাশীল সমাপ্ত।

শাশ্বতবাদ

২৮। 'ভিক্ষুগণ, অন্য ধর্ম্ম আছে, যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

'ভিক্ষুগণ, ঐ ধর্ম্ম কি কি?

২৯। 'ভিক্ষুগণ, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা অষ্টাদশ কারণে পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে নানাবিধ

৯ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা জননশক্তির নাশ। ১০ বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য শুভদিন নির্ণয়। ১১ বাসভূমি দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করা। ১২ নেত্র রোগ চিকিৎসা। ১৩ অস্ত্র চিকিৎসা। ১৪ এক ঔষধ প্রয়োগের পর অপর ঔষধের প্রয়োগ—বিরেচক প্রয়োগের পর উহার গুণ নাশ করিবার জন্য অপর কোন ঔষধের প্রয়োগ।

মন্তব্য প্রকাশ করেন। ঐ সকল সম্মানার্হ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের সম্বন্ধে, কিসের উদ্দেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন ?

৩০। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বত-বাদী, তাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে শাশ্বত ঘোষণা করেন। ঐ সকল সম্মানার্হ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের সম্বন্ধে, কিসের উদ্দেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন ?

৩১। 'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস স্মরণ করেন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ, অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক লক্ষ জন্ম। "অমুকস্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।" এইরূপ বহুবিধ পূর্ব্ব জন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি কহেন, "আত্মা শাশ্বত, জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল; যদিও তাহারা জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত। কি হেতু? আমি উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হই যে ঐরূপ সমাধির অবস্থায় আমি অনেক পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করি—এক জন্ম......লক্ষ জন্ম। অমুক স্থানে আমার

এই নাম······এই স্থানে আসিয়াছি। এইরূপ বহুবিধ পূর্ব্ব জন্মের আকার ও প্রকার আমি স্মরণ করি। এই জন্যই আমি জানি আত্মা ও জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল ; এবং যদিও তাহারা জন্ম হইতে জন্মজন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।”

‘ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন।

৩২। [দ্বিতীয় কারণ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে একই প্রকার, মাত্র এই প্রভেদ যে পূর্ব্বজন্মের অনুস্মৃতি লক্ষ জন্মও অতিক্রম করিয়া দশ-সংবর্ত্ত-বিবর্ত্তকালব্যাপী হয়।]

৩৩। [তৃতীয় কারণ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে একই প্রকার, মাত্র এই প্রভেদ যে পূর্ব্বজন্মের অনুস্মৃতি চত্বারিংশ সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত কালব্যাপী হয়।]

৩৪। ‘চতুর্থতঃ, ঐ সকল সম্মানার্হ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে, কিসের অবলম্বনে শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন ?

‘ভিক্ষুগণ, এই ক্ষেত্রে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনা-প্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্ক-পর্য্যাহত বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন: “আত্মা ও জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল, এবং যদিও তাহারা জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।”

‘ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহাকে অবলম্বন করিয়া

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন।'

৩৫। 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারাই শাশ্বতবাদী হইয়া আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্ব্বিধ কারণে কিম্বা উহাদিগের মধ্যে এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ কহিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নহে।

৩৬। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

৩৭। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর. নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

প্রথম ভাণবার[১] সমাপ্ত

১। আবৃত্তি। আবৃত্তির উদ্দেশ্যে সমস্ত ত্রিপিটকগ্রন্থ কতকগুলি ভাণবারে বিভক্ত।

আভাস্বর

২। ১। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী, যাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের উপর নির্ভর করিয়া কিসের উদ্দেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন?

২। 'ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কা'লই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগত লয় প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। তাহারা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৩। 'ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কা'লই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগতের বিবর্ত্তন হয়। ঐ সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয়। কোন সত্ত্ব আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্য ক্ষয়ের নিমিত্ত আভাস্বর জগত হইতে চ্যুত হইয়া শূন্য ব্রহ্মবিমানে পুনরায় উৎপন্ন হয়। সে তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহার ভক্ষ্য হয়, সে স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৪। 'দীর্ঘকাল তথায় একাকী বাস করিয়া তাহার মনে উদ্বেগ, অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি হয়: "হায়, যদি অপর জীবগণও এইস্থানে আগমন করিত!" ঐ সময়েই অন্য জীবগণও, আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্যক্ষয় বশতঃ, আভাস্বর লোক হইতে চ্যুত হইয়া, তাহার সঙ্গীরূপে ব্রহ্ম-

বিমানে উৎপন্ন হয়। তাহারাও তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্য হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৫। 'ভিক্ষুগণ, তদনন্তর প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিলেন: "আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। এই জীবগণ আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? পূর্ব্বে আমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম: 'অহো, অন্য জীবগণও এইস্থানে আগমন করুক।' আমার এই প্রার্থনায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন করিয়াছে।" পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণও এইরূপ চিন্তা করে: "ইনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। আমরা এই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? আমরা ইঁহাকেই প্রথমোৎপন্ন জীবরূপে দেখিয়াছি, আমরা ইঁহার পশ্চাতে উৎপন্ন।"

৬। 'ভিক্ষুগণ, অতঃপর যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য্য ও পরাক্রমশালী। যাঁহারা পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু, অল্প সৌন্দর্য্য ও পরাক্রমশালী। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। এই লোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি উক্ত পূর্ব্ব নিবাস স্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেন: "সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের

শক্তিমান পিতা—যাঁহা কর্ত্তৃক আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম্ম, তিনি অনন্তকাল ঐরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, পরিবর্ত্তনশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম ঘটনা সমাবেশ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হইয়া আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন।

৭। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম ক্রীড়া-প্রদোষিক। তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। ঐ কারণে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয়, এবং ঐ মোহের কারণে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন।

৮। 'এক্ষণে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।

ক্রীড়া-প্রদোষিক

৯। 'তিনি এইরূপ কহেন : "যে সকল দেবতা ক্রীড়া-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন না। উহার ফলে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয় না এবং ঐ অমোহের ফলে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন না, তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম ধর্ম্ম, তাঁহারা অনন্তকাল ঐ স্থানেই অবস্থান করিবেন। কিন্তু আমরা ক্রীড়া-প্রদোষিক হইয়া দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আমাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হইয়াছিল, ঐ মোহের ফলে আমরা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, পরিবর্ত্তনশীলরূপে ইহলোকে আগমন করিয়াছি।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা সমাবেশ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১০। 'তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম মন-প্রদোষিক। দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয়। এইরূপ প্রদুষ্ট-চিত্ত হইয়া তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয়। ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন।

১১। 'এক্ষণে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ

চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।

১২। 'তিনি এইরূপ কহেন: "যে সকল দেবতা মনো-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়া পরবশ হন না। ফলে তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয় না, তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয় না। তাঁহারা ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন না। তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম্ম হইয়া অনন্তকাল ঐ স্থানেই অবস্থান করেন। কিন্তু আমরা মন-প্রদোষিক হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়াছিলাম, আমাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হইয়াছিল, আমাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হইয়াছিল। আমরা ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু ও মৃত্যু পরায়ণ হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়াছি।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় ঘটনা সমাবেশ, যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১৩। 'চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্কপর্য্যাহত বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন: "যাহা চক্ষু কিম্বা কর্ণ কিম্বা নাসিকা কিম্বা জিহ্বা কিম্বা কায় কথিত হয় তাহা অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্ম্ম আত্মা, কিন্তু যাহা চিত্ত কিম্বা মন কিম্বা বিজ্ঞান কথিত হয়, তাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত অবিপরিণামধর্ম্ম আত্মা, উহা অনন্তকাল ঐরূপই থাকিবে।"

মনপ্রদোষিক

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ ঘটনাসমাবেশ, যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১৪। 'ভিক্ষুগণ, ইহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, যাঁহারা কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী, যাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারাই ঐরূপ মতবাদী, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্ব্বিধ কারণে কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ কহিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

১৫। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিতবেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

অন্তানন্তিক

১৬। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী, তাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

১৭। 'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্তসমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অন্তসংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করেন। তিনি কহেন: "এই জগত সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন। কি হেতু? যেহেতু আমি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হই, যাহাতে ঐ সমাধির অবস্থায় আমি অন্ত-সংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করি। এই কারণে আমি জানি এই জগত সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন।

১৮। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যকচিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনন্ত-সংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করেন। তিনি কহেন: "এই জগত অনন্ত ও অসীম। সে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন যে জগত সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কি হেতু? আমি

উৎসাহ * * সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হই যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় আমি অনন্তসংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করি। এই কারণে আমি জানি যে জগত অনন্ত ও অসীম।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন।

১৯। 'তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন? কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ * * * সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি জগতের উর্দ্ধ ও অধঃ সান্ত কহিয়া থাকেন, কিন্তু তির্য্যকভাবে উহাকে অনন্ত সংজ্ঞা দান করেন। তিনি এইরূপ কহেন: "এই জগত সান্ত এবং অনন্ত। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জগতকে সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন কহিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রান্ত; যাঁহারা জগতকে অনন্ত ও অসীম কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। এই জগত একাধারে সান্ত এবং অনন্ত, কি হেতু? আমি উৎসাহ * * * সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হই যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় জগতের উর্দ্ধ ও অধোভাগের অন্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হই, তির্য্যক ভাবের অনন্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই। এই কারণেই আমি জানিতে পারি যে জগত একাধারে সান্ত এবং অনন্ত।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত আখ্যা দিয়া থাকেন।

২০। 'চতুর্থশ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্কপর্য্যাহত, বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন: "এই জগত সান্তও নহে, অনন্তও নহে। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জগতকে সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন কহিয়া থাকেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; যাঁহারা জগত অনন্ত ও অসীম কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। যাঁহারা জগত একাধারে সান্ত ও অনন্ত কহিয়া থাকেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। এই জগত সান্তও নহে, অনন্তও নহে।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত আখ্যা দিয়া থাকেন।

২১। 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত চতুর্ব্বিধ কারণে কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ কহিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

২২। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না; উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত

হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

অমরা-বিক্ষেপিক

২৩। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অমরা-বিক্ষেপিক[১] ; কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যের আশ্রয় লন, অমরার গতি অনুসরণ করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে, কিসের উদ্দেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন ?

২৪। 'প্রথমতঃ, ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশল কি তাহা যথারূপ জানেন না, অকুশল কি তাহাও যথারূপ জানেন না। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন: "আমি কুশল কি তাহা যথারূপ জানি না, অকুশল কি তাহাও যথারূপ জানি না। এইরূপে কুশল ও অকুশলের স্বরূপ অজ্ঞাত হইয়া যদি আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এইরূপ কহি, তাহা হইলে আমার বাক্য ছন্দ, রাগ, দোষ কিম্বা প্রতিঘ দুষ্ট হইতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে আমার বাক্য মিথ্যা হইতে পারে। যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে বিঘাত হইবে, এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তরায় হইবে।" এইরূপে মিথ্যার ভয়ে, মিথ্যার ঘৃণায়, তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না, ইহা অকুশল তাহাও বলেন না ; প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যের আশ্রয়

১ অমরা নামক পিচ্ছিল দেহ মৎস্যের ন্যায় বক্রগতিতে গমনকারী। ঐ মৎস্যকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন।

লইয়া অমরার গতি অনুসরণ পূর্ব্বক তিনি কহেন: "ইহা আমার মত নয়, ঐ মতও আমার নহে। কোন বিভিন্ন মতও আমার নাই। ইহা নয় তাহাও আমি কহিতেছি না। ইহাও নয় উহাও নয় এরূপও আমি কহিতেছি না।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অমরা-বিক্ষেপিক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৫। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ নীতির আশ্রয় লন ?

'ভিক্ষুগণ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল কি * * * এবং সে ক্ষেত্রে উহা আমার উপাদান[১] স্বরূপ হইবে। যাহা আমার উপাদান হইবে, তাহা আমার পক্ষে বিঘাত হইবে, এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তরায় হইবে।" এইরূপে উপাদানের ভয়ে উপাদানের ঘৃণায় তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না, * * * এরূপও আমি কহিতেছি না।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ * * * অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৬। 'তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ নীতির আশ্রয় লন ?

'কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশল কি * * * যথারূপ জানি না। এইরূপে কুশল ও অকুশলের স্বরূপ অজ্ঞাত হইয়া আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এইরূপ কহিতে পারি। কিন্তু, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন

---

১ যাহা কাম, দৃষ্টি, আত্মবাদ ও শীলব্রতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, যাহা পুনর্জন্মের কারণ, তাহাই উপাদান।

যাঁহারা পণ্ডিত, নিপুণ, অভিজ্ঞ তার্কিক, কুশাগ্রবুদ্ধি, মনে হয় স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা অপরের সিদ্ধান্তকে ছিন্ন ভিন্ন করণে সক্ষম—ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ আমাকে প্রশ্ন করিলে, আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলে এবং বাদানুবাদ করিলে, যদি আমি যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে বিঘাত হইবে এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তরায় হইবে। এইরূপে অনুযোগের ভয়ে, অনুযোগের ঘৃণায় তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না, ইহা অকুশল তাহাও বলেন না; প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ পূর্ব্বক তিনি কহেন: "ইহা * * * কহিতেছি না।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ * * অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৭। 'চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ নীতির আশ্রয় লন ?

'ভিক্ষুগণ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ মন্দ-বুদ্ধি, নির্ব্বোধ। ঐ মূঢ়তার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন: "'পরলোক আছে কি ?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে আমি যদি মনে করি পরলোক আছে, তাহা হইলে আমি ঐরূপই কহিব, কিন্তু আমি সেরূপ কহিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে করি না, উহা যে অন্যপ্রকার তাহাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এইরূপও কহি না। 'পরলোক নাই কি ?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, * * (পূর্ব্বের ন্যায়)। 'পরলোক কি একাধারে আছে এবং নাই ? পরলোক নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি ?—

ঔপপাতিক[১] সত্ত্ব আছে কি? উহা কি নাই? উহা কি একাধারে আছে এবং নাই? উহা নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি?—সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল আছে কি? উহাদের ফল নাই কি? উহাদের ফল কি একাধারে আছে এবং নাই? উহাদের ফল নাই এবং ফল যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি?—মরণের পর কি তথাগতের অস্তিত্ব থাকে? মরণের পর কি তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না? মরণের পর কি একাধারে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না? মরণের পর তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, এইরূপ কি?' আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, যদি আমি এইরূপ মনে করি, আমি ঐরূপই ব্যক্ত করিব। কিন্তু আমি ঐরূপ কহিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাহাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এইরূপও কহি না।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৮। 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা অমরা-বিক্ষেপিক, যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্ব্বিধ কারণে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যের আশ্রয় লন এবং অমরার গতি অনুসরণ করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্ত চতুর্ব্বিধ কারণে, কিম্বা উহাদের মধ্যে এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ করিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

[১] অযোনিজ। পিতা মাতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী।

২৯। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

অধীত্য-সমুৎপন্নিক

৩০। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অকারণবাদী, যাঁহারা দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন?

৩১। 'ভিক্ষুগণ, অসংজ্ঞ-সত্ত্ব নামক কোন কোন দেবতা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হইলেই ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ দেহ হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করেন; তৎপরে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। পরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, সম্যক চিন্তার দ্বারা

এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি সংজ্ঞার উৎপত্তি অনুসরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বাবস্থা স্মরণে অক্ষম হন। তিনি কহেন: "আত্মা ও জগত অকারণ সম্ভূত। কি কারণে? আমি পূর্ব্বে ছিলাম না, কিন্তু পূর্ব্বে না থাকিয়াও এক্ষণে সত্ত্বে পরিণত হইয়াছি।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অকারণবাদী হইয়া আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন।

৩২। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ, কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্তরূপ ঘোষণা করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনা প্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্ক-পর্য্যাহত, বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন: "আত্মা ও জগত অকারণ সম্ভূত।"

'ভিক্ষুগণ ইহাই দ্বিতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপে মতবাদী হইয়া উক্তরূপ ঘোষণা করেন।

৩৩। 'ভিক্ষুগণ, ইহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা অকারণবাদী হইয়া দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন। যাঁহারাই ঐরূপ মতবাদ পোষণ করিয়া ঐরূপ মত ঘোষণা করেন, তাঁহারা সকলেই এই দ্বিবিধ কারণে, কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে, ঐরূপ করিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৩৪। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত

হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন; কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বৰ্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধৰ্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয় জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থগুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

অপরান্ত কল্পিক

৩৫। 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টি হইয়া, অষ্টাদশ কারণে পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে অনেক বিধ মত প্রকাশ করেন। যাঁহারাই ঐরূপ করেন তাঁহারা সকলেই এই অষ্টাদশ কারণে অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে উহা করিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৩৬। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে. ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য

ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থগুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

৩৭। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অপরান্ত-কল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি; তাঁহারা চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

৩৮। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে ঐরূপ মতের পোষক। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'"মরণান্তে আত্মা রূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে", এইরূপ তাঁহারা কহেন। "মরণান্তে আত্মা অরূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় থাকে", এইরূপ কহেন। "আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী"...... "উহা রূপীও নহে, অরূপীও নহে......"উহা সান্ত......"উহা অনন্ত...... "উহা একাধারে সান্ত এবং অনন্ত......"উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে ......"উহা একাত্ম সংজ্ঞী......"উহা নানাত্ম সংজ্ঞী......"উহা পরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন......"উহা অপরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন......"উহা একান্ত সুখী "উহা একান্ত দুঃখী......"উহা একাধারে সুখী ও দুঃখী......"উহা সুখ

দুঃখ হীন, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় মরণান্তে বিদ্যমান থাকে" এইরূপ তাঁহারা কহিয়া থাকেন।

৩৯। 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন, যাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে ঐ মতের পোষক। ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই উক্ত ষোড়শবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৪০। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইযা এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে। ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন; কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'হে ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয় যাহা তথাগতের যথার্থগুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত।

৩। ১। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা অষ্টবিধ কারণে ঐ মত পোষণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন ?

২। '"মরণান্তে আত্মা রূপী, অরোগ এবং অচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে," এইরূপ তাঁহারা কহেন। "মরণান্তে আত্মা অরূপী······"আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী······"উহা রূপীও নহে, অরূপীও নহে······"উহা সান্ত······"উহা অনন্ত······উহা একাধারে সান্ত এবং অনন্ত······"উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে। মরণান্তে উহার অরোগ অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে," এইরূপ তাঁহারা কহিয়া থাকেন।

৩। ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন, যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে ঐ মতের পরিপোষক। ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৪। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টি স্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ,

দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

অপরান্ত কল্পিক

৫। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সচৈতন্যও নহে, অচৈতন্যও নহে, এই মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা অষ্টবিধ কারণে ঐরূপ মতের পোষক। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

৬। '"মরণান্তে আত্মা রূপী, অরোগ এবং নৈব-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী রূপে অবস্থান করে," এইরূপ তাঁহারা কহেন। "মরণান্তে আত্মা অরূপী......"আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী......"উহা রূপীও নহে, অরূপীও নহে......"উহা সান্ত......"উহা অনন্ত......"উহা একাধারে সান্ত এবং অনন্ত......"উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে; মরণান্তে উহার অরোগ নৈব-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে," এইরূপ তাঁহারা কহিয়া থাকেন।

৭। 'ভিক্ষুগণ ইহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার নৈব-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ

করেন, যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে ঐ মতের পোষক। ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পোষক, তাঁহারা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৮। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে,' ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

উচ্ছেদবাদী

৯। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা উচ্ছেদবাদী, যাঁহারা সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, এবং বিভব ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

১০। 'ভিক্ষুগণ, এস্থলে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন: "যেহেতু এই আত্মা রূপী, চাতুর্ম্মহাভূতিক, মাতা ও পিতা হইতে সম্ভূত, সেই হেতু দেহাবসানে ইহার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর ইহার অস্তিত্ব থাকে না, উহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১১। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন: "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা দিব্য, রূপী, কামাবচর, কবলিঙ্কার [১] আহার ভোজী। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না; সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১২। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন: "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা দিব্য, রূপী, মনোময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-যুক্ত, এবং অহীনেন্দ্রিয়। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১ আহার চতুর্ব্বিধ :—(১) কবলিঙ্কার (শরীরের পুষ্টিসাধক) আহার, (২) স্পর্শ আহার, (৩) মন সঞ্চেতনা আহার এবং (৪) বিজ্ঞান আহার।

১৩। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন: "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ম-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না; দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৪। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন: "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৫। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন: "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত 'অকিঞ্চন আয়তন' স্তরে গমন করে। আপনি

উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে উহার অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৬। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন, "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা 'অকিঞ্চন আয়তন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া শান্ত ও প্রণীত 'নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহার অস্তিত্ব থাকেনা, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন

১৭। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা উচ্ছেদ বাদী, যাঁহারা সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত সপ্তবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

১৮। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত·········বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা·········কথনকারী কহিবেন।

দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ বাদী

১৯। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ বাদী,[১] যাঁহারা পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন ?

২০। 'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী, এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন : "যেহেতু এই আত্মা পঞ্চ কামগুণ সমন্বিত হইয়া ইন্দ্রিয় সমূহের তৃপ্তি সাধন করে, সেই হেতু ইহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২১। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করিনা। কিন্তু এই আত্মা ঐরূপেই পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু ? কাম অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণাম-ধর্ম্ম। উহার পরিবর্ত্তন ও অস্থায়ীত্ব হেতু শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও অশান্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা কাম এবং অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, এবং বিবেকজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২২। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপেই এই আত্মা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু ? যে হেতু ঐ অবস্থায় বিতর্ক

১ এই জগতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়, এই মত যাঁহারা পোষণ করেন।

এবং বিচার বর্ত্তমান থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা বিতর্ক ও বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২৩। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন: "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপেই এই আত্মা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? যেহেতু ঐ অবস্থায় চিত্তে প্রীতির অনুভূতি এবং উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা প্রীতিতে বিরাগ উৎপাদন করিয়া উপেক্ষার ভাবে বিরাজ করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া কায়ে সুখ অনুভব করে—যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী'—এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২৪। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন: "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপেই এই আত্মা পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? যেহেতু ঐ অবস্থায় চিত্ত সুখের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্যদৌর্ম্মনস্য অস্তমিত করিয়া, দুঃখহীন, সুখহীন, উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২৫। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ বাদী, যাঁহারা পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত পঞ্চবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

২৬। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টি স্থান এইরূপে গৃহীত·········বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা·········কথনকারী কহিবেন।

২৭। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা অপরান্ত-কল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্চত্বারিংশ কারণেই কিম্বা উহাদের এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

২৮। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত·········বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা·········কথনকারী কহিবেন।

সংক্ষিপ্ত বিবৃতি

২৯। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, অপরান্ত-কল্পিক, একাধারে পূর্ব্বান্ত ও অপরান্ত কল্পিক, পূর্ব্বান্তা-পরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা দ্বিষষ্ঠী কারণে ঐ সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত দ্বিষষ্ঠী কারণে, কিম্বা উহাদের এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৩০। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত·········বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা·········কথনকারী কহিবেন।

*৩২। 'ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে শাশ্বত ঘোষণা করেন—

৩৩। যাঁহারা কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হইয়া চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে আংশিক রূপে শাশ্বত ও আংশিকরূপে অশাশ্বত ঘোষণা করেন—

৩৪। যাঁহারা অন্তানন্তিক বাদী হইয়া চতুর্ব্বিধ কারণে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন—

৩৫। যাঁহারা অমরা-বিক্ষেপিক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্ব্বিধ কারণে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন—

* ৩১ সংখ্যক পদচ্ছেদ মূলে নাই।

৩৬। যাঁহারা অকারণবাদী হইয়া দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন—

৩৭। যাঁহারা পূর্ব্বান্ত কল্পিক, পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টি হইয়া অষ্টাদশ কারণে পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন—

৩৮। যাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন—

৩৯। যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন—

৪০। যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সচৈতন্যও নহে, অচৈতন্যও নহে, এই মত প্রকাশ করেন—

৪১। যাঁহারা উচ্ছেদবাদী হইয়া সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন—

৪২। যাঁহারা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণবাদী হইয়া পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন—

৪৩। যাঁহারা অপরান্ত-কল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি হইয়া চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন—

৪৪। যাঁহারা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, অপরান্ত-কল্পিক, একাধারে পূর্ব্বান্ত ও অপরান্ত-কল্পিক, পূর্ব্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা দ্বি-ষষ্ঠী কারণে ঐ সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—

তাঁহাদের ঐ সকল দৃষ্টি অজ্ঞ, অদর্শী, তৃষ্ণাগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বেদনা মাত্র, চিত্ত-চাঞ্চল্য মাত্র।

৪৫। 'ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে শাশ্বত ঘোষণা করেন—

৪৬। যাঁহারা কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হইয়া চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে আংশিকরূপে শাশ্বত এবং আংশিকরূপে অশাশ্বত ঘোষণা করেন—

৪৭। যাঁহারা অন্তানন্তিকবাদী হইয়া চতুর্ব্বিধ কারণে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন—

৪৮। যাঁহারা অমরা-বিক্ষেপিক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্ব্বিধ কারণে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন—

৪৯। যাঁহারা অকারণবাদী হইয়া দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগতকে অকারণসম্ভূত ঘোষণা করেন—

৫০। যাঁহারা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টি হইয়া অষ্টাদশ কারণে পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন—

৫১। যাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন—

৫২। যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে, এই মত পোষণ করেন—

৫৩। যাঁহারা অষ্টবিধ কারণে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সচৈতন্যও নহে, অচৈতন্যও নহে, এই মত পোষণ করেন—

৫৪। যাঁহারা উচ্ছেদবাদী হইয়া সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন—

৫৫। যাঁহারা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণবাদী হইয়া পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন—

৫৬। যাঁহারা অপরান্ত-কল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি হইয়া চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন—

৫৭। যাঁহারা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, অপরান্ত-কল্পিক, একাধারে পূর্ব্বান্ত ও অপরান্ত-কল্পিক, পূর্ব্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা দ্বি-ষষ্ঠী কারণে ঐ সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—

তাঁহাদের ঐ সকল মত স্পর্শজনিত।

৫৮—৭০। 'ভিক্ষুগণ, যাঁহারা ঐ সকল মত পোষণ করেন, তাঁহারা যে স্পর্শ ব্যতীত ঐরূপ বেদনা-সংযুক্ত হইবেন, তাহা হইতে পারে না।

৭১। 'তাঁহারা সকলেই ষড় স্পর্শায়তনের সহিত স্পর্শে আনীত হইয়া ঐরূপ বেদনা সংযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য এবং নৈরাশ্যের উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু ষড় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, দৈন্য এবং নিঃসরণ যথাযথ রূপে জ্ঞাত হন, তখন তিনি তদূর্দ্ধে যাহা আছে তাহাও জানিতে পারেন।

৭২। 'ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পূর্ব্বান্ত-কল্পিক অথবা অপরান্তকল্পিক, অথবা একাধারে পূর্ব্বান্ত ও অপরান্ত-কল্পিক, অথবা পূর্ব্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি, যাহারা পূর্ব্বান্ত ও অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই এই দ্বি-ষষ্ঠী প্রণালীর জালে আবদ্ধ; ইহাতেই বদ্ধ হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ ভাসমান, উহাতেই ধৃত হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ উন্মজ্জননিরত।

'ভিক্ষুগণ, যখন কোন দক্ষ ধীবর অথবা ধীবর বালক ক্ষুদ্র জলাশয়ের উপর সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট জাল নিঃক্ষেপ করে, তখন তাহার মনে এইরূপ

হইতে পারে: "এই দহে যে সকল বৃহৎ মৎস্য আছে তাহারা সকলেই জালবদ্ধ হইয়াছে, এই জালে আবদ্ধ হইয়াই তাহারা ইতস্ততঃ ভাসমান, উহাতেই ধৃত হইয়া তাহারা ইতস্ততঃ উন্মুজ্জন নিরত"—সেইরূপই উক্ত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ এই দ্বি-ষষ্ঠী-প্রণালীর জালে আবদ্ধ, ইহাতেই বদ্ধ হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ ভাসমান, ইহাতেই ধৃত হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ উন্মুজ্জন নিরত।

৭৩। 'ভিক্ষুগণ, তথাগতের ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেহ বর্ত্তমান। যতদিন এই দেহ থাকিবে ততদিন দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। দেহের বিলয়ে জীবনান্তে দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।

'ভিক্ষুগণ, আম্রগুচ্ছের বৃন্ত ছিন্ন হইলে বৃন্তসংলগ্ন সমুদয় আম্র যেরূপ বৃন্তের অনুগমন করে. সেইরূপই উচ্ছিন্ন-ভব-নেত্র তথাগতের দেহ রহিয়াছে। যতদিন এই দেহ থাকিবে ততদিন দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। দেহের বিলয়ে জীবনান্তে দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।'

৭৪। এইরূপ কথিত হইলে, আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন: "ভন্তে, আশ্চর্য্য, ভন্তে, অদ্ভুত! ভন্তে, এই ধর্ম্মপর্য্যায়ের নাম কি?'

'আনন্দ, এই ধর্ম্মপর্য্যায়কে তুমি অর্থজাল কহিতে পার, ধর্ম্মজাল কহিতে পার, ব্রহ্মজাল কহিতে পার, দৃষ্টিজাল কহিতে পার, অনুত্তর সংগ্রাম-বিজয়ও কহিতে পার।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। ভিক্ষুগণ আনন্দিত মনে ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন। এই সুবিস্তর উপদেশ দান কালে এক সহস্র জগত কম্পিত হইল।

ব্রহ্মজাল সূত্র সমাপ্ত।

শ্রামণ্য ফল সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

ব্রহ্মজাল সূত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধের নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টি আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সূত্রে বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা সমর্থিত হইয়াছে।

মগধরাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জগতে মনুষ্য সাধারণ জীবিকার উপায় স্বরূপ নানাবিধ শিল্প অবলম্বন করিয়া ইহ জগতেই যেরূপ প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়, সংসারত্যাগী সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতৃগণ সঙ্ঘ আশ্রয় হেতু ইহ জীবনেই সেইরূপ কোন প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করেন কি না। উত্তরে বুদ্ধ এক এক করিয়া চতুর্দ্দশটী শ্রামণ্যের সাংদৃষ্টিক ফল বিবৃত করিলেন,—ঐ তালিকার প্রত্যেক পরবর্ত্তী ফল তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ফল অপেক্ষা উন্নততর ও মধুরতর।

অজাতশত্রুর প্রশ্নে উল্লিখিত জীবিকা নির্ব্বাহের বৃত্তিগুলি তৎকালীন সামাজিক অবস্থার উপর প্রভূত পরিমাণে আলোক সম্পাত করে। প্রশ্নের প্রস্তাবনায় মগধরাজ কহিয়াছিলেন যে তিনি ঠিক ঐ একই প্রশ্ন অপর ছয়টী বিভিন্ন সঙ্ঘের নেতাগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সদুত্তর পান নাই। উক্ত নেতাগণ তাঁহাদের উত্তরে অজাতশত্রুকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা হইতে সমসাময়িক একাধিক কৌতূহলোদ্দীপক ধর্ম্মমতের বিষয় জানা যায়। ঐ সকল বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে জৈনমত ছাড়া অন্য কোন মতের পূর্ণ বিবরণ এখনও দুষ্প্রাপ্য।

২। শ্রামণ্য ফল সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান রাজগৃহে জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সঙ্গে সার্দ্ধ দ্বাদশ শত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু-সঙ্ঘ ছিল। ঐ সময় মগধের রাজা বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রু পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে, চাতুর্ম্মাসী কৌমুদী পূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে, রাজামাত্য পরিবৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর, সেই উপোসথ দিনে মগধ রাজের মুখ হইতে আনন্দোক্তি নির্গত হইল:

'কি রমণীয় জ্যোৎস্না রাত্রি!

'কি সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি!

'কি দর্শনীয় জ্যোৎস্না রাত্রি!

'কি নির্ম্মল জ্যোৎস্না রাত্রি!

'কি লক্ষণ-সম্পন্ন জ্যোৎস্না রাত্রি!

'আজ কোন্ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের সঙ্গ অভিলাষ করিব, যাঁহার সংসর্গে আমাদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইবে?'

২। এইরূপ উক্ত হইলে জনৈক রাজামাত্য মগধরাজকে এইরূপ কহিলেন: 'দেব, পূর্ণ কাশ্যপ আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক, গণ-নায়ক, গণাচার্য্য, জ্ঞানী, যশস্বী, তীর্থঙ্কর, বহুজনসম্মানিত, অভিজ্ঞ, দীর্ঘ প্রব্রজিত এবং বয়োবৃদ্ধ। দেব, ঐ পূর্ণ কাশ্যপের নিকট গমন করুন। তাঁহার নিকট গমনে মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে।' এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৩। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন: 'দেব, মক্ষলি গোসাল

আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক,.........এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৪। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন: 'দেব, অজিত কেশকম্বল আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক,.........এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৫। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন: 'দেব, পকুধ কচ্চায়ন আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক.........এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৬। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন: 'দেব, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক,.........এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৭। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন: 'দেব, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক,.........এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

৮। ঐ সময় জীবক কৌমারভৃত্য মগধরাজের অনতিদূরে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক উপবিষ্ট ছিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে কহিলেন: 'মিত্র জীবক, তুমি কি কারণে মৌন রহিয়াছ?

'দেব, ভগবান অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ সার্দ্ধ দ্বাদশশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত আমাদের আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: "ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত।" মহারাজ ঐ ভগবন্তের নিকট গমন করুন। তাঁহার নিকট গমনে মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে।'

গৌতমের নিকট গমন

'মিত্র জীবক, তাহা হইলে হস্তী-যান সমূহ প্রস্তুত কর।'

৯। জীবক কৌমার ভৃত্য "যে আজ্ঞা, মহারাজ" কহিয়া মগধরাজকে প্রতিশ্রুতিদান পূর্ব্বক পঞ্চশত হস্তিনী এবং রাজার আরোহণীয় হস্তী সজ্জিত করিয়া মগধ রাজের নিকট বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন: "দেব, হস্তীযান প্রস্তুত। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন।" তৎপরে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র পাঁচশত হস্তিনীর প্রত্যেকের উপর তাঁহার নারীবর্গের এক এক জনকে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং রাজহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং উল্কাধারী অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে মহা আড়ম্বরের সহিত রাজগৃহ হইতে জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবনে গমন করিলেন।

১০। আম্রবনের অদূরে উপস্থিত হইয়া মগধরাজ অজাতশত্রু ভীত, স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চ কলেবর হইলেন। এইরূপে উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া তিনি জীবককে কহিলেন: 'মিত্র জীবক, তুমি আমাকে প্রতারিত কর নাই ত? তুমি আমার সহিত প্রবঞ্চনা কর নাই ত? তুমি আমাকে শত্রুকরে অর্পণ কর নাই ত? ইহা কিরূপ যে এই বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের মধ্যে, সার্দ্ধ দ্বাদশ শত ভিক্ষুর মধ্যে কোন প্রকার শব্দই নাই—না একটী হাঁচির শব্দ, না একটী কাসির শব্দ?'

'মহারাজ ভীত হইবেন না। আমি আপনাকে প্রতারিত করিতেছি না, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছি না, আপনাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতেছি না। মহারাজ, অগ্রসর হউন, অগ্রসর হউন। ঐ মণ্ডপে দীপ সমূহ জ্বলিতেছে।'

১১। তৎপরে মগধরাজ হস্তীযানে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর হস্তীপৃষ্ঠে গমন করিয়া, পরে হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে

মণ্ডপদ্বারে উপনীত হইলেন। পরে তিনি জীবককে কহিলেন: 'মিত্র জীবক, ভগবান কোথায়?'

'মহারাজ, ঐ ভগবান—ঐ তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া মধ্যে স্থিত স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবিষ্ট।'

১২। তৎপরে মগধরাজ ভগবানের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল সরোবরের ন্যায় শান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবলোকন করিয়া বলিয়া উঠিলেন: 'মদীয় পুত্র উদায়ি-ভদ্রও এই শান্তিযুক্ত হউক, যে শান্তি এই ভিক্ষুসঙ্ঘে বিরাজমান।'

'মহারাজ, আপনার স্নেহধারা যথাস্থানে প্রবাহিত হইয়াছে।'

'ভন্তে, পুত্র উদায়িভদ্র আমার প্রিয়। যে শান্তি এই ভিক্ষু-সঙ্ঘে বিরাজ করিতেছে, কুমারও ঐ শান্তি-যুক্ত হউক।'

১৩। তদনন্তর মগধরাজ অজাতশত্রু ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি অঞ্জলি প্রণমিত করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আসন গ্রহণান্তে তিনি ভগবানকে কহিলেন: 'ভন্তে, আপনার অনুমতি পাইলে আমি আপনাকে এক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।'

'মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন।

১৪। 'ভন্তে, জনসাধারণের জন্য বহুবিধ শিল্পবিদ্যা আছে, যথা—হস্তী-আরোহণ, অশ্বারোহণ, রথিক, ধনুর্গ্রাহ, চেলক[১], চলক[২], পিণ্ডদায়ক[৩], উগ্র রাজপুত্র[৪], প্রস্কন্দিক[৫], মহানাগ শূর, চর্ম্ম-যোধী, দাসপুত্র, সূপকার, ক্ষৌরকার, স্নাপক, মোদক, মালাকার, রজক, পেশকার, নলকার, কুম্ভকার, গণক, মুদ্রিক, এবং এই প্রকারের অন্য যে কোন

১ ধ্বজ-ধারী। ২ শিবির সন্নিবেশক। ৩ সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা খাদ্য বণ্টনে নিযুক্ত।

৪ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী। ৫ সামরিক চর।

শিল্প—ঐ সকল শিল্পাবলম্বী সকলেই এই জগতেই সাংদৃষ্টিক শিল্পফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উহা দ্বারা তাঁহারা স্বয়ং সুখী ও তৃপ্ত হন, মাতাপিতাকে সুখী ও তৃপ্ত করেন, স্ত্রী-পুত্রকে সুখী ও তৃপ্ত করেন, মিত্রামাত্যকে সুখী ও তৃপ্ত করেন। তাঁহারা শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ঊর্দ্ধাগ্রিক, স্বার্গিক, সুখ-বিপাক যুক্ত, স্বর্গ-সংবর্ত্তনিক দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা করেন। ভন্তে, ঐরূপ ইহজীবনেই লভ্য কোন সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফলের উল্লেখ করিতে পারেন কি ?'

১৫। 'মহারাজ, আপনি স্বীকার করেন যে এই প্রশ্ন অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে ?'

'ভন্তে, আমি স্বীকার করি।'

পুরণ কশ্যপ

'মহারাজ, ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যেরূপ উত্তর দিয়াছেন, যদি বাধা না থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন।'

'ভন্তে, কোন বাধাই নাই, যথন ভগবান অথবা ভগবান তুল্যগণ উপবিষ্ট।'

'মহারাজ, তাহা হইলে ব্যক্ত করুন।'

১৬। 'ভন্তে, এক সময় আমি পূরণ কশ্যপের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে, এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি, তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

১৭। 'এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পূরণ কশ্যপ আমাকে কহিলেন : "মহারাজ, যে করে এবং যে করায়, যে ছেদন করে এবং যে ছেদন করায়,

যে অঙ্গহীন করে এবং যে অঙ্গহীন করায়, যে শোক ও নির্য্যাতনের কারণ হয়, যে কম্পিত হয় এবং যে কম্পিত করায়, যে প্রাণনাশ করে, যে অদত্ত গ্রহণ করে, যে সন্ধি ছিন্ন করে[১], যে লুণ্ঠন করে, যে চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়, গুপ্ত স্থান হইতে যে হঠাৎ পথচারীকে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, যে পরদার গমন করে, মিথ্যা-ভাষণ করে, তাহারা এই সকল কর্ম্ম করিয়া পাপ করে না। যদি কেহ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা পৃথিবীর প্রাণীগণকে এক মাংস-খলে, এক মাংস পুঞ্জে, পরিণত করে, তজ্জন্য কোন পাপ হয় না, পাপের আগম হয় না। যদি ঐ ব্যক্তি আঘাত করিতে করিতে, হত্যা করিতে করিতে, ছেদন করিতে করিতে, ছেদন করাইতে করাইতে, অঙ্গহীন করিতে করিতে, অঙ্গহীন করাইতে করাইতে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোন পাপ হইবে না, পাপের আগম হইবে না। যদি ঐ ব্যক্তি দান করিতে করিতে, দান করাইতে করাইতে, যজ্ঞ করিতে করিতে, যজ্ঞ করাইতে করাইতে, গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোন পুণ্য হইবে না, পুণ্যের আগম হইবে না। দান হইতে, দম হইতে সংযম হইতে, সত্য বাক্য হইতে পুণ্যের উদ্ভব হয় না, পুণ্যের আগম হয় না।" ভন্তে, এইরূপে পূরণ কশ্যপ সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া, আমার নিকট অক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভন্তে, আম্র কি এই প্রশ্নের উত্তরে লবুজের[২] বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ পূরণ কশ্যপ সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া অক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল: "আমার ন্যায় ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যবাসী শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কি প্রকারে করিবে?" এইরূপে আমি পূরণ কশ্যপের বাক্যের অভিনন্দনও করিলাম না, নিন্দাও করিলাম

---

১ চলিত ভাষায় 'যে ঘরে সিঁধ কাটে।'

২ কাঁঠাল জাতীয় ফল বিশেষ।

না ; অভিনন্দন ও নিন্দা উভয়ই পরিহার করিয়া, স্বয়ং ক্ষুব্ধ হইয়াও ক্ষোভ সূচক বাক্যের উচ্চারণ না করিয়া, আমি ঐ বাক্য গ্রহণও করিলাম না, বর্জ্জনও করিলাম না, আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

মক্ষলি গোসাল

১৯।* 'ভন্তে, এক সময় আমি মক্ষলি গোসালের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

২০। 'এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মক্ষলি গোসাল আমাকে কহিলেন : "মহারাজ, সত্ত্বগণের সংক্লেশের হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই ; হেতু ও প্রত্যয় বিনা সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। সত্ত্বগণের শুদ্ধির হেতুও নাই, প্রত্যয় ও নাই ; হেতু ও প্রত্যয় বিনা তাহাদের শুদ্ধি হয়। আত্ম-কার নাই, পর-কার নাই, পুরুষ-কার নাই, বল নাই, বীর্য্য নাই, পুরুষ-স্থাম নাই, পুরুষ-পরাক্রম নাই। সর্ব্বসত্ত্ব, সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্বভূত, সর্ব্বজীব, অবশ, অবল, নির্বীর্য্য ; তাহারা নিয়তি ও সংযোগ পরিচালিত এবং ষড়বিধ জাতিভুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় জাত্যনুসারে সুখ দুঃখ অনুভব করে। প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ ছয় সহস্র এবং ছয় শত। কর্ম্ম পাঁচশত প্রকার, তদুপরি পাঁচ প্রকার (পঞ্চেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়), তদুপরি তিন প্রকার (কায়িক, বাচসিক এবং মানসিক) ; কর্ম্ম এবং অর্দ্ধ কর্ম্মও[১] আছে। দ্বি-ষষ্ঠী

* ১৮ সংপদচ্ছেদ মূলে নাই।

১ মন দ্বারা কৃতকর্ম্ম।

প্রতিপদ, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ছয় অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগাবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ-রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রর্ন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর, সাত শত সাত গ্রন্থি, সাত শত সাত প্রপাত, সাত শত সাত স্বপ্ন, চতুরশীতি লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্ত করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেনঃ 'আমি এই শীল, এই ব্রত, এই তপ, অথবা এই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্ম্মের পক্কতা-সাধন করিব, অথবা পরিপক্ক কর্ম্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্ত করিব,' কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন না। সংসারে দ্রোণ-তুলিত সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হয় না; উহার হ্রাস ও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেরূপ সূত্র-গুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার গতি বেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্ত করিবে।"

অজিত কেশ কম্বলী

২১। 'ভন্তে, এইরূপে মক্ষলি গোসাল সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া সংসার-শুদ্ধি ব্যাখ্যা করিলেন। ভন্তে, আম্র কি এ প্রশ্নের উত্তরে লবুজের বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ মক্ষলি গোসাল সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া সংসার-শুদ্ধি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল: "আমার ন্যায় ব্যক্তি······করিবে?" এইরূপে আমি মক্ষলি গোসালের বাক্যের······চলিয়া আসিলাম।

২২। 'ভন্তে, আমি একদিন অজিত কেশকম্বলীর নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার

সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

২৩। 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অজিত কেশ-কম্বলী কহিলেন: "মহারাজ, দান নাই, যজ্ঞ নাই, হোম নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল বিপাক নাই, ইহলোক পরলোক নাই, মাতা পিতা নাই, ঔপপাতিক[১] জীব নাই, পূর্ণজ্ঞানলব্ধ সর্ব্বোচ্চ মার্গস্থ এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া ঐ জ্ঞান প্রচার করেন। মনুষ্য চতুর্মহাভূত হইতে উৎপন্ন। যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবী ধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্ব্বক উহাতেই লীন হয়, অপ ধাতু জলে, তেজ ধাতু অগ্নিতে এবং বায় ধাতু বায়ুতে লীন হয়, এবং তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ আকাশে লীন হয়। মৃতদেহ শবযানে বাহিত হয়; দাহস্থান পর্য্যন্ত প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়; অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং সমস্তই ভস্মে পরিণত হয়। এই যে দান ইহা নির্ব্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানের ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপ মাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, মরণান্তে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না।

২৪। 'ভন্তে, এইরূপে অজিত কেশ-কম্বলী সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উচ্ছেদ-বাদ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া লবুজের বর্ণনা অথবা লবুজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আম্রের বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ অজিত কেশ-কম্বলী সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উচ্ছেদ-বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে

১ মাতা পিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন। অযোনিজ।

আমার মনে হইল: "আমার ন্যায় ব্যক্তি······করিবে?" এইরূপে আমি অজিত কেশ-কম্বলীর বাক্যের···চলিয়া আসিলাম।

২৫। 'ভন্তে, আমি একদিন পকুধ কচ্চায়নের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

২৬। 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পকুধ কচ্চায়ন কহিলেন: "মহারাজ, এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃত-বিধ,[১] অনিম্মিত, নির্ম্মাতাহীন, উৎপাদিকাশক্তিহীন, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। তাহারা গতিহীন, বিকারহীন; তাহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে, পরস্পর পরস্পরের সুখ অথবা দুঃখ অথবা সুখ-দুঃখ বিধানে পর্য্যাপ্ত নহে। এই সাত বস্তু কি কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম বস্তু জীব। এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃত-বিধ, অনিম্মিত, নির্ম্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। তাহারা গতিহীন, বিকারহীন ······পর্য্যাপ্ত নহে। এইরূপে, হন্তা নাই, ঘাতয়িতা নাই; শ্রাবক নাই, শ্রাবয়িতা নাই; বিজ্ঞাতা নাই, বিজ্ঞাপয়িতা নাই। যে তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা শীর্ষচ্ছেদ করে, সে তদ্দ্বারা কাহারও জীবন নাশ করে না, কেবলমাত্র সপ্ত বস্তুর মধ্যস্থ বিবরে[২] অস্ত্র নিপতিত হইয়াছে।"

২৭। 'ভন্তে, এইরূপে পকুধ কচ্চায়ন সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরে অন্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া লবুজের বর্ণনা অথবা লবুজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আম্রের

---

১ যাহা কোন আদেশ বিশেষ দ্বারা সৃষ্ট নয়।

২ শূন্য স্থানে।

বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ পকুধ কচ্চায়ন সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরে অন্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল : "আমার ন্যায় ব্যক্তি······করিবে?" এইরূপে আমি পকুধ কচ্চায়নের বাক্যের······চলিয়া আসিলাম।

২৮। 'ভন্তে, আমি একদিন নিগণ্ঠ নাতপুত্তের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

২৯। 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিগণ্ঠ নাতপুত্ত কহিলেন : "মহারাজ, নিগণ্ঠ চতুর্ব্বিধ সংবর দ্বারা সংবৃত। কিরূপে? মহারাজ, নিগণ্ঠ সর্ব্ব জলের ব্যবহারে সংযত, সর্ব্বপাপে সংযত, সর্ব্ব পাপবিধৌত, সর্ব্বপাপ দূরীকরণে লগ্নচিত্ত। মহারাজ, নিগণ্ঠ এই চতুর্ব্বিধ সংবর দ্বারা সংবৃত। মহারাজ, যেহেতু নিগণ্ঠ এই চতুর্ব্বিধ সংবর দ্বারা সংবৃত, সেই হেতু তিনি গতাত্মা[১], যতাত্মা[২] এবং স্থিতাত্মা কথিত হন।"

৩০। 'ভন্তে, এইরূপে নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরে চতুর্ব্বিধ সংযম বর্ণনা করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া লবুজের অথবা লবুজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আম্রের বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া চতুর্ব্বিধ সংযম বর্ণনা করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল : "আমার ন্যায় ব্যক্তি·········করিবে?" এইরূপে আমি নিগণ্ঠ নাতপুত্তের বাক্যের······চলিয়া আসিলাম।

---

১ লক্ষ্যোপনীত। ২ আত্মসংযমী।

৩১। 'ভন্তে, আমি একদিন সঞ্জয় বেলট্ঠি-পুত্তের নিকট গিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

৩২। 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয় বেলট্ঠি-পুত্ত কহিলেন: "যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর 'পরলোক আছে কি?' তাহা হইলে যদি আমি মনে করি উহা আছে, তাহা হইলে 'পরলোক আছে' আমি এইরূপই প্রকাশ করিব। কিন্তু আমি তাহা কহি না। উহা যে ঐ প্রকার আমি তাহাও কহি না। উহা যে ঐ প্রকার নয় আমি তাহাও কহি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। উহা আছে আমি তাহাও কহি না, নাই তাহাও কহি না। 'পরলোক নাই কি?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করি, * * * (পূর্ব্বের ন্যায়)। 'পরলোক কি একাধারে আছে এবং নাই? পরলোক নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি?—ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে কি? উহা কি নাই? উহা কি একাধারে আছে এবং নাই? উহা নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি?—সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে কি? উহাদের ফল নাই কি? উহাদের ফল কি একাধারে আছে এবং নাই? উহাদের ফল নাই এবং ফল যে নাই তাহাও নয়, এইরূপ কি?—মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কিম্বা থাকে না? মরণের পর কি একাধারে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না? মরণের পর তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, এইরূপ কি?' আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, যদি আমি এইরূপ মনে করি, আমি

ঐরূপই ব্যক্ত করিব। কিন্তু আমি ঐরূপ কহিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাহাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয়, উহাও নয়, আমি এইরূপও কহি না।"

৩৩। 'ভন্তে, এইরূপে সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপের অভিনয় করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া·········সেইরূপ সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল: "এই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সকলেই নির্ব্বোধ ও মূঢ়। সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসার উত্তরে বিক্ষেপের প্রকাশ কেন?" ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল: "আমার ন্যায় ব্যক্তি·········করিবে?" এইরূপে আমি সঞ্জয় বেলটঠি-পুত্তের বাক্যের··············চলিয়া আসিলাম।

৩৪। 'ভন্তে, এক্ষণে আমি ভগবানকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি: "ভন্তে, জনসাধারণের জন্য বহুবিধ শিল্পবিদ্যা আছে, যথা—হস্তী আরোহণ·········পারেন কি?"

'মহারাজ, পারি। এক্ষণে আমি আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনি যথাযথ উত্তর দিন।

৩৫। 'মহারাজ, আপনি কিরূপ মনে করেন? মনে করুন আপনার এক আজ্ঞাবহ দাস আছে যে আপনি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করে, আপনি শয্যা আশ্রয় করিবার পর শয়ন করে, যে আপনার আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সতত তৎপর, শিষ্টাচার-যুক্ত, প্রিয়বাদী এবং সস্মিত বদন। তাহার মনে এইরূপ হইল: "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, পুণ্যের এই গতি ও বিপাক! এই মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য। কিন্তু মগধরাজ পঞ্চ

কামগুণযুক্ত হইয়া উহাদের উপভোগ করিতেছেন—যেন সত্যই দেবতা —আর আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তিনি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করি, তিনি শয্যা আশ্রয় করিবার পর শয়ন করি, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আমি সতত তৎপর, আমি শিষ্টাচারী, প্রিয়বাদী এবা সস্মিত বদন। অতএব আমিও পুণ্যকর্ম্ম করিব, শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।" অতঃপর সে শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিল। সে এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়-সংযম, বাক্-সংযম ও চিত্ত-সংযম সমন্বিত হইয়া, মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া নির্জ্জন-বাসে রত হইল। যদি জনগণ ঐ বিষয়ে আপনাকে এইরূপ বলে: "দেব, আপনি কি অবগত আছেন যে আপনার পূর্ব্বের দাস মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করিয়াছে? সে এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়-সংযম, বাক্-সংযম ও চিত্ত-সংযম সমন্বিত হইয়া, মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া নির্জ্জন বাসে রত হইয়াছে—" তাহা হইলে আপনি কি কহিবেন: "আমার সেই দাস ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার আমার দাসত্বে নিযুক্ত হউক"?'

৩৬। 'না, ভন্তে। উপরন্তু আমরা তাঁহাকে অভিবাদিত করিব, আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিব, তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিব, চীবর, পিণ্ডপাত[১], শয়ন-আসন, ঔষধ ও পথ্য ইত্যাদি ভিক্ষুর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গ্রহণের

১ ভিক্ষাপাত্রে সংগৃহীত অন্ন।

জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিব এবং তাঁহার আশ্রয় স্থান ও রক্ষার জন্য যথাধর্ম্ম বিধান করিব।'

'তাহা হইলে, মহারাজ, আপনি কিরূপ মনে করেন? এ ক্ষেত্রে শ্রামণ্যের ফল সাংদৃষ্টিক কি না?'

'ভন্তে, এ ক্ষেত্রে শ্রামণ্যের ফল অবশ্যই সাংদৃষ্টিক।

'মহারাজ, ইহাই আমার প্রদর্শিত প্রথম সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল।'

৩৭। 'ভন্তে, ইহ জগতেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অন্য কোন শ্রামণ্যফল আপনি প্রদর্শন করিতে পারেন কি?'

'মহারাজ, পারি। এক্ষণে আমি আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনি যথাযথ উত্তর দিন। মহারাজ, আপনি কিরূপ মনে করেন? মনে করুন আপনার রাজ্যে কোন স্বাধীন প্রজা আছেন, তিনি কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্দ্ধক। তাহার মনে এইরূপ হইল: "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত,·········আর আমি তাঁহার প্রজা, কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্দ্ধক। আমিও পুণ্য কর্ম্ম করিব, শির ও···—···আশ্রয় করিব।" তৎপরে তিনি স্বীয় অল্প কিম্বা মহৎ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায়-সংযম·········রত হইলেন। যদি জনগণ ঐ বিষয়ে আপনাকে এইরূপ বলে: "দেব, আপনি জানেন কি যে আপনার পূর্ব্বের প্রজা—কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্দ্ধক পুরুষ—মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া·· ······করিয়াছেন? তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া·········রত হইয়াছেন"—তাহা হইলে আপনি কি কহিবেন: "সেই পুরুষ ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার কৃষক, গৃহপতি ও ধনবর্দ্ধক রূপে অবস্থান করুন"?'

৩৮। 'না, ভন্তে। উপরন্তু আমরা.........যথাধর্ম্ম বিধান করিব।'

'তাহা হইলে, মহারাজ,.........কি না?'

'ভন্তে, এ ক্ষেত্রে.........সাংদৃষ্টিক।'

'মহারাজ, ইহাই আমার প্রদর্শিত দ্বিতীয় সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল।'

৩৯। 'ভন্তে, উক্ত দুই ফল অপেক্ষা উচ্চতর ও মধুরতর অপর কোন ফল আপনি প্রদর্শন করিতে পারেন কি?'

'মহারাজ, পারি। তাহা হইলে শ্রবণ করুন, সম্যকরূপে মনঃসংযোগ করুন, আমি কহিতেছি।'

মগধরাজ উত্তর করিলেন, 'যে আজ্ঞা।' অতঃপর ভগবান কহিলেন:

৪০। 'মহারাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত; যিনি ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করেন; যিনি ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত; যিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন।

৪১। 'ঐ ধর্ম্ম কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র অথবা অপর কোন কুলে জাত কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিল। সে ঐ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইল। সে এইরূপে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া চিন্তা করিল: "গৃহাবাস বাধা সঙ্কুল ও রাগাভিমুখে প্রবর্ত্তনকারী, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশতুল্য। গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ শঙ্খ-লিখিত[১] এই ব্রহ্মচর্য্যের পালন সুকর নহে, অতএব আমি কেশ

১ ধৌত শঙ্খের ন্যায় সুমার্জ্জিত।

ও শ্মশ্রু মোচনপূর্ব্বক কাষায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।" তৎপরে ঐ ব্যক্তি স্বীয় অল্প অথবা মহৎ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগান্তে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিল।

৪২। 'এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া সেই মনুষ্য প্রাতিমোক্ষ[২]-সংবর-সংবৃত হইয়া, আচার গোচর সম্পন্ন হইয়া, অণুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক উহাতে শিক্ষিত হইতে লাগিল। সে কায় ও বাক্য দ্বারা কুশল কর্ম্ম সমন্বিত হইয়া, শুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন হইয়া, শীল সম্পন্ন হইয়া, রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

৪৩। 'মহারাজ, ভিক্ষু কিরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন? ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পরিহারপূর্ব্বক উহা হইতে বিরত হন, তিনি নিহিত-দণ্ড ও নিহিত শস্ত্র হইয়া, বিনয়ী ও দয়াপন্ন হইয়া, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি হিতেচ্ছা ও অনুকম্পাপরবশ হইয়া বিরাজ করেন। ইহা শীলের অন্তর্গত।

'তিনি অদত্তের গ্রহণ পরিহার পূর্ব্বক অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন; যাহা দত্ত তাহা গ্রহণ করিয়া, দানের প্রতীক্ষা করিয়া, সততা ও শুদ্ধচিত্তের সহিত বিরাজ করেন। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

'তিনি অব্রহ্মচর্য্যের পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, ইতর সুলভ মৈথুন হইতে বিরত থাকেন। ইহাও শীলের অন্তর্গত।'

---

২ বিনয় পিটকে সংগৃহীত ভিক্ষুদিগের অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী। উপোসথ দিবসে ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক উহা আবৃত্ত হইত।

৪৪। 'মৃষাবাদ পরিহারপূর্ব্বক তিনি মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত; তিনি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না; তিনি দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্বাসযোগ্য; তিনি প্রতিশ্রুতিভঙ্গে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।'

'তিনি পিশুণবাক্য পরিহারপূর্ব্বক উহা হইতে বিরত। তিনি এই স্থানে যাহা শ্রবণ করেন, এই স্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা অন্যত্র প্রকাশ করেন না; অন্যত্র যাহা শ্রবণ করেন, ঐস্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা এইস্থানে প্রকাশ করেন না। এইরূপে তিনি যাহারা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, যাহারা মিত্র তাহাদের মধ্যে মৈত্রীর উৎসাহদাতা, ঐক্যকারক, ঐক্যপ্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যের কথনকারী। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

'পরুষবাক্য পরিহারপূর্ব্বক তিনি উহা হইতে প্রতিবিরত। যে বাক্য অনিন্দ্য, যাহা শ্রুতিসুখকর, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী, শিষ্ট, মনুষ্যের প্রীতিপ্রদ ও মনোহর তিনি ঐরূপ বাক্য কহিয়া থাকেন। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

'বৃথা প্রলাপ পরিহারপূর্ব্বক তিনি উহা হইতে বিরত। তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী; তিনি যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থ-সংহিত মূল্যবান বাক্য কহিয়া থাকেন। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৫। 'তিনি বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে প্রতিবিরত। তিনি একাহারী, রাত্রি ও বিকাল ভোজনে বিরত। তিনি নৃত্য-গীত-বাদ্য সম্বলিত প্রদর্শনী গমনে বিরত। তিনি মাল্য, গন্ধ ও বিলেপনের ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরত। তিনি উচ্চ ও বৃহৎ শয্যার ব্যবহারে বিরত। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ক শস্যের গ্রহণ বিরত। তিনি অপক্ক মাংসের গ্রহণ হইতে বিরত।

তিনি স্ত্রীলোক ও কুমারীর গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি দাস ও দাসীর গ্রহণে বিরত। তিনি মেষ ও ছাগের গ্রহণে বিরত, কুক্কুট ও শূকরের গ্রহণে বিরত; হস্তী, গো, অশ্ব ও অশ্বীর গ্রহণে বিরত। তিনি কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমির গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি দূত ও সংবাদবাহকের কর্ম্ম হইতে বিরত। তিনি ক্রয় ও বিক্রয় হইতে বিরত। তিনি তুলা, কংস ও মান সম্বন্ধিত প্রবঞ্চনা হইতে বিরত। তিনি উৎকোচ, বঞ্চনা ও শাঠ্যরূপ বক্রগতি হইতে বিরত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৬। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও পঞ্চবীজ শ্রেণীর ও তদ্ভুত উদ্ভিদসমূহের—যথা মূলবীজ, খণ্ডবীজ, গ্রন্থিবীজ, অগ্রবীজ এবং বীজ-বীজ—এই সমুদয়ের বিনাশে রত থাকেন; কিন্তু ভিক্ষু এইরূপ বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশে প্রতিবিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৭। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে রত থাকেন, যথা—সঞ্চিত অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, শয্যা, গন্ধ এবং ব্যঞ্জনপাকোপকরণ; কিন্তু ভিক্ষু এই প্রকার সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৮। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ প্রদর্শনী গমনে রত থাকেন, যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, প্রেক্ষা, আখ্যান, পাণিস্বর, কবির গান, দামামা বাদ্য, রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট, চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল, হস্তীযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভ যুদ্ধ, অজযুদ্ধ, মেষযুদ্ধ, কক্কুটযুদ্ধ, বর্ত্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, কৃত্রিমযুদ্ধ, সেনাবিন্যাস, সৈন্যব্যূহ, বাহিনী পরিদর্শন—ভিক্ষু এইরূপ প্রদর্শনী গমন হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৯। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ দ্যুত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমাদে আসক্ত হইয়া থাকেন, যথা—অষ্টপদ, দশপদ, আকাশ, পরিহার পথ, সন্তিকা, খলিকা, ঘটিকা, শলাকহস্ত, অক্ষ, পঙ্গচীর, বঙ্কক, মোক্ষচিকা, চিঙ্গুলিক, পত্রাঢ়ক, ক্রীড়ার্থ রথ ও ধনু, অক্ষরিকা, মনেষিকা, অঙ্গবিকৃতির অনুকরণ; ভিক্ষু এইরূপ দ্যুত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমাদে অনাসক্ত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫০। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে রত থাকেন, যথা—আসন্দি, পর্য্যঙ্ক, গোণক, চিত্রকা, পটিকা; পটলিকা, তুলিকা, বিকতিকা, উদ্দলোমী, একান্তলোমী, কট্টিস্স, কোষেয়, কুত্তক, হস্তী, অশ্ব ও রথাস্তরণ, অজিনাস্তরণ, কদলী-মৃগ-চর্ম্ম-আস্তরণ, সচন্দ্রাতপ আস্তরণ, শির ও পাদদেশ রক্ষার নিমিত্ত লোহিত উপাধান যুক্ত পর্য্যঙ্ক; ভিক্ষু এবম্প্রকার উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫১। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ মণ্ডন ও বিভূষণাদিতে রত থাকেন, যথা—উৎসাদন, পরিমর্দ্দন, স্নান, সংবাহন, দর্পণ, অঞ্জন, মাল্য, বিলেপন, মুখচূর্ণ, মুখ-বিলেপন, কঙ্কণ, শিখাবন্ধ, দণ্ড, নাড়িক, খড়্গ, ছত্র, চিত্রিত পাদুকা, উষ্ণীষ, মণি, বালবীজনী, দীর্ঘদশাবিশিষ্ট শুভ্র বস্ত্র; ভিক্ষু এবম্বিধ মণ্ডন ও বিভূষণাদি হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫২। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ হীন আলাপে রত থাকেন, যথা—রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্যকথা, সেনাসম্বন্ধীয় কথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, খাদ্য ও পানীয় কথা, বস্ত্রকথা, শয়নকথা, মাল্যকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, জনপদকথা, নারীকথা, বীরকথা, পথকথা, কুম্ভস্থান

কথা, পূর্ব্বপুরুষ কথা, নিরর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য ; ভিক্ষু এইরূপ হীন আলাপে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৩। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ বিগ্রাহিক কথায় নিযুক্ত হন, যথা :—"তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে? —তুমি মিথ্যা দৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ—পূর্ব্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্ব্বে কহিয়াছ—তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে—তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশ মুক্ত কর।" ভিক্ষু এবম্বিধ বিগ্রাহিক কথায় বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৪। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও রাজগণ, মহামাত্যগণ, ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ, এবং গৃহপতি কুমারগণ তাঁহাদিগকে—"এইস্থানে যাও, সেইস্থানে যাও, ইহা লইয়া আইস, ইহা ঐস্থানে লইয়া যাও" এইরূপ দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তাঁহারা উহাতে নিযুক্ত হন। ভিক্ষু এইরূপ দৌত্যকর্ম্মে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।'

৫৫। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও কুহক হইয়া থাকেন, লপক হইয়া থাকেন, নৈমিত্তিক হইয়া থাকেন, নিষ্পেষিক হইয়া থাকেন, লাভোপরি লাভগৃধ্নু হইয়া থাকেন—ভিক্ষু এইরূপ কুহন ও লপন হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৬। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা

অৰ্জ্জন করেন, যথা—সামুদ্রিক বিদ্যা, নিমিত্ত, উৎপাত, স্বপ্ন, লক্ষণ, মূষিক ছিন্নবস্ত্র, অগ্নি-হোম, দৰ্ব্বি হোম, তুষ হোম, কণ হোম, তণ্ডুল হোম, ঘৃত হোম, তৈল হোম, মুখ হোম, রক্ত হোম, অঙ্গ বিদ্যা, বস্তু বিদ্যা, ক্ষত্র বিদ্যা, শিববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ভূরিবিদ্যা, অহিবিদ্যা, বিষবিদ্যা, বৃশ্চিক বিদ্যা, মূষিক বিদ্যা, পক্ষী বিদ্যা, বায়স বিদ্যা, পক্কধ্যান, শরপরিত্রাণ, মৃগচক্র,—ভিক্ষু এই প্রকার হীন বিদ্যায় বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৭। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অৰ্জ্জন করেন—যথা, মণিলক্ষণ, দণ্ডলক্ষণ, বস্ত্রলক্ষণ, অসি লক্ষণ, শর লক্ষণ, ধনু লক্ষণ, আয়ুধ লক্ষণ, স্ত্রী লক্ষণ, পুরুষ লক্ষণ, কুমার লক্ষণ, কুমারী লক্ষণ, দাস লক্ষণ, দাসী লক্ষণ, হস্তী লক্ষণ, অশ্ব লক্ষণ, মহিষ লক্ষণ, বৃষ লক্ষণ, গো-লক্ষণ, অজ লক্ষণ, মেষ লক্ষণ, কুক্কুট লক্ষণ, বৰ্ত্তক লক্ষণ, গোধা লক্ষণ, কর্ণিকা লক্ষণ, কচ্ছপ লক্ষণ, মৃগ লক্ষণ। ভিক্ষু এই রূপ হীন বিদ্যায় বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৮। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অৰ্জ্জন করেন, যথা—"রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তাঁহারা পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; অভ্যন্তর রাজগণ আক্রমণ করিবেন, বাহির রাজগণ পলায়ন করিবেন; বাহির রাজগণ আক্রমণ করিবেন, অভ্যন্তর রাজগণ পলায়ন করিবেন; অভ্যন্তর রাজগণের জয় হইবে, বাহির রাজগণের পরাজয় হইবে; বাহির রাজগণের জয় হইবে, অভ্যন্তর রাজগণের পরাজয় হইবে; এইরূপে এ পক্ষের জয় হইবে, অপর পক্ষের পরাজয় হইবে।" ভিক্ষু এই প্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫৯। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—"চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্য্যগ্রহণ হইবে, নক্ষত্র গ্রহণ হইবে। চন্দ্র সূর্য্যের যথা-নির্দ্দিষ্ট পথে গমন হইবে, চন্দ্র সূর্য্যের বিপথে গমন হইবে, নক্ষত্রদিগের যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদের বিপথে গমন হইবে। উল্কাপাত হইবে, দাবাগ্নি হইবে, ভূমিকম্প হইবে, বজ্রপাত হইবে। চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্য হইবে। চন্দ্রগ্রহণের এই ফল হইবে, সূর্য্য গ্রহণের এই ফল হইবে, নক্ষত্র গ্রহণের এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্য্যের নির্দ্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্য্যের বিপথে গমন হইলে এইফল হইবে, নক্ষত্রগণের নির্দ্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, উহারা বিপথে গমন করিলে এই ফল হইবে, উল্কাপাতের এই ফল হইবে, দাবাগ্নির এই ফল হইবে, ভূমিকম্পের এই ফল হইবে, বজ্রপাতের এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রগণের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্যের এই ফল হইবে।" ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৬০। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—"সুবৃষ্টি হইবে, দুর্ব্বৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, শান্তি হইবে, অশান্তি হইবে, রোগ হইবে, আরোগ্য হইবে, মুদ্রা, গণনা, সংখ্যান, কবিতা রচনা, লোকায়ত।" ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৬১। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা

অৰ্জ্জন করেন, যথা—“আবাহন, বিবাহন, সংবদন, বিবদন, সংকিরণ, বিকিরণ, সৌভাগ্যকরণ, দুর্ভাগ্য করণ, গর্ভপাত করণ, জিহ্বার জড়তা সাধন, হনুর জড়তা সাধন, হস্তের উৰ্দ্ধক্ষেপ, বধিরতা সাধন, আদর্শ প্রশ্ন, কুমারী প্রশ্ন, দেব প্রশ্ন, সূর্য্যোপাসনা, মহাব্রহ্মোপাসনা, অভ্যুজ্জ্বলন, শ্রী-আহ্বান।” ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৬২। ‘কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অৰ্জ্জন করেন, যথা—“শান্তিকৰ্ম্ম, প্রণিধি কৰ্ম্ম, ভূরিকৰ্ম্ম, বর্ষকৰ্ম্ম, বর্ষবর কৰ্ম্ম, বস্তুকৰ্ম্ম, বস্তু-পরিকিরণ, আচমন, স্নান, যজ্ঞ, বমন, বিরেচন, উৰ্দ্ধ বিরেচন, অধো বিরেচন, শীর্ষ বিরেচন, কর্ণ তৈল, নেত্র-তর্পণ, নাসিকা কৰ্ম্ম, অঞ্জন, অভিলেপন, শালাক্য, শল্য কৰ্ম্ম, শিশু-চিকিৎসা, মূল ও ভৈষজ্যের প্রয়োগ, ঔষধের প্রতিমোক্ষ।” ভিক্ষু এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৬৩। ‘মহারাজ, ভিক্ষু এইরূপ শীলসম্পন্ন হইয়া এই শীলসংবরের কারণ কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। যেরূপ, মহারাজ, মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয় শত্রুকুল পরাজিত করিয়া কুত্রাপি শত্রুভয়ে ভীত হন না, এই রূপেই ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হইয়া শীলসংবরের কারণ কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। তিনি আর্য্য শীলস্কন্ধ সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ অনুভব করেন। মহারাজ, ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন।

৬৪। ‘মহারাজ, ভিক্ষু কিপ্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন? মহারাজ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্ত[1] ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী[2]

১ দৃষ্ট বস্তু নর অথবা নারী এইরূপ সিদ্ধান্ত। ২ দৃষ্ট নর অথবা নারীর হাস্য, বাক্য, দৃষ্টি, হস্ত, পদ ইত্যাদি অনুব্যঞ্জন।

হন না। যে কারণে চক্ষুরিন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া বিচরণ না করিলে লোভ, দৌর্ম্মনস্য আদি পাপ অকুশল ধর্ম্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি তাহার সংযমের জন্য যত্নবান হন, এবং এইপ্রকারে চক্ষুরিন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় সংযত করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করিয়া, কায় দ্বারা স্পর্শানুভূতি করিয়া, মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া তিনি নিমিত্ত ও অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হন না। যে কারণে মনিন্দ্রিয় সম্বন্ধে অসংযত হইয়া বিচরণ করিলে লোভ, দৌর্ম্মনস্য আদি পাপ অকুশল ধর্ম্ম অনুস্রবিত হয়, তিনি তাহার সংযমে যত্নবান হন, এবং এই প্রকারে মনিন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া মনিন্দ্রিয় সংযত করেন। তিনি এই আর্য্য ইন্দ্রিয়-সংবর সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্মে অবিমিশ্র সুখ অনুভব করেন। মহারাজ, ভিক্ষু এইপ্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন।

প্রীতি ও বৈরাগ্য

৬৫। 'মহারাজ, ভিক্ষু কিরূপে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া থাকেন? মহারাজ, ভিক্ষু পুরোগমনে ও প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন, অবলোকনে বিলোকনে, সঙ্কোচন ও প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, ভুক্তি, পান, ভোজন ও আস্বাদনে, শৌচকর্ম্মে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তি ও জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীম্ভাবে, সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন। মহারাজ, ভিক্ষু এইরূপে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া থাকেন।

৬৬। 'মহারাজ, ভিক্ষু কিরূপে সন্তুষ্ট হন? মহারাজ, তিনি দেহাচ্ছাদক চীবর ও ভিক্ষালব্ধ উদরান্নে সন্তুষ্ট হন, তিনি যেখানেই

গমন করেন, সেখানেই ঐ সকল তাঁহার সহিত গমন করে। মহারাজ, যেরূপ পক্ষী যেখানেই উড্ডয়ন করে সেখানেই তাহার পক্ষ তাহার সহগামী হয়, সেইরূপই তিনি দেহাচ্ছাদক চীবর ও ভিক্ষালব্ধ উদরান্নে সন্তুষ্ট হন, তিনি যেখানেই গমন করেন, সেখানেই ঐ সকল তাঁহার সহিত গমন করে।

৬৭। 'তিনি এই আর্য্য শীলস্কন্ধ সমন্বিত হইয়া, এই আর্য্য ইন্দ্রিয়-সংবর সমন্বিত হইয়া, এই আর্য্য স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, এই আর্য্য সন্তুষ্টি সমন্বিত হইয়া, বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন, অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্ব্বত, কন্দর, গিরি-গুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তুপের ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারান্তে তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া, উপবিষ্ট হন।

৬৮। 'তিনি লোকে অভিধ্যার পরিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিহার করিয়া অব্যাপন্নচিত্তে বিহার করেন, সর্ব্ব-প্রাণীর হিতাকাজ্ক্ষী হইয়া, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া, ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পরিহার করিয়া বিগত-স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন, আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসা পরিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন, কুশলধর্ম্মে সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন।

৬৯। 'মহারাজ, কেহ হয়ত ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল, ব্যবসায়ে তাহার সাফল্য হইল, সে পূর্ব্বের ঋণ পরিশোধ করিল, এবং এই সমস্ত করিয়াও ভার্য্যা প্রতিপালনের জন্য তাহার কিছু অবশিষ্ট রহিল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: "আমি পূর্ব্বে ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ব্যবসায়ে আমার সাফল্য লাভ হইয়াছে, পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিয়াও ভার্য্যা প্রতিপালনের জন্যে আমার অর্থ অবশিষ্ট আছে।" উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

স্বাধীনতা

৭০। 'মহারাজ, কেহ হয়ত স্বাস্থ্যহীন, দুঃখিত, অতিশয় রোগগ্রস্ত, অন্ন তাহার পুষ্টিসাধন করে না; তাহার দেহ বলহীন। পরবর্ত্তীকালে সে ঐ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হইতে মুক্ত হইল, অন্ন হইতে সে পুষ্টিলাভ করিল, তাহার দেহে বলেরও সঞ্চার হইল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: "পূর্ব্বে আমি স্বাস্থ্যহীন, দুঃখিত, অতিশয় রোগগ্রস্ত ছিলাম, অন্ন আমার পুষ্টিসাধন করিত না, আমার দেহ বলহীন ছিল, এক্ষণে আমি সেই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছি, অন্ন আমার পুষ্টিসাধন করিতেছে, শরীরেও বলের সঞ্চার হইয়াছে।" উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭১। 'মহারাজ, কেহ হয়ত কারাগারে বদ্ধ। পরবর্ত্তীকালে সে স্বস্তির সহিত নিরাপদে কারামুক্ত হইল, তাহার কোন ধনহানিও হইল না। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: "আমি পূর্ব্বে কারাবদ্ধ ছিলাম, এক্ষণে আমি স্বস্তির সহিত নিরাপদে কারামুক্ত হইয়াছি, আমার

কোন ধনহানিও হয় নাই।” উহাতে সে প্রামোদ্যলাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭২। ‘মহারাজ, কেহ হয়ত দাস, সে স্বাধীন নহে, পরাধীন, স্বেচ্ছায় কোন স্থানে গমনে অক্ষম। পরবর্ত্তীকালে সে ঐ দাস্য হইতে মুক্ত হইল, স্বাধীন হইল, তাহার পরাধীনত্ব রহিল না, সে ভুজিষ্য[১] হইল, যথেচ্ছাগমনে সক্ষম হইল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: “আমি পূর্ব্বে দাস ছিলাম, আমার স্বাধীনতা ছিল না, আমি পরাধীন ছিলাম, স্বেচ্ছায় গমনে অক্ষম ছিলাম; এক্ষণে আমি সেই দাস্য হইতে মুক্ত, স্বাধীন, পরাধীনতা-হীন, ভুজিষ্য, যথেচ্ছা গমনক্ষম।” উহাতে সে প্রামোদ্যলাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭৩। ‘মহারাজ, কোন ধনবান ও ভোগবান ব্যক্তি অন্নহীন ভয়-সঙ্কুল কান্তারপথে উপনীত হইল। পরে সে ঐ কান্তার উত্তীর্ণ হইয়া স্বস্তির সহিত নিরাপদ ভয়হীন গ্রামান্ত প্রাপ্ত হইল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: “আমি অন্নহীন, ভয়সঙ্কুল কান্তারে উপনীত হইয়া-ছিলাম, এক্ষণে আমি ঐ কান্তার উত্তীর্ণ হইয়া স্বস্তির সহিত নিরাপদ ভয়হীন গ্রামান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি।” উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭৪। ‘মহারাজ, সেইরূপই ভিক্ষু, যতদিন পঞ্চনীবরণ[২] প্রহীন না হয়, ততদিন আপনাকে ঋণাবদ্ধ, রোগগ্রস্ত, কারাবদ্ধ, কান্তারপথে উপনীত রূপে মনে করেন। কিন্তু পঞ্চ নীবরণ প্রহীন হইলে তিনি আপনাকে অঋণী, অরোগী, বন্ধনমুক্ত, ভুজিষ্য, বিপন্মুক্ত স্থানে উপনীত রূপে মনে করেন।

---

১ মুক্তদাস। ২ অভিধ্যা ইত্যাদি চিত্তের পঞ্চ নীবরণ ৬৮ সং পদচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে [অভিধ্যা, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা]

ধ্যান

৭৫। 'আপনাতে এই পঞ্চনীবরণ প্রহীন দেখিয়া তিনি প্রামোদ্য লাভ করেন, প্রামোদ্য হইতে প্রীতির উৎপত্তি হয়, প্রীতির উৎপত্তিতে দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহ সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। তিনি এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৬। 'মহারাজ, যেরূপ কোন দক্ষ স্নাপক অথবা স্নাপকের অন্তেবাসী কংসথালে স্নানচূর্ণ বিকীর্ণ করিয়া উহা জল দ্বারা অল্পে অল্পে সিক্ত করিলে ঐ স্নানপিণ্ড স্নেহানুগত, স্নেহাভিভূত, স্নেহময় হয়, কিন্তু উহা হইতে স্নেহের নিঃস্রাব হয় না; সেইরূপই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, এই ফল পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৭৭। 'পুনশ্চ, মহারাজ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজ, প্রীতিসুখ মণ্ডিত, দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। তিনি এই দেহকে সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন,

পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৮। 'মহারাজ, কোন গভীর জলাশয় আছে, উহার নিম্নস্থ উৎস হইতে জল উদ্গত হয়, উহার পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে জলের প্রবেশদ্বার নাই, সময়ে সময়ে বর্ষার ধারাও উহার উপরে বর্ষিত হয় না। তথাপি সেই জলাশয় হইতে শীতল বারিধারা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ঐ জলাশয়কে প্লাবিত করে, সিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে, পরিস্ফুরিত করে, উহার কোন অংশই শীতল বারিদ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না। মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু এই দেহকে সমাধিজ প্রীতি সুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশই সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৭৯। 'পুনশ্চ, মহারাজ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষা সম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী'—এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। তিনি এই দেহকে প্রীতিরহিত সুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশই প্রীতিরহিত সুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৮০। 'মহারাজ, যেরূপ উৎপল সরোবর, পদ্ম সরোবর, পুণ্ডরীক সরোবরে জাত সমুদয় উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে জাত, জলে বর্দ্ধিত হইয়া জল হইতে উর্দ্ধে উত্থান করে না, জল হইতে পুষ্টি

গ্রহণ করে, এবং যেরূপ উহাদের শীর্ষ হইতে মূল পর্য্যন্ত শীতল বারি দ্বারা প্লাবিত হয়, সিক্ত হয়, পরিপূর্ণ হয়, পরিস্ফুরিত হয়, উহাদের কোন অংশই শীতলবারি দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না ; সেইরূপেই, মহারাজ, ভিক্ষু এই দেহকে প্রীতিরহিত সুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশই প্রীতি-রহিত সুখদ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮১। 'পুনশ্চ, মহারাজ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। তিনি ঐ পরিশুদ্ধ পর্য্যবদাত চিত্তের দ্বারা দেহকে স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হন, তাঁহার দেহের কোন অংশই পর্য্যবদাত চিত্তের দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৮২। 'মহারাজ, যেরূপ কোন পুরুষ নির্ম্মল শুভ্র বস্ত্রদ্বারা সশীর্ষাবৃত হইয়া উপবিষ্ট হইলে তাহার দেহের কোন অংশই নির্ম্মল শুভ্র বস্ত্রদ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না, সেইরূপই ভিক্ষু পরিশুদ্ধ পর্য্যবদাত চিত্তের দ্বারা দেহকে স্ফুরিত করিয়া উপবিষ্ট হন, তাঁহার দেহের কোন অংশই পরিশুদ্ধ পর্য্যবদাত চিত্তের দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮৩। 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি জ্ঞানদর্শনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি এই জ্ঞান

লাভ করেন : "আমার এই কায় রূপী, চাতুর্ম্মহাভূতিক, মাতাপিতা হইতে উদ্ভূত, দধিমিশ্রিত পক্ক অন্নের স্তূপ, উৎসাদন ও পরিমর্দ্দন দ্বারা রক্ষিত, অনিত্য, বিপ্রয়োগ এবং ধ্বসান্ত ; আমার যে এই বিজ্ঞান, ইহাও তাহাতেই শায়িত, তাহাতেই প্রতিবদ্ধ।"

৮৪। 'মহারাজ, মনে করুন একখণ্ড শুভ্র, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সুকর্ত্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, অনাবিল, সর্ব্বায়বসম্পন্ন বৈদুর্য্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করিলেন : "এই শুভ্র, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সুকর্ত্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, অনাবিল, সর্ব্বায়ব-সম্পন্ন বৈদুর্য্য মণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।" মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, আনেজ্য প্রাপ্ত অবস্থায় জ্ঞানদর্শনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি এই জ্ঞান লাভ করেন : "আমার এই কায়......প্রতিবদ্ধ।"

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮৫। 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি মনোময় কায়ের নির্ম্মাণাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন, তিনি এই কায় হইতে ভিন্ন অপর এক রূপী, মনোময়, সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত কায় নির্ম্মাণ করেন।

৮৬। 'মহারাজ, কোন পুরুষ মুঞ্জ হইতে শর নিষ্কাষিত করিলে তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে : "ইহা মুঞ্জ, ইহা ইষীকা ; মুঞ্জ এক প্রকার দ্রব্য, ইষীকা অন্যপ্রকার, কিন্তু মুঞ্জ হইতে ইষীকা বহির্গত

হইয়াছে।” মহারাজ, কোন পুরুষ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলে তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: “ইহা অসি, ইহা কোষ; অসি এক প্রকার দ্রব্য, কোষ অন্যপ্রকার, কিন্তু কোষ হইতে অসি নির্গত হইয়াছে।” মহারাজ, কোন পুরুষ পিটক হইতে সর্প বহিষ্কৃত করিলে তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: “ইহা সর্প, ইহা পিটক; সর্প একদ্রব্য, পিটক অন্যপ্রকার, কিন্তু পিটক হইতে সর্প নির্গত হইয়াছে।” মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সমাহিত, পরিশুদ্ধ······ কায় নির্ম্মাণ করেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮৭। 'মহারাজ, চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি ঋদ্ধি বর্দ্ধনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন—এক হইয়াও বহু হইতে সক্ষম হন, বহু হইয়াও পুনরায় এক হইতে সক্ষম হন; তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়; আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন; জলে উন্মুজ্জন নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মুজ্জন নিমজ্জন করেন; তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না করিয়া জলের উপর গমন করেন; তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করেন; মহা পরাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দ্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন।

ঋদ্ধি

৮৮। 'মহারাজ, যেরূপ দক্ষ কুম্ভকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত মৃত্তিকা হইতে ইচ্ছামত পাত্রাদি নির্ম্মাণ করে; যেরূপ কোন দক্ষ গজদন্ত-শিল্পী অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত গজদন্ত হইতে ইচ্ছামত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে; যেরূপ কোন দক্ষ স্বর্ণকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত স্বর্ণ হইতে ইচ্ছামত অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করে; এইরূপেই, মহারাজ, ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত,······অবস্থায় ঋদ্ধি বর্দ্ধনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হন—এক হইয়াও······গমন করেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮৯। 'চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত,············অবস্থায় তিনি দিব্যশ্রোত্রের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি দিব্য, বিশুদ্ধ, অলৌকিক শ্রোত্রদ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ দৈব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন।

৯০। 'মহারাজ, যেরূপ কোন পথচারী পুরুষ ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, কিম্বা শঙ্খ-প্রণব-দেণ্ডিম শব্দ শ্রবণ করিলে মনে করে: "ইহা ভেরী-শব্দ, ইহা মৃদঙ্গ শব্দ, ইহা শঙ্খ-প্রণব-দেণ্ডিম শব্দ", সেইরূপই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত······অবস্থায় দিব্য শ্রোত্রের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি দিব্য, বিশুদ্ধ······শ্রবণ করেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯১। 'চিত্তের সেই সমাহিত······অবস্থায় তিনি চেতপর্য্যায় জ্ঞানের

দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বচিত্তদ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর মনুষ্যগণের চিত্ত জানিতে পারেন—

সরাগচিত্তকে সরাগচিত্তরূপে জানিতে পারেন, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগচিত্তরূপে জানিতে পারেন ;

সদোষচিত্তকে সদোষচিত্তরূপে জানিতে পারেন, বীতদোষ চিত্তকে বীতদোষ চিত্তরূপে জানিতে পারেন ;

সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্তরূপে জানিতে পারেন, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্তরূপে জানিতে পারেন ;

সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্তচিত্তরূপে জানিতে পারেন, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্তচিত্তরূপে জানিতে পারেন ;

পরচিত্ত জ্ঞান

মহদ্গত চিত্তকে মহদ্গতচিত্তরূপে জানিতে পারেন, অমহদ্গতচিত্তকে অমহদ্গতচিত্তরূপে জানিতে পারেন ;

সাংসারিক চিত্তকে সাংসারিকচিত্তরূপে জানিতে পারেন, অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্তরূপে জানিতে পারেন ;

সমাহিতচিত্তকে সমাহিতচিত্তরূপে জানিতে পারেন, অসমাহিতচিত্তকে অসমাহিত চিত্তরূপে জানিতে পারেন ;

বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্তরূপে জানিতে পারেন, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্তচিত্তরূপে জানিতে পারেন ;

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯২। 'মহারাজ, যেরূপ কোন বিলাসপ্রিয় স্ত্রী বা পুরুষ, তরুণ

অথবা যুবা, দর্পণে কিম্বা পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত স্বচ্ছ জলপাত্রে স্বীয় মুখ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া উহা তিলযুক্ত হইলে তিলযুক্তরূপে জানিতে পারে, তিল রহিত হইলে তিলরহিতরূপে জানিতে পারে, সেইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত······অবস্থায় চেত-পর্য্যায় জ্ঞানের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বচিত্ত দ্বারা······অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯৩। 'চিত্তের সেই সমাহিত······অবস্থায় তিনি পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প, অনেক সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত কল্প। "অমুকস্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এইপ্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেইস্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এইপ্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।"—এইরূপে বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।

৯৪। 'মহারাজ, কোন পুরুষ স্বকীয় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিল, ঐ গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিল, ঐ গ্রাম হইতে স্বীয় গ্রামে প্রত্যাগমন করিল। তাহার মনে এইরূপ হইবে : "আমি স্বকীয় গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে আসিয়াছিলাম, ঐস্থানে এইরূপ ভাবে

দণ্ডায়মান ছিলাম, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম, এইরূপ কথা কহিয়াছিলাম, এইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। ঐ গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে আসিয়াছিলাম; সেখানে এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান ছিলাম, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম, এইরূপ কথা কহিয়া ছিলাম, এইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। সেই গ্রাম হইতে আমি স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি।" মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত ......অবস্থায় পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা......স্মরণ করেন।

পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯৫। 'চিত্তের সেই সমাহিত......অবস্থায় তিনি সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষুদ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন; কর্ম্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দুর্ব্বর্ণ বিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন: "ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচসিক ও মানসিক দুরাচরণ সম্পন্ন, আর্য্যগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টি সমন্বিত, মিথ্যা-দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচসিক ও মানসিক সদাচরণ সম্পন্ন, তাঁহারা আর্য্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক দৃষ্টিসমন্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উঁহারা সুগতিপ্রাপ্ত

হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।” এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য চক্ষু দ্বারা······জানিতে পারেন।

৯৬। ‘মহারাজ, শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে প্রাসাদ। ঐস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ দেখিতে পাইল মনুষ্যগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, বর্ত্মে পাদচারণা করিতেছে, শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার মনে এইরূপ হইবেঃ “এই সকল মনুষ্য গৃহে প্রবেশ করিতেছে, এই সকল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এই সকল মনুষ্য বর্ত্মে পাদচারণা করিতেছে, এই সকল শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট রহিয়াছে।” মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত······অবস্থায় সত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বিশুদ্ধ······জানিতে পারেন।

‘মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯৭। তিনি চিত্তের সেই সমাহিত·····অবস্থায় আসব-ক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি “ইহা দুঃখ” ইহা যথাযথ রূপে জানিতে পারেন, “ইহা দুঃখ সমুদয়” ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, “ইহা দুঃখ নিরোধ” ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, “ইহা দুঃখ নিরোধাভিমুখী মার্গ” ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, “ইহা আসব” ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, “ইহা আসব সমুদয়” ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, “ইহা আসব নিরোধ” ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, “ইহা আসব নিরোধাভিমুখী মার্গ” ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন। এইরূপ জানিয়া ও দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত কামাসব হইতে বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে মুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে “বিমুক্ত হইয়াছি” এই জ্ঞানের উদয়

হয়, "জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যাহা করণীয় তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, পুনর্জন্ম আর নাই" তিনি ইহা জানিতে পারেন।

উপসংহার

৯৮। 'মহারাজ, পর্ব্বতের উপত্যকায় স্বচ্ছ, নির্ম্মল, অনাবিল জলাশয়ের তীরে চক্ষুষ্মান পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল শুক্তি, শম্বুক, শর্করা, কঠর, মৎস্যগুল্মাদি উহাতে সঞ্চরণ কিম্বা স্থিতিশীল হইয়া রহিয়াছে। তাহার মনে এইরূপ হইল: "এই জলাশয় স্বচ্ছ, নির্ম্মল, অনাবিল, ইহাতে শুক্তি, শম্বুক, শর্করা, কঠর, মৎস্যগুল্মাদি সঞ্চরণ নিরত কিম্বা স্থিতিশীল।" এইরূপেই, মহারাজ, ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত ....অবস্থায় আসব ক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি "ইহা দুঃখ".........তিনি ইহা জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর। মহারাজ, ইহা হইতে উন্নততর, মধুরতর সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল নাই।'

৯৯। এইরূপ উক্ত হইলে মগধরাজ বৈদেহি পুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে কহিলেন: 'উত্তম, ভন্তে! উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ-প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈল দীপ ধৃত হয়, সেইরূপেই ভগবান অনেক পর্য্যায়ে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবানের শরণ, লইতেছি, ধর্ম্মের শরণ লইতেছি, ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত শরণাগত উপাসকরূপে ভগবান আমাকে গ্রহণ করুন। ভন্তে, আমি মূর্খতা, মূঢ়তা ও পাপ বশতঃ অপরাধী হইয়াছি, আমি রাজ্য

লোভে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ পিতাকে হত্যা করিয়াছি। ভগবান আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, যাহাতে আমি ভবিষ্যতে সংযত হইতে পারি।'

১০০। 'মহারাজ, যথার্থই আপনি মূর্খতা, মূঢ়তা ও পাপবশতঃ অপরাধী হইয়াছেন, যেহেতু আপনি ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ পিতার হত্যাসাধন করিয়াছেন। কিন্তু, মহারাজ, যেহেতু আপনি অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথাধর্ম্ম তাহার প্রতিকার করিতেছেন, সেই হেতু আপনার স্বীকারোক্তি গৃহীত হইল। মহারাজ, যে অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথা ধর্ম্ম তাহার প্রতিকার করে সে ভবিষ্যতে সংযত হয়, ইহাই আর্য্যদিগের বিনয়ের রীতি।'

১০১। এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ বৈদেহি পুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে কহিলেন: 'ভন্তে, এক্ষণে আমি গমন করিব, আমার অনেক কৃত্য অনেক করণীয় আছে।'

'মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।'

তৎপরে মগধরাজ বৈদেহি পুত্র অজাতশত্রু ভগবদ্বাক্য অভিনন্দন ও অনুমোদন পূর্ব্বক আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

১০২। তদনন্তর, মগধরাজের প্রস্থানের অত্যল্প কাল পরেই ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন: 'ভিক্ষুগণ, রাজা ছিন্নমূল, অর্দ্ধ-মৃত; ভিক্ষুগণ, যদি তিনি ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ পিতার প্রাণনাশ না করিতেন, তাহা হইলে এই আসনেই তাঁহার বিরজ বীতমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইত।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। ভিক্ষুগণ হৃষ্ট মনে ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

শ্রামণ্য ফল সূত্র সমাপ্ত।

অম্বট্‌ঠ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্রের বিষয় জাতিভেদ। একদা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া অম্বট্‌ঠ বুদ্ধের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন যে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপর ত্রিবর্ণ (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ব্রাহ্মণদিগের পরিচারক মাত্র। বুদ্ধ প্রমাণ করিলেন যে, জাতি-গর্ব্বিত তথাকথিত ব্রাহ্মণ অম্বট্‌ঠের পূর্ব্ব পুরুষ শাক্যদিগের দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু দাসীপুত্র হইলেও স্বীয় সাধন বলে তিনি মহা ঋষি হইয়াছিলেন।

সুত্ত নিপাতে বাসেট্‌ঠ সূত্রেও বুদ্ধ জাতিবাদ সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে জাতিবাদ সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। একজন কহিতেছিলেন জাতি দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, অপর প্রতিপাদন করিতেছিলেন কর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। বিরোধের মীমাংসায় অক্ষম হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয় বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ উত্তরে প্রাণীগণের জাতিবিভঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন যে, জাতির জন্য কিম্বা মাতৃ বিশেষের গর্ভে উৎপত্তির জন্য কাহাকেও ব্রাহ্মণ স্বীকার করা যায় না, যিনি অকিঞ্চন, যিনি অনাসক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ। "জাতিদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জাতিদ্বারা কেহ অব্রাহ্মণও হয় না, কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, কর্ম্মদ্বারাই অব্রাহ্মণ হয়।" (সুত্ত নিপাত-শ্লোক সং-৬৫০) জাতি বিভঙ্গের ব্যাখ্যা ক্রমে বুদ্ধ কহিয়াছেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণীসমূহের লক্ষণ-সমূহ যেরূপ জাতিসম্ভূত ও বহুল মনুষ্যের সেরূপ নহে। "দেহবিশিষ্ট প্রাণীগণের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে ঐ পার্থক্য অবিদ্যমান, মনুষ্যের মধ্যে যে পার্থক্য

আছে তাহা নাম মাত্র।” (সূত্ত নিপাত-শ্লোক সং-৬১১) এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের অভিমত এবং আধুনিক জীব বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের সিদ্ধান্তে কোন প্রভেদ নাই।

সুতরাং জাতি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে না। অম্বট্‌ঠের পূর্ব্ব পুরুষ হীন গর্ভসম্ভূত হইলেও স্বকীয় প্রয়াস বলে যখন ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার হীনজাতি তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে উন্নতির পথে বাধা দিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সূত্রের উপসংহারে বুদ্ধ কহিতেছেন যে, যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, তাঁহার জাতি যাহাই হউক না কেন, তিনি দেব মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৩। অম্বট্‌ঠ সূত্র

১। ১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একদা ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্কল নামক কোশলদিগের ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানে অবস্থিতি কালে তিনি ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদেয় রূপে কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত, জনাকীর্ণ, তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন উক্কট্‌ঠায় বাস করিতেছিলেন।

২। ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি শুনিলেন: ‘শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্কলে উপনীত হইয়া তত্রস্থ ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: “ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথি,

দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত ; ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞানদ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট করেন ; তিনি ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত ; তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অরহতের দর্শন শুভজনক।"

৩। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির অম্বট্‌ঠ নামে একজন তরুণ শিষ্য ছিল। তিনি অধ্যায়ক ও মন্ত্রধর ছিলেন, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট এবং বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি পদ-পাঠজ্ঞ, বৈয়াকরণিক, কূটতর্কবিদ্যানিপুণ ও মহাপুরুষ-লক্ষণ-জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। আচার্য্যের ত্রিবিদ্যা বিষয়ক প্রবচনে তাঁহার পাণ্ডিত্য এতই স্বীকৃত হইত যে তিনি বলিতে পারিতেন : 'যাহা আমি জানি তাহা তুমি জান, যাহা তুমি জান তাহা আমি জানি।'

৪। অনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি অম্বট্‌ঠকে সম্বোধন করিলেন : 'তাত অম্বট্‌ঠ, শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চশত·········করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমের সম্বন্ধে·········শুভজনক। তাত অম্বট্‌ঠ, এস, শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন কর এবং অনুসন্ধান কর যে তাঁহার সম্বন্ধে যে যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে, উহা যথার্থ কি না, তিনি যেরূপে ঘোষিত হইয়াছেন সেইরূপ কি না ; এইরূপেই আমরা গৌতমকে জানিতে পারিব।'

অম্বট্ঠের বুদ্ধের নিকট গমন

৫। 'কিন্তু, ব্রাহ্মণ, আমি কিরূপে জানিব যে গৌতমের সম্বন্ধে যে যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে, উহা যথার্থ কিনা, তিনি যেরূপে ঘোষিত হইয়াছেন সেইরূপ কিনা ?'

'বৎস অম্বট্ঠ, আমাদিগের মন্ত্রসমূহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ লক্ষণসমন্বিত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্নসমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা—চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মনিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতি রত্ন এবং সপ্তরত্ন-স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র—সাহসী, বীরোপম, শত্রু-সেনামর্দ্দন ; তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা, জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অরহত পদ প্রাপ্ত হন। বৎস অম্বট্ঠ, আমি মন্ত্রদাতা, তুমি মন্ত্রের গ্রহীতা।'

৬। অম্বট্ঠ প্রত্যুত্তরে 'উত্তম' কহিয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতিকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বড়বা-রথে আরোহণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক যুবকের সহিত ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে গমণ করিলেন। যতদূর যান-ভূমি তত দূর যানে গমন করিয়া পরে পদব্রজে আরামে প্রবেশ করিলেন।

৭। ঐ সময়ে বহু সংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণা করিতে-ছিলেন। অম্বট্ঠ ঐ সকল ভিক্ষুদিগের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন : 'পূজনীয় গৌতম এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন ? আমরা তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত এই স্থানে আগত হইয়াছি।'

৮। তদনন্তর ভিক্ষুগণ চিন্তা করিলেন : 'এই যুবক অম্বট্‌ঠ প্রসিদ্ধ বংশজাত এবং বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির অন্তেবাসী। এবম্বিধ কুল পুত্রের সহিত বাক্য বিনিময় ভগবানের অরুচিকর হইবে না।' তাঁহারা অম্বট্‌ঠকে কহিলেন : 'ঐ রুদ্ধদ্বার বিহার, ঐ স্থানে নিঃশব্দে ধীরপদ-বিক্ষেপে গমনপূর্ব্বক অলিন্দে প্রবেশ করিয়া কাশির শব্দ করিবে, পরে অর্গলে আঘাত করিবে। ভগবান তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া দিবেন।'

৯। অনন্তর অম্বট্‌ঠ নিঃশব্দে রুদ্ধদ্বার বিহারে গমন-পূর্ব্বক ধীর পদবিক্ষেপে অলিন্দে প্রবেশ করিলেন এবং কাশির শব্দ করিয়া অর্গলে আঘাত করিলেন। ভগবান দ্বার খুলিয়া দিলেন, অম্বট্‌ঠ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গী যুবকগণও ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অম্বট্‌ঠ চঙ্ক্রমণ করিতে করিতেও উপবিষ্ট ভগবানের সহিত স্বল্প মাত্রায় বাক্যালাপ করিলেন এবং স্থিত হইয়াও ঐরূপ করিলেন।

১০। তৎপরে ভগবান অম্বট্‌ঠকে কহিলেন : 'অম্বট্‌ঠ, তুমি কি এই-রূপেই বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণের সহিত বাক্যালাপ করিয়া থাক যেরূপ আমি উপবিষ্ট হইলেও তুমি চলিতে চলিতে এবং স্থিত হইয়া আমার সহিত করিতেছ ?'

'না, গৌতম। যে ব্রাহ্মণ চলিতেছেন, চলিতে চলিতে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয় ; যে ব্রাহ্মণ স্থিত, স্থিত হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয় ; যে ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট, উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয় ; যে ব্রাহ্মণ শায়িত, শায়িত হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয়। কিন্তু, গৌতম, যাহারা মুণ্ডিত-মস্তক, কৃত্রিম শ্রমণ, ইভ্য (নীচ), কৃষ্ণকায়, ব্রহ্মার পাদ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের সহিত আমার এইরূপই বাক্যালাপ হয় যেরূপ গৌতমের সহিত হইল।'

১১। 'কিন্তু, অম্বট্‌ঠ, তুমি অর্থীরূপে এইস্থানে আগত, যে অভীষ্ট লইয়া তুমি আসিয়াছ উহাতেই উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর। অম্বট্‌ঠ অশিক্ষিত, তথাপি যে তিনি শিক্ষাভিমানী শিক্ষার অভাবই তাহার কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কি কারণ থাকিতে পারে?'

১২। অম্বট্‌ঠ ভগবান কর্ত্তৃক অশিক্ষিত উক্ত হইয়া কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন; 'আমি শ্রমণ গৌতমের বিরাগভাজন' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভগবানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া, তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া কহিলেনঃ 'হে গৌতম, শাক্যজাতি কোপন-স্বভাব, পরুষভাষী, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং দুর্দ্দান্ত। ঐ নীচ জাতি ব্রাহ্মণের সৎকার করে না, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব স্বীকার করে না; ব্রাহ্মণকে সম্মান করে না, পূজা করে না, সম্ভ্রম করে না। এইরূপ ব্যবহার অযোগ্য, বিসদৃশ।' এইরূপে শাক্যদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্‌ঠের প্রথম আক্রমণ হইল।

১৩। 'অম্বট্‌ঠ, শাক্যগণ তোমার নিকট কিরূপে অপরাধী?'

'গৌতম, একদা ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি কপিলবস্তু গমন করিয়াছিলাম এবং তত্রস্থ শাক্যদিগের মন্ত্রণা গৃহে উপনীত হইয়াছিলাম। ঐ সময়ে বহু শাক্য এবং শাক্য-কুমারগণ মন্ত্রণাগৃহে উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দেহে অঙ্গুলি সঞ্চালনপূর্ব্বক হাস্য- কৌতুকে রত ছিলেন। আমার ধারণা তাঁহারা নিঃসন্দেহ আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই আমাকে একখানি আসন পর্য্যন্ত দান করেন নাই। হে গৌতম, শাক্যগণ স্বয়ং নীচ, নীচ-সমান হইয়াও তাঁহাদের ব্রাহ্মণের সৎকারে, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব স্বীকারে, ব্রাহ্মণের সম্মানে, ব্রাহ্মণের পূজায় এবং ব্রাহ্মণের সম্ভ্রম করণে বিরতি অযোগ্য, বিসদৃশ।' এইরূপে শাক্যদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্‌ঠের দ্বিতীয় আক্রমণ হইল।

১৪। 'অম্বট্‌ঠ, তিত্তির পক্ষীগণও আপন নীড়ে স্বচ্ছন্দে আলাপ করে, সেইরূপ কপিলবস্তুও শাক্যদিগের আপন স্থান। এই সামান্য বিষয়ের জন্য ক্রোধ পরবশ হওয়া তোমার উচিত নয়।'

১৫। 'হে গৌতম, 'বর্ণ চতুর্ব্বিধ—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্ররূপ ত্রিবর্ণ অবশ্যই ব্রাহ্মণের পরিচারক। হে গৌতম, শাক্যগণ স্বয়ং নীচ·········বিসদৃশ,' এইরূপে শাক্যদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্‌ঠের তৃতীয় আক্রমণ হইল।

১৬। তৎপরে ভগবান এইরূপ চিন্তা করিলেন: 'এই অম্বট্‌ঠ শাক্য-দিগকে নীচ আখ্যা দ্বারা অতিশয় নিগৃহীত করিতেছে। আমি তাহাকে তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিব।' তদনন্তর ভগবান অম্বট্‌ঠকে কহিলেন: 'অম্বট্‌ঠ, তোমার গোত্র কি?'

'হে গৌতম, আমি "কহ্নায়ন" গোত্র।'

'অম্বট্‌ঠ, তোমার মাতা-পিতার পুরাতন নামগোত্র অনুসরণ করিলে শাক্যেরা তোমার আর্য্যপুত্র হয়, তুমি শাক্যদিগের দাসীপুত্র হও। শাক্যগণ রাজা ইক্ষ্বাকুকে পিতামহরূপে গ্রহণ করেন। অম্বট্‌ঠ, পূর্ব্ব কালে ইক্ষ্বাকু প্রিয়া মনোহারিণী মহিষীর পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে জ্যেষ্ঠ কুমারগণকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া-ছিলেন; তাহাদের নাম—ওক্কামুখ, করণ্ডু, হত্থিনিক এবং সিনিপুর। তাহারা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পুষ্করিণীর তীরে যেখানে এক বিশাল শাক বৃক্ষ ছিল সেইস্থানে বাস করিয়াছিল। তাহারা জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য স্বীয় ভগ্নীগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল।

'একদিন রাজা ইক্ষ্বাকু অমাত্য পরিষদবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "কুমারগণ এক্ষণে কোথায়?"

"'দেব, হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পুষ্করিণীর তীরে যেখানে এক বিশাল শাক বৃক্ষ আছে সেইস্থানে কুমারগণ এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য স্বীয় ভগ্নীগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।"

'ইহা শুনিয়া রাজা ইক্ষ্বাকুর মুখ হইতে প্রশংসার উচ্ছ্বাস নির্গত হইল: "কুমারগণ সত্যই শাক্য, তাহারা পরম শাক্য।"

কৃষ্ণের জন্ম

'অম্বট্‌ঠ, উহা হইতেই শাক্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনিই শাক্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু রাজা ইক্ষ্বাকুর দিশা নাম্নী এক দাসী ছিল। সে কৃষ্ণবর্ণ সন্তান প্রসব করিয়াছিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণকায় সন্তান কহিল: "মা, আমাকে ধৌত কর, স্নাত কর, এই অশুচি হইতে আমাকে মুক্ত কর, ইহা করিলে আমি তোমার উপকার করণে সক্ষম হইব।" অম্বট্‌ঠ, এক্ষণে যেরূপ মনুষ্য পিশাচকে পিশাচ বলিয়া জানে, সেইরূপ ঐ সময় তাহারা পিশাচকে কৃষ্ণ অভিহিত করিত। তাহারা কহিল: "ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইহার বাক্যস্ফুরণ হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ, ইহা পিশাচ।" ঐ সময় হইতেই কহ্লায়নদিগের উৎপত্তি। সে-ই কহ্লায়নদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। অম্বট্‌ঠ, এইরূপে তোমার মাতাপিতার পুরাতন নামগোত্র অনুসরণ করিলে শাক্যগণ তাহাদের প্রভু হয়, তুমি শাক্যদিগের দাসীপুত্র হও।'

১৭। এইরূপ কথিত হইলে তরুণ ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে কহিল: 'পূজ্য গৌতম, আপনি দাসীপুত্ররূপ কঠিন অপবাদ দ্বারা অম্বট্‌ঠকে নিগৃহীত করিবেন না, অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত; তিনি এই বিষয়ে গৌতমকে প্রত্যুত্তর দানে সক্ষম।'

১৮। ভগবান ঐ তরুণদিগকে কহিলেন : 'যদি তোমরা মনে কর "অম্বট্ঠ দুর্জাত, অ-কুলপুত্র, অল্পশ্রুত, দুর্ভাষ, দুষ্প্রজ্ঞ, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম", তাহা হইলে অম্বট্ঠ ক্ষান্ত হউক, তোমরাই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু যদি তোমরা মনে কর, "অম্বট্ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে সক্ষম," তাহা হইলে তোমরা ক্ষান্ত হও, অম্বট্ঠই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউক।'

১৯। 'হে গৌতম, অম্বট্ঠ সুজাত, কুলপুত্র......সক্ষম। আমরা কিছুই বলিব না। অম্বট্ঠই পূজ্য গৌতমের সহিত এই বিষয়ে বিচার করিবেন।'

২০। তৎপরে ভগবান অম্বট্ঠকে এইরূপ কহিলেন : 'অম্বট্ঠ, এক্ষণে একটী যুক্তি-সঙ্গত প্রশ্ন আসিতেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে উহার উত্তর দিতে হইবে। যদি না দাও, অথবা বিক্ষেপের আশ্রয় লও,[১] অথবা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর, অথবা চলিয়া যাও, তাহা হইলে এই স্থানেই তোমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে। অম্বট্ঠ, তুমি

বজ্রপাণি যক্ষ

কিরূপ মনে কর? কহ্বায়নদিগের উৎপত্তি কিসে হইল, কে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ, ইহা কি বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ—ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে কহিতে শুনিয়াছ?'

এইরূপ উক্ত হইলে অম্বট্ঠ মৌন রহিলেন। দ্বিতীয় বার ভগবান অম্বট্ঠকে একই প্রশ্ন করিলেন। দ্বিতীয় বারও অম্বট্ঠ মৌন রহিলেন।

১ অর্থাৎ 'জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এড়াইয়া বিষয়ান্তরের অবতারণা করা।'

তদনন্তর ভগবান অম্বট্ঠকে কহিলেন: 'অম্বট্ঠ, উত্তর দাও, এখন তোমার মৌনাবলম্বনের সময় নয়। যে কেহ তথাগত কর্ত্তৃক তৃতীয় বারও যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরদানে বিরত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়।'

২১। ঐ সময় বজ্রপাণি যক্ষ আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, জ্যোতিঃ-সংযুক্ত লৌহদণ্ড লইয়া আকাশে অম্বট্ঠের শিরোপরি স্থিত হইলেন: 'যদি এই অম্বট্ঠ ভগবান কর্ত্তৃক তৃতীয়বারও যুক্তি-সঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরদানে বিরত হয়, তাহা হইলে এই স্থানেই তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ করিব।' বজ্রপাণি যক্ষকে ভগবান এবং অম্বট্ঠ উভয়েই দর্শন করিলেন। অনন্তর ঐ দৃশ্য দেখিয়া অম্বট্ঠ ভীত, সংবিগ্ন, লোমহর্ষজাত হইয়া ভগবানের নিকট ত্রাণ ভিক্ষা করিলেন, আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন, শরণ ভিক্ষা করিলেন, উপবিষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন: 'পূজ্য গৌতম কি কহিলেন? পুনরায় বলুন।'

'অম্বট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি কিসে হইল, কে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ, ইহা কি বৃদ্ধ-অতিবৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে কহিতে শুনিয়াছ?'

'পূজ্য গৌতম যেরূপ কহিলেন আমি সেইরূপই শুনিয়াছি; ঐরূপেই কহ্নায়নদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, সে-ই কহ্নায়নদিগের পূর্ব্বপুরুষ।'

২২। এইরূপ উক্ত হইলে যুবকগণ উন্নাদ, উচ্চ শব্দ, মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল: 'অম্বট্ঠ দুর্জাত, অ-কুলপুত্র, শাক্যদিগের দাসীপুত্র, শাক্যগণ অম্বট্ঠের প্রভু। ধর্ম্মবাদী শ্রমণ গৌতমকে আমরা অশ্রদ্ধেয় মনে করিয়াছিলাম।'

২৩। তৎপরে ভগবান চিন্তা করিলেন: 'এই তরুণগণ অম্বট্ঠকে দাসীপুত্ররূপে অভিহিত করিয়া অতিশয় নিগৃহীত করিতেছে, আমি

তাহাকে এই নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন: 'তরুণগণ, তোমরা অম্বট্ঠকে দাসীপুত্র কহিয়া তাঁহার অত্যধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহ্ন[১] মহাঋষি হইয়াছিলেন।

জাতি গর্ব্বের ব্যর্থতা

তিনি দক্ষিণ জনপদে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মমন্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে রাজা ইক্ষ্বাকুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্ররূপী নামক কন্যার পাণিপ্রার্থনা করেন। রাজা ইক্ষ্বাকু "কে রে এই দাসীপুত্র যে আমার ক্ষুদ্ররূপী কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে?" কহিয়া ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া শর-সন্ধান করিলেন। কিন্তু তিনি ঐ শর নিঃক্ষেপ করিতেও পারিলেন না, বিযুক্ত করিতেও পারিলেন না। তৎপরে অমাত্য ও পারিষদবর্গ ঋষি কহ্নের নিকট গমন করিয়া কহিলেন:

'"ভদন্ত, রাজার মঙ্গল হউক, রাজার মঙ্গল হউক।"

'"রাজার মঙ্গল হইবে যদি তিনি অধোদিকে শর নিঃক্ষেপ করেন, কিন্তু যতদূর রাজার রাজ্য ততদূর পৃথ্বী বিদীর্ণ হইবে।"

'"ভদন্ত, রাজার মঙ্গল হউক, জনপদের মঙ্গল হউক।"

'"রাজার মঙ্গল হইবে, জনপদের মঙ্গল হইবে, যদি রাজা ঊর্দ্ধে শর নিক্ষেপ করেন, কিন্তু যতদূর রাজার রাজ্য ততদূর সাত বৎসর ধরিয়া বৃষ্টি হইবে না।"

'"ভদন্ত, রাজার মঙ্গল হউক, জনপদের মঙ্গল হউক, বারি বর্ষণ হউক।"

'"রাজার মঙ্গল হইবে, জনপদের মঙ্গল হইবে, বৃষ্টি হইবে, যদি রাজা জ্যেষ্ঠ-কুমারের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন, কুমার স্বস্তির সহিত নিরাপদ রহিবেন।"

১ কৃষ্ণ। পূর্ব্বোক্ত দাসী দিশার পুত্র।

'হে ব্রাহ্মণগণ, তৎপরে অমাত্যবর্গ ইক্ষ্বাকুর নিকট নিবেদন করিলেন: "রাজা জ্যেষ্ঠ কুমারের প্রতি শর নিঃক্ষেপ করুন, কুমার স্বস্তির সহিত নিরাপদ রহিবেন।" রাজা ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ কুমারের প্রতি শর নিঃক্ষেপ করিলেন; কুমার স্বস্তির সহিত নিরাপদে রহিলেন। তদনন্তর রাজা ইক্ষ্বাকু ব্রহ্মদণ্ডভয়ে ভীত হইয়া কন্যা ক্ষুদ্ররূপীকে ঋষির হস্তে সমর্পণ করিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ, তোমরা অম্বট্‌ঠকে দাসীপুত্র কহিয়া তাঁহার অত্যধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহ্ন মহাঋষি ছিলেন।'

২৪। তদনন্তর ভগবান অম্বট্‌ঠকে কহিলেন: 'তুমি কিরূপ মনে কর, অম্বট্‌ঠ? ক্ষত্রিয় কুমার ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত সহবাস করিল। ঐ সহবাসের ফলে পুত্র জন্মিল। ক্ষত্রিয় কুমার দ্বারা ব্রাহ্মণ কন্যায় জাত পুত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি?'

'পাইবে, গৌতম।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে,[১] যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিবে?'

মিশ্র জাতি

'করিবে, গৌতম।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না?'

'দিবে, গৌতম।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ, অথবা নহে?'

'নিষিদ্ধ নহে।'

---

১ যজ্ঞে নিবেদিত পায়সান্ন।

'কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ কি তাহাকে ক্ষত্রিয়ের অভিষেকে অভিষিক্ত করিবে ?'

'না, তাহা করিবে না।'

'কি কারণে করিবে না ?'

'মাতৃপক্ষ হইতে তাহার জাতি বিশুদ্ধ নয়।'

২৫। 'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? ব্রাহ্মণকুমার ক্ষত্রিয় কন্যার সহিত সহবাস করিল। ঐ সহবাসের ফলে পুত্র জন্মিল। ব্রাহ্মণকুমার দ্বারা ক্ষত্রিয় কন্যায় জাত পুত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি ?'

'পাইবে।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিবে ?'

'করিবে।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবে অথবা দিবে না ?'

'দিবে।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে ?"

'নিষিদ্ধ নহে।'

'কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ কি তাহাকে ক্ষত্রিয়ের অভিষেকে অভিষিক্ত করিবে ?

'না, তাহা করিবে না।'

'কি কারণে করিবে না ?'

'পিতৃপক্ষ হইতে তাহার জাতি বিশুদ্ধ নয়।'

২৬। 'এই রূপে, অম্বট্‌ঠ, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উভয় পক্ষ হইতেই ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হীন। তুমি কিরূপ মনে কর ? যদি ব্রাহ্মণগণ

কোন কারণে অপর এক ব্রাহ্মণের মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাহার মস্তক ভস্মাবৃত করিয়া, তাহাকে রাষ্ট্র কিম্বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করে, সে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি ?'

'পাইবে না, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিবে ?'

'হে গৌতম, করিবে না।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না ?'

'দিবেনা, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে ?'

'উহা নিষিদ্ধ, গৌতম।'

২৭। 'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? যদি ক্ষত্রিয়গণ কোন কারণে অপর এক ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাহার মস্তক ভস্মাবৃত করিয়া, তাহাকে রাষ্ট্র হইতে কিম্বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করে, সে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি ?'

'পাইবে, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিবে ?'

'করিবে।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না ?'

'দিবে, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে ?'

'নিষিদ্ধ নহে।'

'কিন্তু, অম্বট্ঠ, যদি ক্ষত্রিয়গণ কোন ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তাহার মস্তক ভস্মাবৃত করিয়া, তাহাকে রাষ্ট্র কিম্বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করে, তাহা হইলে উহা তাহার পক্ষে চরম অধঃপতন। এইরূপে, অম্বট্ঠ, ক্ষত্রিয়ের চরম অধঃপতন হইলেও ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হীন।

২৮। 'হে অম্বট্ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমার ও এই গাথার উচ্চারণ করিয়াছিলেন :

"যাহারা গোত্র সেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

'হে অম্বট্ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্ত্তৃক গীত সেই গাথা সুগীত, দুর্গীত নহে; সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে; অর্থ-সংহিত, নিরর্থক নহে। আমিও উহার অনুমোদন করি। আমিও কহি :

"যাহারা গোত্র সেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,

যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"'

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

জাত্যভিমান

২। ১। 'হে গৌতম, গাথায় উক্ত সেই আচরণ এবং বিদ্যা কি?'

'অম্বট্‌ঠ, যেখানে বিদ্যাচরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত, সেখানে জাতিবাদের স্থান নাই, গোত্রবাদের স্থান নাই, "তুমি আমার যোগ্য অথবা তুমি আমার অযোগ্য" এইরূপ মানবাদের স্থান নাই। অম্বট্‌ঠ, যেখানে আবাহ কিম্বা বিবাহ কিম্বা আবাহ-বিবাহ হয়, সেখানেই জাতিবাদের উল্লেখ হয়, গোত্রবাদের উল্লেখ হয়, "তুমি আমার যোগ্য অথবা তুমি আমার অযোগ্য" এইরূপ মানবাদের উল্লেখ হয়। অম্বট্‌ঠ, যাহারাই জাতিবাদ-বিনিবন্ধ, গোত্রবাদ বিনিবন্ধ অথবা আবাহ-বিবাহ-বিনিবন্ধ, তাহারাই অনুত্তর বিদ্যাচরণ হইতে দূরে। অম্বট্‌ঠ, জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ এবং আবাহ-বিবাহ রূপ বন্ধন পরিহার করিয়াই অনুত্তর বিদ্যাচরণে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।'

২। 'হে গৌতম, কি সেই আচরণ, কি সেই বিদ্যা?'

'মহারাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে.........

[এই স্থানে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০-৪১-৪২ পদচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে] অম্বট্‌ঠ, এই রূপে ভিক্ষু শীল সম্পন্ন হন।

'[তৎপরে ব্রহ্মজাল সূত্রের ৮-২৭ সং পদচ্ছেদে উক্ত শীল সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক শীলের শেষে "এইরূপে শীল সম্পত্তি হয়" পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৩—৭৪ সং পদচ্ছেদে উক্ত আচরণ সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক আচরণের শেষে "এইরূপে শীল সম্পত্তি হয়" পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৫—৮২ সং পদচ্ছেদে উক্ত চারি ধ্যান

উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক ধ্যানের শেষে "এই রূপে আচরণ সম্পত্তি হয়" পাঠ করিতে হইবে।] অম্বট্‌ঠ, ইহাই আচরণ সম্পত্তি।

'[তৎপরে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৮৩—৯৮ সং পদচ্ছেদ সমূহে উক্ত জ্ঞানদর্শন, মনোময় কায়, ঋদ্ধি, দিব্য শ্রোত্র, চেত-পর্য্যায় জ্ঞান, পূর্ব্ব-জন্মানুস্মৃতি, দিব্য চক্ষু এবং আসব-ক্ষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক বিষয়ের শেষে "ইহাই বিদ্যা সম্পত্তি" পাঠ করিতে হইবে।] অম্বট্‌ঠ, ইহাই বিদ্যা।

তপশ্চর্য্যা

'অম্বট্‌ঠ, এই ভিক্ষুই বিদ্যা সম্পন্ন, আচরণ সম্পন্ন, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হন। অম্বট্‌ঠ, এই বিদ্যাসম্পদা, এই চরণ-সম্পদা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, মধুরতর অপর কোন বিদ্যাচরণ সম্পদা নাই।

৩। 'অম্বট্‌ঠ, এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার চারিটী বিঘ্ন আছে। ঐ চারি বিঘ্ন কি কি? অম্বট্‌ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া অরণি, কমণ্ডলু, সূচী ইত্যাদি তাপসের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া "ফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ করিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ-সম্পন্নের পরিচারক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার প্রথম বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া; কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্ব্বক "কন্দ মূলফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ করিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ-সম্পন্নের পরিচারক হইবার

যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণসম্পদার দ্বিতীয় বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া. ফলাহার ব্রত, কন্দমূল ফলাহার ব্রত, উদ্‌যাপন না করিয়া, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ সম্পন্নের পরিচারক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার তৃতীয় বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত, কন্দমূল ফলাহার ব্রত, অগ্নি পরিচর্য্যা ব্রত, উদ্‌যাপন না করিয়া চতুর্ম্মহাপথের সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বার আগার নির্ম্মাণ করিয়া "এই স্থানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা করিব" এই সংকল্পে অবস্থান করিলে, তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ সম্পন্নের পরিচারক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্ঠ, ইহাই সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার চতুর্থ বিঘ্ন।

'অম্বট্ঠ, সেই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদার ইহাই চতুর্ব্বিধ বিঘ্ন।

৪। 'অম্বট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি আচার্য্যের সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা লাভ করিয়াছ?'

'না, গৌতম। কোথায় আচার্য্য সহিত আমি, আর কোথায় অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা! হে গৌতম, আমি আচার্য্য-সহিত অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা হইতে দূরে।'

'অম্বট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া কমণ্ডলু ইত্যাদি তাপসের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহন

করিয়া আচার্য্য-সহিত "ফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ কর ?'

'না, গৌতম।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্ব্বক "আচার্য্য-সহিত কন্দমূল-ফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ কর ?'

'না, গৌতম।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, কন্দমূল-ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া আচার্য্য-সহিত অগ্নির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হও ?'

'না, গৌতম।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত, কন্দমূল-ফলাহার ব্রত, অগ্নিপরিচর্য্যা ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, চতুর্ম্মহাপথের সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বার আগার নির্ম্মাণ করিয়া "এই স্থানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা করিব" এই সংকল্পে আচার্য্য-সহিত অবস্থান কর ?'

'না, গৌতম।'

৫। 'অম্বট্‌ঠ, এইরূপে তুমি আচার্য্য-সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাহীন, এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার যে চারি বিঘ্ন আছে, আচার্য্য-সহিত উহাদেরও জ্ঞানহীন। তোমার আচার্য্য ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কহিয়াছেন: "কোথায় মুণ্ডিত-মস্তক, নীচ, কৃষ্ণকায়, ব্রহ্মার পাদ

হইতে জাত শ্রমণাধম, আর কোথায় তাহাদের ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সহিত বাক্যালাপ!" অথচ তিনি স্বয়ং অপায়গ্রস্ত এবং অকৃতকর্ত্তব্য। অম্বট্ঠ, দেখ, আচার্য্য ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি তোমার প্রতি কতদূর অন্যায় করিয়াছেন।

৬। 'অম্বট্ঠ, ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি রাজা প্রসেনজিত প্রদত্ত দান উপভোগ করেন। তাঁহার কোশলরাজ প্রসেনজিতের সম্মুখে উপস্থিত হইবারও অনুমতি নাই। এমন কি রাজা যখন তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করেন তখনও তাঁহাকে যবনিকার অন্তরালে থাকিতে হয়। অম্বট্ঠ, পৌষ্করসাতি যাঁহার ধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ দান গ্রহণ করেন সেই কোশলরাজ প্রসেনজিত কি হেতু তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেন না? অম্বট্ঠ, দেখ, আচার্য্য ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি তোমার প্রতি কতদূর অন্যায় করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষিগণ

৭। 'অম্বট্ঠ, তুমি কি মনে কর? কোশলরাজ প্রসেনজিত হস্তী কিম্বা অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া অথবা রথোপরি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চ কর্ম্মচারী কিম্বা রাজন্যবর্গের সহিত কোন বিষয়ে মন্ত্রণা করিলেন, পরে তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। যদি কোন শূদ্র অথবা শূদ্রের দাস ঐস্থানে আসিয়া ও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ন্যায় মন্ত্রণা করে এবং কহে: "রাজা প্রসেনজিত এইরূপ কহিয়াছেন," তাহা হইলে, যদিও সে রাজ বাক্যেরই আবৃত্তি করিল কিম্বা রাজারই ন্যায় মন্ত্রণা করিল, সে কি ঐরূপে রাজা অথবা রাজ-অমাত্য হইবে?'

'না, গৌতম, তাহা হইবে না।'

৮। 'অম্বট্ঠ, এই প্রকার যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষি মন্ত্র-কর্ত্তা,

মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়—যথা, অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরাঃ, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু,—"আমি আচার্য্য-সহিত তাঁহাদের মন্ত্র অধ্যয়ন করি" মাত্র ইহা কহিয়া যে তুমি ঋষি হইবে কিম্বা ঋষিত্বের মার্গে আরূঢ় হইবে তাহা সম্ভব নয়।

৯। 'অম্বট্‌ঠ, তুমি কি মনে কর? তুমি বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কি কহিতে শুনিয়াছ? যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষি মন্ত্রকর্ত্তা.........ভৃগু, তাঁহারা কি সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশ-শ্মশ্রু, মণিকুণ্ডলাভরণযুক্ত, শ্বেত বস্ত্র পরিহিত, পঞ্চকাম ভোগে লিপ্ত ও যুক্ত হইয়া আনন্দানুভব করিতেন, যেরূপ এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য্য করিতেছ?'

'না, গৌতম, তাহা নয়।'

১০। 'তাঁহারা কি কৃষ্ণ কণিকা শূন্য শালী অন্ন অনেক প্রকার সূপ ব্যঞ্জনের সহিত উপভোগ করিতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য্য এক্ষণে করিয়া থাক?'

'না, গৌতম।'

'তাঁহারা কি কিঙ্কিণী পরিহিত নারীগণদ্বারা সেবিত হইতেন, যেরূপ এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য্য হইয়া থাক?'

'না, গৌতম।'

'তাঁহারা কি বিন্যস্তবাল বড়বা-রথে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ প্রতোদ-যষ্টি দ্বারা বাহনকে প্রহার করিতে করিতে বিচরণ করিতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য্য এক্ষণে করিয়া থাক?'

'না, গৌতম।'

'তাঁহারা কি পরিখা-বেষ্টিত, পরিঘ-বদ্ধ নগরদুর্গে অবস্থান করিয়া দীর্ঘ অসিবদ্ধ পুরুষগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য্য এক্ষণে হইয়া থাক ?'

'না, গৌতম।'

'এইরূপে, অম্বট্ঠ, তুমি ঋষিও নহ, আচার্য্যের সহিত ঋষিত্বের মার্গেও আরূঢ় নহ। অম্বট্ঠ, আমার সম্বন্ধে তোমার কোন প্রকার সংশয় বা দ্বিধা থাকিলে তুমি প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দ্বারা উহা দূর করিব।'

অম্বট্ঠের প্রত্যাবর্ত্তন

১১। অনন্তর ভগবান বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চঙ্ক্রমণনিরত হইলেন। অম্বট্ঠ ও ঐরূপ করিলেন। অম্বট্ঠ ভগবানের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ অনুসন্ধান করিলেন। তিনি দেখিলেন যে ভগবানের দেহে মাত্র দুইটী ব্যতীত অপর সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। দুইটী লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় ও দ্বিধা হইল, তিনি নিশ্চিত হইতে পারিলেন না, সন্তুষ্টি লাভ করিলেন না—কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহ্বা।

১২। তৎপরে ভগবান চিন্তা করিলেন: 'অম্বট্ঠ আমার দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণের দুইটী ব্যতীত অপর সকলগুলিই দেখিতেছে; দুইটীর সম্বন্ধে তাহার সংশয় ও দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, সে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হইতেছে না—কোষ রক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহ্বা।'

তদনন্তর ভগবান এরূপভাবে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতার পরিচালনা করিলেন যে অম্বট্ঠ ভগবানের কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় দর্শন করিলেন। তৎপরে ভগবান জিহ্বা নিঃসৃত করিয়া উভয় কর্ণ ও উভয় নাসাবিবর স্পর্শ করিলেন, সমুদয় ললাটদেশ জিহ্বাচ্ছাদিত করিলেন।

তৎপরে অম্বট্‌ঠ 'শ্রমণ গৌতমের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, অপরিপূর্ণরূপে নহে', এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবানকে কহিলেন : 'তাহা হইলে, গৌতম, আমরা এখন যাই, আমাদের বহু কৃত্য বহু করণীয় আছে।'

'অম্বট্‌ঠ, তোমার যেরূপ অভিরুচি।'

তৎপরে অম্বট্‌ঠ বড়বা-রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

১৩। ঐ সময় ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি উক্কট্‌ঠা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের সহিত স্বীয় আরামে উপবিষ্ট হইয়া অম্বট্‌ঠের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর অম্বট্‌ঠ আরামে উপস্থিত হইলেন। যতদূর যানোপযুক্ত ভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পরে যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তিনি ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। অম্বট্‌ঠ আসন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি তাঁহাকে কহিলেন :—

১৪। 'তাত অম্বট্‌ঠ, তুমি ভগবান গৌতমের সহিত সাক্ষাত করিয়াছ ?'

'ভগবান গৌতমের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হইয়াছে।

'ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা সত্যমূল, অসত্যমূল নহে ? তিনি কি তাদৃশ, অন্য প্রকার নহেন ?'

'ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা সত্যমূল, অসত্যমূল নহে। তিনি তাদৃশ, অন্যপ্রকার নহেন। তাঁহার দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, অপরিপূর্ণরূপে নহে।

'বৎস অম্বট্‌ঠ, শ্রমণ গৌতমের সহিত তোমার বাক্যালাপ হইয়াছিল ?'

'হইয়াছিল।'

পৌষ্করসাতির ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ

'কিরূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল ?'

তৎপরে অম্বট্ঠ ভগবানের সহিত তাঁহার যেরূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল তৎসমস্ত ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির নিকট নিবেদন করিলেন।

১৫। তৎপরে পৌষ্করসাতি অম্বট্ঠকে কহিলেন: ''এই তোমার পাণ্ডিত্য, এই তোমার বহুশ্রুতি, এই তোমার ত্রিবিদ্যা! যে পুরুষ এই প্রকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করে, মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সে অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। অম্বট্ঠ, তুমি যেরূপ ভগবান গৌতমকে আঘাত করিয়া কথা কহিয়াছ, তিনিও সেইরূপ আমাদিগকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। এই তোমার পাণ্ডিত্য, এই তোমার বহুশ্রুতি, এই তোমার ত্রিবিদ্যা! যে পুরুষ এই প্রকারে......উৎপন্ন হয়।'

কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি অম্বট্ঠকে পদাঘাতে দূর করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শন কামনায় গমনেচ্ছুক হইলেন।

১৬। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পৌষ্করসাতিকে কহিলেন: 'দেব, শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমনের সময় আজ নাই, আগামী কল্য পৌষ্করসাতি গমন করিতে পারেন।'

এইরূপে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি স্বীয় আবাসে প্রণীত খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া উহা যানে স্থাপিত করিয়া উল্কালোক সাহায্যে উক্কট্ঠা হইতে বহির্গত হইয়া ইচ্ছানঙ্কল বনখণ্ডে গমন করিলেন। যতদূর যানোপযুক্ত ভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পরে যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে অভিবাদন ও তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ করিয়া তিনি একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন:—

১৭। 'গৌতম, আমাদের অন্তেবাসী অম্বট্ঠ এখানে আসিয়াছিল কি ?'

'আসিয়াছিল।'

'অম্বট্ঠের সহিত গৌতমের কোন বাক্যালাপ হইয়াছিল কি ?'

'হইয়াছিল।'

'কিরূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল ?'

তৎপরে ভগবান অম্বট্ঠের সহিত যেরূপ বাক্যালাপ হইয়াছিল, তৎসমস্ত পৌষ্করসাতির নিকট প্রকাশ করিলেন।

তদনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি ভগবানকে কহিলেন: 'হে গৌতম, অম্বট্ঠ নির্ব্বোধ। গৌতম তাহাকে ক্ষমা করুন।'

'হে ব্রাহ্মণ, অম্বট্ঠ সুখী হউক।'

১৮। অতঃপর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ অন্বেষণ করিলেন। তিনি মাত্র দুই লক্ষণ ব্যতীত অপর সকল লক্ষণই দেখিলেন। দুইটী লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় ও দ্বিধা হইল, তিনি নিশ্চিত হইতে পারিলেন না, সন্তুষ্টি লাভ করিলেন না,—কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহ্বা।

দ্বাত্রিংশ লক্ষণ

১৯। তখন ভগবান চিন্তা করিলেন: 'অম্বট্ঠ আমার দেহে······জিহ্বা।'

তদনন্তর ভগবান এরূপ ভাবে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতার······জিহ্বাচ্ছাদিত করিলেন।

তখন পৌষ্করসাতি 'শ্রমণ গৌতমের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান, অপরিপূর্ণরূপে নহে' এইরূপ চিন্তা করিয়া

ভগবানকে কহিলেন : 'গৌতম অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অদ্য আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।'

ভগবান মৌন হইয়া সম্মতি দান করিলেন।

২০। তদনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া (পরদিন) তাঁহাকে সময় নিবেদন করিলেন : 'হে গৌতম, সময় আগত, অন্ন প্রস্তুত।' তখন ভগবান পূর্ব্বাহ্ণের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত পৌষ্করসাতির পরিবেশন স্থানে গমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পরে পৌষ্করসাতি উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভগবানকে তৃপ্ত করিলেন, তরুণ ব্রাহ্মণগণও ঐরূপে ভিক্ষুসঙ্ঘের তৃপ্তি সাধন করিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি, ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে, নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

২১। এইরূপে উপবিষ্ট হইলে ভগবান ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির সহিত ক্রমানুসারে ধর্ম্মালাপ করিলেন, যথা—দানকথা, শীল কথা, স্বর্গকথা; কামের দৈন্য, ব্যর্থতা, মালিন্য; এবং নৈষ্ক্রম্যের মাহাত্ম্য। ভগবান যখন দেখিলেন যে পৌষ্করসাতি উপযুক্ত-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, আবরনমুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত এবং প্রসন্ন-চিত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের অনুত্তর ধর্ম্ম দেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন : দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, উহার নিরোধ এবং নিরোধের মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ নির্ম্মল বস্ত্র উত্তম রূপে রঞ্জন গ্রহণ করে সেইরূপ ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির সেই আসনেই বিরজ, বীতমল, ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : "যাহা কিছু উৎপত্তি-শীল, তাহাই নাশ-শীল।"

২২। অনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি দৃষ্ট-ধর্ম্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম্ম, বিদিত-ধর্ম্ম, পর্য্যবগাহিত-ধর্ম্ম হইয়া, বিচিকিৎসা ও সংশয়হীন হইয়া, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, ভগবদশাসনে অপরপ্রত্যয় হইয়া ভগবানকে কহিলেন :—

'অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ-প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি সপুত্র, সভার্য্যা, সপারিষদ, সামাত্য ভগবান গৌতমের, ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন। পূজনীয় গৌতম যেরূপ উক্কট্‌ঠায় অন্যান্য উপাসক কুলে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ পৌষ্করসাতির গৃহেও আগমন করিবেন। তথাকার যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ ভগবান গৌতমকে অভিবাদন করিবে, আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে, তাঁহাকে উদক ও আসন দান করিবে, তাঁহাতে প্রসন্ন-চিত্ত হইবে, তাহাদের ঐ সকল কর্ম্ম দীর্ঘকাল তাহাদের সুখবিধান ও হিতসাধন করিবে।'

'ব্রাহ্মণ উত্তম কহিয়াছেন।'

অম্বটঠ সূত্র সমাপ্ত।

সোণদণ্ড সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্র পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহাতে কোন্ কোন্ গুণবিশিষ্ট হইলে মানুষ যথার্থ রূপে ব্রাহ্মণ অভিহিত হইতে পারে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধ কর্ত্তৃক উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড উত্তর করিলেন যে, জাতি, বর্ণ, মন্ত্র, শীল ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চবিধ গুণবিশিষ্ট মানুষকে যথার্থ রূপে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও উত্তর দিতে দিতে সর্ব্বশেষে স্বীকার করিলেন যে, উক্ত পঞ্চবিধ গুণ হইতে যদি প্রথম

তিনটীকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও কেবল শীল ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষকে যথার্থ রূপে ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য জাতি ও বর্ণের উপর নির্ভর করে না। এই দুই গুণ * না থাকিলেও মানুষ ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

ইতিবুত্তকের ৯৯ সংখ্যক সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মাত্র মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ হইতে হইলে উহাপেক্ষা উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন। ধর্ম্মপদের ৪২৩ সং শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—"আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ কহিব যিনি পূর্ব্বজন্ম সমূহ স্মরণ করেন, স্বর্গ ও নরক যাঁহার গোচরে, যিনি জাতিক্ষয় প্রাপ্ত, যাঁহার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত।"

এইরূপে বৌদ্ধ অরহত এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে, যদি সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক এই মত গৃহীত হইত, যদি ব্রাহ্মণত্ব জাতি ও বর্ণের উপর নির্ভর না করিয়া শীলাচার ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে ভারতে জাতিভেদ যে রূপ ধরিয়া মাথা তুলিয়াছে, সেরূপ ধরিতে পারিত না।

৪। সোণদণ্ড সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে চম্পায় উপনীত হইলেন। তথায় তিনি গগ্গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদেয় রূপে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্ত্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন চম্পায় বাস করিতে ছিলেন।

* অর্থাৎ জাতি ও বর্ণ।

২। চম্পা-নিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহস্থগণ শুনিলেন: 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষু-সঙ্ঘের সহিত অঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে চম্পায় উপনীত হইয়া তথায় গগ্গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: "ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত; ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট করেন; তিনি ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত, তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অরহতের দর্শন শুভজনক।"' অনন্তর চম্পার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-গৃহপতি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চম্পা হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক গগ্গরা পুষ্করিণীতে গমন করিতে লাগিলেন।

৩। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড দিবাশয়নের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদোপরি গমন করিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন চম্পার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-গৃহপতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চম্পা হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক গগ্গরা পুষ্করিণীর দিকে গমন করিতেছে। উহা দেখিয়া তিনি দ্বারপালকে কহিলেন:

'চম্পার অধিবাসীগণ কি হেতু এইরূপে গগ্গরা পুষ্করিণীর অভিমুখে গমন করিতেছে?'

'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে·········বুদ্ধ, ভগবন্ত। সেই ভগবান গৌতমকে দেখিবার জন্য ইহারা যাইতেছে।'

'তাহা হইলে, দ্বারপাল, তুমি চম্পার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের নিকট

গিয়া বল : "ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন।" '

'যথা আজ্ঞা' কহিয়া দ্বারপাল চম্পার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদের নিকট গিয়া সমস্ত কহিল।

সোণদণ্ড ও ব্রাহ্মণগণ

৪। ঐ সময় বিভিন্ন রাজ্য হইতে পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কার্য্যোপলক্ষে চম্পায় আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সোণদণ্ড শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন শুনিয়া সোণদণ্ডের নিকট গমন করিয়া কহিলেন :

'সোণদণ্ড শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন ইহা কি সত্য ?'

'ইহাই আমার ইচ্ছা, আমিও গৌতমকে দর্শন করিতে যাইব।'

'মাননীয় সোণদণ্ড গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন না, যাওয়া যুক্ত নহে। সোণদণ্ড গৌতমের দর্শনার্থ যাইলে তাঁহার যশের হ্রাস হইবে, গৌতমের যশ বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে সোণদণ্ডের যাওয়া যুক্ত নহে। শ্রমণ গৌতমেরই সোণদণ্ডের নিকট আগমন করা উচিত। সোণদণ্ড মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। এই কারণে সোণদণ্ডের যাওয়া উচিত নহে, গৌতমেরই সোণদণ্ডের নিকট আগমন করা উচিত। মাননীয় সোণদণ্ড আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্য্যশালী·········তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক ; ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী ; পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক ; কূটতর্ক বিদ্যা নিপুণ এবং মহাপুরুষলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন। তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। তিনি শীলবান,

শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিতশীল সম্পন্ন। তিনি প্রিয়বাদী; শিষ্ট, স্পষ্ট, শুদ্ধ ও অর্থ-বিজ্ঞাপনীয় বাক্যের কথনকারী। অনেকের আচার্য্যদিগের গুরু হইয়া তিনি তিন শত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র শিক্ষা দেন; নানা দিক নানা জনপদ হইতে বহু বিদ্যার্থী মন্ত্রার্থী ও মন্ত্রাধ্যয়নেচ্ছু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে। তিনি জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, অদ্ধগত, বয়ঃঅনুপ্রাপ্ত; শ্রমণ গৌতম তরুণ পরিব্রাজক। তিনি মগধরাজ শ্রেণীয় বিম্বিসার কর্ত্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। তিনি ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কর্ত্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। তিনি রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদেয় রূপে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্ত্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন চম্পায় বাস করিতেছেন। এই কারণে সোণদণ্ডের শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমন উচিত নহে, গৌতমেরই উচিত সোণদণ্ডের দর্শনার্থ আগমন করা।'

সোণদণ্ড সূত্র

৬। * এইরূপ উক্ত হইলে সোণদণ্ড ঐ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন:

'তাহা হইলে, ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আমার বাক্যও শ্রবণ কর, যে কারণে আমারই গৌতমের দর্শনার্থ যাওয়া উচিত, গৌতমের আমাকে দর্শনার্থ আগমন যুক্ত নহে, তাহা কহিতেছি। শ্রমণ গৌতম মাতৃ ও

গৌতমের প্রাধান্য

পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। শ্রমণ গৌতম বৃহৎ জ্ঞাতি-কুল পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গৌতম ভূমিগত

---

* ৫ সং পদচ্ছেদ মূলে নাই।

ও বিহায়সস্থ প্রভূত হিরণ্য-সুবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গৌতম প্রথম বয়সেই গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন—যখন তিনি তরুণ, গভীর কৃষ্ণকেশ ও ভদ্রযৌবন সম্পন্ন। শ্রমণ গৌতম, মাতাপিতা অসম্মত, অশ্রুমুখ ও রোদনপরায়ণ হইলেও কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন। শ্রমণ গৌতম অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। শ্রমণ গৌতম শীলবান, আর্য্যশীলী, কুশলশীলী, কুশলশীল সম্পন্ন। শ্রমণ গৌতম প্রিয়বাদী, শিষ্ট, স্পষ্ট ও অর্থ বিজ্ঞাপনীয় বাক্যের কথনকারী। শ্রমণ গৌতম অনেকের আচার্য্যদিগের গুরু। শ্রমণ গৌতম ক্ষীণ-কাম-রাগ ও বিগত-চাপল্য। শ্রমণ গৌতম কর্ম্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি উপদেশে তিনি পাপহীনতাকেই প্রাধান্য দেন। শ্রমণ গৌতম উচ্চ, আদি ক্ষত্রিয় কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গৌতম আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্য্যশালী কুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন। দূর রাষ্ট্র এবং জনপদ হইতে জনগণ শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থ আগমন করে। সহস্র সহস্র দেবতা শ্রমণ গৌতমের শরণাগত। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: "ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয় দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত।" তিনি দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত। তিনি স্বাগতবাদী, প্রিয়ভাষী, বিনয়ী, ভ্রূকুটীহীন, উত্তান-মুখ, পূর্ব্ব-ভাষী। তিনি চারি পরিষদ[১] কর্ত্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। বহু দেব ও মনুষ্য তাঁহার প্রতি

---

১ ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ এবং শ্রমণ পরিষদ।

শ্রদ্ধাবান। তিনি যে গ্রাম অথবা নিগমে অবস্থান করেন তথায় অমনুষ্যগণ মনুষ্যগণের অনিষ্ট করে না। তিনি সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাপক, শিষ্যবর্গ-সমন্বিত, গণাচার্য্য এবং সর্ব্ব তীর্থকরদিগের প্রধান রূপে আখ্যাত। কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যে কোন উপায়ে যশ অর্জ্জন করেন, কিন্তু শ্রমণ গৌতমের সেরূপে যশোলাভ হয় না, তিনি অনুত্তর বিদ্যাচরণসম্পদা দ্বারা যশ অর্জ্জন করেন। মগধরাজ শ্রেণিয় বিম্বিসার সপুত্র, সভার্য্যা, সপারিষদ, সামাত্য শ্রমণ গৌতমের শরণাগত। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতিও ঐরূপেই তাঁহার শরণাগত। তিনি মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্তৃক, ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কর্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। তিনি

সোণদণ্ডের ভয়

চম্পায় উপনীত হইয়া তথায় গগ্‌গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছেন। যে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে আসেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের অতিথি। অতিথি আমাদের সম্মানের যোগ্য; অতিথিকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা. সম্মান করা, পূজা করা, প্রশংসা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যেহেতু তিনি চম্পায় উপনীত হইয়া গগ্‌গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছেন, সেই হেতু তিনি আমাদের অতিথি এবং অতিথি আমাদের······কর্ত্তব্য। এই সকল কারণে শ্রমণ গৌতমের আমাদিগকে দর্শন করিতে আসা যুক্ত নয়, আমাদিগেরই উচিত তাঁহার দর্শনার্থ গমন করা। শ্রমণ গৌতমের উৎকর্ষ যাহা আমার বিদিত তাহা যে মাত্র উক্ত প্রকার তাহাই নহে, তাঁহার উৎকর্ষ অপরিসীম।'

৭। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ সোণদণ্ডকে কহিলেন: 'মাননীয় সোণদণ্ড যেরূপে শ্রমণ গৌতমের প্রশংসোক্তি করিলেন, তাহাতে গৌতম

শতযোজন দূরে অবস্থান করিলেও শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র পৃষ্ঠে খাদ্যভাণ্ড বহন করিয়াও তাঁহার দর্শনার্থে যাইতে প্রস্তুত হইবেন। অতএব আমরা সকলেই শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইব।'

তৎপরে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড বৃহৎ ব্রাহ্মণসঙ্ঘের সহিত গগ্গরা পুষ্করিণীর দিকে চলিলেন।

৮। এইরূপে বন প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সোণদণ্ডের মনে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল :

সোণদণ্ড সূত্র

'আমি শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি বলেন : "এই প্রশ্ন এরূপে জিজ্ঞাসা করিতে নাই, ইহা এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়," তাহা হইলে এই পরিষদ এইরূপ কহিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিবে ; "ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্ব্বোধ, অনভিজ্ঞ, তিনি শ্রমণ গৌতমকে যথার্থরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ।" এইরূপে অবজ্ঞাত হইলে আমার যশের হ্রাস হইবে, যশের হ্রাস হইলে ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশেরই উপর আমাদের ভোগ নির্ভর করে। কিন্তু শ্রমণ গৌতম আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমার উত্তর তাঁহার অনুমোদিত না হইতে পারে। ঐ ক্ষেত্রে যদি শ্রমণ গৌতম আমাকে বলেন, "এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে দিতে নাই, এইরূপে উহার উত্তর দিতে হয়", তাহা হইলে এই পরিষদ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বলিবে, "ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্ব্বোধ, অনভিজ্ঞ, গৌতমের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তিনি তাঁহার অনুমোদন লাভে অক্ষম।" এইরূপে অবজ্ঞাত হইলে আমার যশের হ্রাস হইবে, যশের হ্রাস হইলে ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশেরই উপর আমাদিগের ভোগ নির্ভর করে। অপর পক্ষে সমীপে আগত হইয়াও যদি আমি গৌতমকে দর্শন না করিয়া

ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই পরিষদ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কহিবে, "ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্ব্বোধ, অনভিজ্ঞ; তিনি অহংকারে অভিভূত ও ভীত; শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার সাহস তাঁহার নাই; কি হেতু সমীপে আগত হইয়াও গৌতমকে দর্শন না করিয়া তিনি ফিরিয়া যান?"

সোণদণ্ডের ভয়

এইরূপে অবজ্ঞাত হইলে আমার যশের হ্রাস হইবে, যশের হ্রাস হইলে ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশেরই উপর আমাদিগের ভোগ নির্ভর করে।'

৯। তপেরে সোণদণ্ড ভগবানের নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে অভিবাদন এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপপূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। চম্পার ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণ কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ৻ কহ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ-পূর্ব্বক ঐরূপে উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ নাম গোত্র প্রকাশ পূর্ব্বক উক্তবিধরূপে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ মৌনী হইয়া একান্তে বসিলেন।

১০। ঐ স্থানেও সোণদণ্ড সংশয়পূর্ণ হইয়া রহিলেন:—

'আমি শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি বলেন: "·········ভোগ নির্ভর করে।" অহো! যদি শ্রমণ গৌতম আমার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উত্তর দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারি।'

১১। তদনন্তর ভগবান সোণদণ্ডের চিত্তের পরিবিতর্ক অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন: 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড স্বচিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে। অতএব আমি তাহার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করিব।'

সোণদণ্ড সূত্র

তৎপরে ভগবান সোণদণ্ডকে কহিলেন: 'ব্রাহ্মণ! কতগুলি গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ কাহাকেও ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন, যাহাতে ঐ পুরুষ "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

১২। সোণদণ্ড এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া চিন্তা করিলেন: 'যাহা আমার ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিপ্রেত, প্রার্থিত ছিল—"অহো! যদি শ্রমণ গৌতম·········বিধান করিতে পারি"—তদনুরূপই গৌতম আমাকে আমার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি অবশ্যই উত্তর দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব।'

১৩। তৎপরে সোণদণ্ড দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া পরিষদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ভগবানকে কহিলেনঃ 'হে গৌতম, পঞ্চবিধ গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ পুরুষকে ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন, যাহাতে ঐ পুরুষ "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না। পঞ্চ গুণ কি কি? তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক; ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী; পদ পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক; কূটতর্কবিদ্যানিপুণ এবং মহাপুরুষলক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন। তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরমবর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিত শীল সম্পন্ন। তিনি পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়। হে গৌতম, এই পঞ্চবিধ গুণযুক্ত হইলে পুরুষ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ কথিত

হন, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৪। 'হে ব্রাহ্মণ, যদি এই পঞ্চ গুণ হইতে এক গুণকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট চারি গুণ যুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

'হে গৌতম, তাহা সম্ভব। এই পঞ্চবিধ গুণ হইতে বর্ণকে পৃথক করা যায়। বর্ণ কি করিতে পারে? ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বোক্ত অপর চারিটী গুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৫। 'কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ, যদি এই চারিটী গুণ হইতে একটীকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট তিনটী গুণ যুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

'হে গৌতম, তাহা সম্ভব। এই চতুর্ব্বিধ গুণ হইতে মন্ত্রকে পৃথক করা যায়। মন্ত্র কি করিতে পারে? ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বোক্ত অপর তিনটী গুণ যুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৬। 'কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ, যদি এই তিনটী গুণ হইতে একটীকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট দুইটীগুণ যুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

'হে গৌতম, তাহা সম্ভব। এই ত্রিবিধ গুণ হইতে জাতিকে পৃথক করা যায়। জাতি কি করিতে পারে? ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বোক্ত অপর দুইটী গুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেনএবং তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।

১৭। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ সোণদণ্ডকে কহিল:

'পূজ্য সোণদণ্ড, আপনি এরূপ কহিবেন না! আপনি এরূপ কহিবেন না! মাননীয় সোণদণ্ড বর্ণের অপবাদ করিতেছেন, মন্ত্রের অপবাদ করিতেছেন, জাতির অপবাদ করিতেছেন, তিনি একান্তই শ্রমণ গৌতমের মতবাদ গ্রহণ করিতেছেন।'

১৮। তৎপরে ভগবান ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন: 'ব্রাহ্মণগণ, যদি তোমরা মনে কর "সোণদণ্ড অল্পশ্রুত, দুর্ভাষ, দুষ্প্রজ্ঞ, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম," তাহা হইলে সোণদণ্ড ক্ষান্ত হউক, তোমরাই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু যদি তোমরা মনে কর "সোণদণ্ড বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয়ে প্রত্যুত্তর দানে সক্ষম," তাহা হইলে তোমরা ক্ষান্ত হও, সোণদণ্ডই আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউক।'

১৯। এইরূপ কথিত হইলে সোণদণ্ড ভগবানকে কহিলেন: 'গৌতম, আপনি ক্ষান্ত হউন, মৌন ধারণ করুন, আমিই তাহাদের সহিত ধর্ম্মানুরূপ বিচার করিব।'

তৎপরে সোণদণ্ড ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন: 'আপনারা এরূপ কহিবেন না, এরূপ কহিবেন না—"সোণদণ্ড বর্ণের অপবাদ করিতেছেন, মন্ত্রের অপবাদ করিতেছেন, জাতির অপবাদ করিতেছেন, তিনি একান্তই শ্রমণ গৌতমের মতবাদ গ্রহণ করিতেছেন।" আমি বর্ণ, অথবা মন্ত্র, অথবা জাতির অপবাদ করিতেছি না।'

২০। ঐ সময়ে সোণদণ্ডের ভাগিনেয় অঙ্গক নামক যুবক সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। সোণদণ্ড ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন: 'আপনারা আমাদের ভাগিনেয় অঙ্গককে দেখিতেছেন?'

'দেখিতেছি।'

'অঙ্গক অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন; এই পরিষদে বর্ণ বিষয়ে গৌতম ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক; ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী; পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক; কূটতর্কবিদ্যানিপুণ ও মহাপুরুষ-লক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন। আমিই তাঁহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিয়াছি। অঙ্গক মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। আমি তাঁহার মাতা পিতাকে জানি। যদি অঙ্গক প্রাণনাশ করেন, অদত্ত গ্রহণ করেন, পরদার গমন করেন, মিথ্যা কহেন, মদ্য পান করেন, তাহা হইলে বর্ণ তাঁহার কি করিবে? মন্ত্র ও জাতি কি করিবে? ব্রাহ্মণ যখন শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিতশীল সম্পন্ন হন, যখন তিনি পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিক দিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় হন, তখন এই দ্বিবিধ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ অভিহিত করেন, এবং তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

২১। 'ব্রাহ্মণ, যদি এই দুই গুণ হইতে একে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট একটী গুণযুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

'না, গৌতম। কারণ প্রজ্ঞা শীল দ্বারা প্রক্ষালিত এবং শীল প্রজ্ঞা

দ্বারা প্রক্ষালিত ; যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল ; শীলবান প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীলসম্পন্ন ; শীল ও প্রজ্ঞা লোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কথিত হয়। হে গৌতম, যেরূপ হস্ত দ্বারা হস্ত ধৌত হয়, পাদ দ্বারা পাদ ধৌত হয়, সেই রূপেই শীল-প্রক্ষালিত প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-প্রক্ষালিত শীল ; যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল ; শীলবান প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীল সম্পন্ন ; শীল ও প্রজ্ঞা লোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কথিত হয়।'

২২। 'ব্রাহ্মণ, ইহাই বটে। কারণ প্রজ্ঞা শীলদ্বারা......কথিত হয়। কিন্তু সেই শীল কি, এবং সেই প্রজ্ঞা কি ?'

'হে গৌতম, এই বিষয়ে আমরা মাত্র এই পর্য্যন্ত জানি! পূজ্য গৌতমই অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বাক্যের অর্থ প্রকাশ করুন।'

২৩। 'তাহা হইলে, হে ব্রাহ্মণ, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

প্রত্যুত্তরে সোণদণ্ড কহিলেন, "উত্তম।"

ভগবান কহিলেন ঃ

'ব্রাহ্মণ, মনে কর জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ......[এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০—৬৩ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু এই রূপেই শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ইহাই ঐ শীল।

[এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৭৫সং পদচ্ছেদের "তিনি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া" এই অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে উক্ত সূত্রের ৯৮ সং পদচ্ছেদ পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে] 'এই রূপেই তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ইহাই ঐ প্রজ্ঞা।

২৪। এইরূপ কথিত হইলে সোণদণ্ড ভগবানকে কহিলেন ঃ

'উত্তম, গৌতম, উত্তম! যেরূপ উৎপাত্তিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমিও ভগবান গৌতমের, ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন। পূজ্য গৌতম অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী কল্য ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।'

ভগবান তূষ্ণীভাব দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সোণদণ্ড ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাত্রির অবসানে সোণদণ্ড স্বীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন ঃ

'হে গৌতম, অন্ন প্রস্তুত।"

ভগবানের নিকট সোণদণ্ডের প্রণতি

২৫। তদন্তর ভগবান পূর্ব্বাহ্ণের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত সোণদণ্ডের গৃহে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে সোণদণ্ড বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিলেন। ভোজনাবসানে ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে সোণদণ্ড নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে সোণদণ্ড ভগবানকে কহিলেন :

২৬। 'হে গৌতম, পরিষদমধ্যে আগত হইয়া যদি আমি আসন

হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবান গোতমকে অভিবাদন করি, তাহা হইলে পরিষদ কর্ত্তৃক আমি তিরস্কৃত হইব। যে পরিষদ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবে, তাহার যশের হ্রাস হইবে, যাহার যশের হ্রাস হইবে তাহার ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশ হইতেই আমাদের ভোগ প্রাপ্তি হয়। হে গোতম, পরিষদে আসনোপবিষ্ট হইয়া যদি আমি অঞ্জলিবদ্ধ হই, তাহা হইলে উহা আসন হইতে আমার প্রত্যুপস্থান রূপে গ্রহণ করুন। হে গোতম, পরিষদে উপবিষ্ট হইয়া যদি আমি শিরোবেষ্টন উন্মোচন করি, ভগবান গোতম উহা আমার শিরদ্বারা অভিবাদন রূপে গ্রহণ করুন।—হে গোতম, যদি আমি যানারূঢ় হইয়া যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভগবান গোতমকে অভিবাদন করি, তাহা হইলে পরিষদ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইব। পরিষদ হ্রাস কত্তৃক নিন্দিত হইলে যশের হ্রাস হইবে, যশের হ্রাস হইলে ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশ হইতেই ভোগ প্রাপ্তি হয়। হে গোতম, যদি আমি যানারূঢ় হইয়া প্রতোদ যষ্টি উত্তোলন করি, উহা আমার যান হইতে অবতরণ রূপে গ্রহণ করুন। হে গোতম, যদি আমি যানারূঢ় হইয়া হস্ত নমিত করি, উহা শিরদ্বারা আমার অভিবাদন রূপে গ্রহণ করুন।'

২৭। অনন্তর ভগবান সোণদণ্ডকে ধর্ম্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সোণদণ্ড সূত্র সমাপ্ত।

কূটদন্ত সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

ব্রাহ্মণ কূটদন্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক হইয়া ঐ যজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভার্থ বুদ্ধের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে বুদ্ধ নৃপতি মহাবিজিতের যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া

কহিলেন যে, পূর্ব্বকালে ঐ নৃপতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সংকল্প করিয়া স্বীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর কেহই নহেন, তিনি বুদ্ধেরই এক পূর্ব্ব জন্ম। পুরোহিত রাজাকে সবিশেষ উপদেশ দান করিলে উপদেশানুসারে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। ঐ যজ্ঞে পশুবধ হইল না। শত শত গো, মেষ, কুক্কুট ও শূকর—যজ্ঞে যথার্থ আহৃত পশু—মুক্ত হইল।

আখ্যান সমাপ্ত হইলে কূটদন্ত বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী অন্য কোন যজ্ঞ আছে কি না। উত্তরে বুদ্ধ নিম্নলিখিত যজ্ঞ-সমূহের উল্লেখ করিলেন, উহাদের প্রত্যেক যজ্ঞ পরবর্ত্তী পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা মহত্তর ফলপ্রদায়ী—

(১) শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশে অনুকুল নিত্য দান যজ্ঞ;
(২) চতুদ্দিকস্থ সঙ্ঘের উদ্দেশে নির্ম্মিত বিহার;
(৩) প্রসন্ন চিত্তে ত্রিশরণের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) গ্রহণ;
(৪) প্রসন্ন চিত্তে শিক্ষাপদ সমূহের গ্রহণ: প্রাণাতিপাত, চৌর্য্য, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, মদ্যপান ইত্যাদি হইতে বিরতি;
(৫) প্রথম ধ্যান
(৬) দ্বিতীয় ধ্যান
(৭) তৃতীয় ধ্যান
(৮) চতুর্থ ধ্যান
(৯) জ্ঞান দর্শন
(১০) আসব ক্ষয়।

সর্ব্বশেষোক্ত যজ্ঞ হইতে উন্নততর ও মধুরতর যজ্ঞ আর নাই। উপদেশান্তে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ত্রিরত্নের শরণ লইলেন।

৫। কূটদন্ত সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান্ পঞ্চ শত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত মগধে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ দেশের খানুমত নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ কূটদন্ত রাজ-ভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদায় রূপে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্ত্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন খানুমতে বাস করিতে ছিলেন। ঐ সময় কূটদন্ত ব্রাহ্মণের মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছিল। সাত শত বৃষ, সাত শত বৎসতর, সাত শত বৎসতরী, সাত শত ছাগ এবং সাত শত মেষ যজ্ঞার্থে যূপকাষ্ঠে নীত হইয়াছিল।

২। খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিলেন: 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম·········শুভজনক।" ' [সোণদণ্ড সূত্রের ২ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] তদন্তর খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খানুমত হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে গমন করিতে লাগিলেন।

৩। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত দিবাশয়নের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদোপরি গমন করিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খানুমত হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক অম্বলট্‌ঠিকার অভিমুখে গমন করিতেছে। উহা দেখিয়া তিনি দ্বারপালকে কহিলেন:

'খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ কি হেতু এইরূপে অম্বলট্‌ঠিকার অভিমুখে গমন করিতেছে?'

'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চ শত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত মগধে ভ্রমণ করিতে করিতে খানুমতে উপনীত হইয়া তথায় অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন।

সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে : "ইনিই·········বুদ্ধ ভগবন্ত।" সেই ভগবান গৌতমকে দেখিবার জন্য ইহারা যাইতেছে।'

৪। তদনন্তর কূটদন্ত চিন্তা করিলেন :

'আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ষোড়শ অঙ্গযুক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞ বিদিত আছেন। উহা কিন্তু আমার বিদিত নয়, অথচ আমি মহাযজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক। অতএব আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।'

তৎপরে কূটদন্ত দ্বারপালকে কহিলেন : 'দ্বারপাল, তুমি খানুমতের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের নিকট গিয়া বল, "ব্রাহ্মণ কূটদন্ত আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন।"'

কূটদন্ত ও ব্রাহ্মণগণ

'যথা-আজ্ঞা' কহিয়া দ্বারপাল খানুমতের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের নিকট গিয়া সমস্ত কহিল।

৫। ঐ সময়ে বহু শত ব্রাহ্মণ কূটদন্তের মহাযজ্ঞ যোগদান করিবার নিমিত্ত খানুমতে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহারা শুনিলেন যে কূটদন্ত শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইতেছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা কূটদন্তের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন :

'কূটদন্ত শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন ইহা কি সত্য ?'

'ইহাই আমার ইচ্ছা, আমিও গৌতমকে দর্শন করিতে যাইব।'

৬। 'মাননীয় কূটদন্ত গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন না, যাওয়া যুক্ত নহে। কূটদন্ত গৌতমের দর্শনার্থ যাইলে তাঁহার যশের হ্রাস হইবে, গৌতমের যশ বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে কূটদন্তের যাওয়া যুক্ত নহে,

শ্রমণ গৌতমেরই কূটদন্তের নিকট আগমন করা উচিত। কূটদন্ত মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই‥‥‥নির্দ্দোষ সোণদণ্ড সূত্রের ৪সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। এই কারণে কূটদন্তের যাওয়া উচিত নহে, গৌতমেরই কূটদন্তের নিকট আগমন করা উচিত। মাননীয় কূটদন্ত আঢ্য‥‥‥‥‥ সম্পন্ন * খানুমতে বাস করিতেছেন। এই কারণে কূটদন্তের শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমন উচিত নহে, গৌতমেরই উচিত কূটদন্তের দর্শনার্থ আগমন করা।

৭। এইরূপ উক্ত হইলে কূটদন্ত ঐ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন :

'তাহা হইলে, ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আমার বাক্যও শ্রবণ কর, যে কারণে‥‥‥‥‥আমাদের কর্ত্তব্য। যেহেতু তিনি খানুমতে উপনীত হইয়া তথায় অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই হেতু তিনি আমাদের অতিথি এবং অতিথি আমাদের‥‥‥‥‥কর্ত্তব্য। এই সকল কারণে‥‥‥‥‥অপরিসীম।' [সোণদণ্ড সূত্রের ৬সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

৮। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ কূটদন্তকে কহিলেন :

'মাননীয় কূটদন্ত যেরূপে শ্রমণ গৌতমের প্রশংসোক্তি করিলেন, তাহাতে‥‥‥‥‥যাইব।' [সোণদণ্ড সূত্রের ৭সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

তৎপরে কূটদন্ত বৃহৎ ব্রাহ্মণ-সঙ্ঘের সহিত অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণ কেহ কেহ ভগবানকে‥‥‥‥‥একান্তে বসিলেন।

৯। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া কূটদন্ত ভগবানকে কহিলেন :

'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা অবগত আছেন। আমি উহা জানি না, কিন্তু আমি মহাযজ্ঞ

* সোণদণ্ড সূত্রের ৪সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

করিতে ইচ্ছুক। গৌতম আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞ সম্পদা শিক্ষা দিন।' 'তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ, শ্রবণ কর, উত্তম রূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

যজ্ঞের পূর্ব্ব-কৃত্য

প্রত্যুত্তরে কূটদন্ত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন:

১০। 'ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বকালে মহাবিজিত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ছিলেন, তাঁহার রাজভাণ্ডার প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। রাজা মহাবিজিত নির্জ্জনে ধ্যানরত হইলে তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল: "বিপুল মানুষী ভোগ আমার অধিকারে, আমি সুবিশাল পৃথিবীমণ্ডল জয় করিয়াছি; অতএব আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, উহা দীর্ঘকাল আমার সুখ ও হিতবিধান করিবে।" তৎপরে রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন: "হে ব্রাহ্মণ, আমি নির্জ্জনে ধ্যানরত হইলে আমার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল: বিপুল মানুষী ভোগ······করিবে। হে ব্রাহ্মণ, আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।"

১১। 'রাজা এইরূপ কহিলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত মহাবিজিতকে কহিলেন: "নৃপতির জনপদ সকণ্টক স-উৎপীড়, রাজ্যে গ্রাম ও নগর লুণ্ঠনকারী চোরের প্রাদুর্ভাব, পথ সমূহ ভয়পূর্ণ। রাজা যদি এই সকণ্টক স-উৎপীড় জনপদ হইতে কর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহা ন্যায় বিগর্হিত হইবে। রাজা হয়ত মনে করিতে পারেন: "এই দস্যু-কণ্টক আমি বধ, বন্ধন, হানি, নিন্দা অথবা নির্ব্বাসন দ্বারা উৎপাটিত করিব," কিন্তু এইরূপে ঐ দস্যু-কণ্টক সম্যক প্রকারে দূরীভূত হইবে না।

হতাবশিষ্টগণ রাজার জনপদে উপদ্রব করিবে। কিন্তু এক উপায় আছে যদ্দারা এই উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে পারে। রাজ্যে কৃষি-গোরক্ষ কর্ম্মে যাহাদের উৎসাহ, রাজা তাহাদিগকে বীজ ও অন্নদান করুন, বাণিজ্যে যাহাদের উৎসাহ, রাজা তাহাদিগকে মূলধন দান করুন, যাহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত, রাজা তাহাদিগকে অন্ন ও বেতন দান করুন ; ঐ সকল মনুষ্য স্বকর্ম্ম নিরত হইয়া আর রাজ্যে উপদ্রব করিবে না ; রাজার আয়বৃদ্ধি হইবে, রাজ্য ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত হইবে : প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিরর্গল গৃহে সুখে বিহার করিবে।"

রাজা মহাবিজিত "উত্তম" কহিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণের বাক্যানুসারে রাজ্যের কৃষক-গোরক্ষকগণকে বীজ ও অন্ন দান করিলেন, বণিকগণকে মূলধন দান করিলেন, রাজপুরুষগণকে অন্ন ও বেতন দান করিলেন। ঐ সকল মনুষ্য স্বকর্ম্মনিরত হইয়া আর রাজ্যে উপদ্রব করিল না, রাজার আয় বৃদ্ধি হইল ; ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত রাজ্যে প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিরর্গল গৃহে সুখে বিহার করিতে লাগিল।

যজ্ঞের পূর্ব্বকৃত্য

১২। 'অনন্তর রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন : "দস্যুকণ্টক উৎপাটিত হইয়াছে, আপনার বিধানে আমার কোষ পরিপূর্ণ, রাজ্য ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত ; প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিরর্গল গৃহে সুখে বাস করিতেছে। হে ব্রাহ্মণ, আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।"

' "তাহা হইলে, মহারাজ, রাজ্যের নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয়

সামন্তরাজগণকে, অমাত্য পারিষদগণকে, ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে, ধনী গৃহস্থগণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহুন: "আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।"

'হে ব্রাহ্মণ, রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণের বাক্যে সম্মত হইয়া রাজ্যের নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তরাজগণকে, অমাত্য পারিষদগণকে, ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে, ধনী গৃহস্থগণকে, আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন: "আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে··········শিক্ষা দিন।" উত্তরে তাঁহারা সকলেই কহিলেন: মহারাজ, যজ্ঞানুষ্ঠান করুন, যজ্ঞকাল উপস্থিত।"

'এইরূপে ঐ চারি অনুমতি-পক্ষ সেই যজ্ঞের উপাদান স্বরূপ হইলেন।

১৩। 'রাজা মহাবিজিত অষ্টাঙ্গ-যুক্ত ছিলেন—তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ—

'তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন—

'তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার সম্পন্ন—

'তিনি পরাক্রান্ত; রাজভক্ত আদেশানুবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা সমন্বিত; স্বীয় যশগৌরব দ্বারা যেন শত্রুদহনকারী—

'তিনি শ্রদ্ধাবান, দায়ক, দানপতি, অবারিত দ্বার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব-দরিদ্র-যাচকগণের তৃষ্ণানিবারী উৎস, তিনি পুণ্য কর্ম্মকারী—

'তিনি সর্ব্ববিধ বিদ্যায় বহুশ্রুত—

'তিনি ভাষিতের অর্থজ্ঞান সম্পন্ন: "এই কথার এই অর্থ, এই কথার এই অর্থ"—

তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের চিন্তা করণে সক্ষম।

'রাজা মহাবিজিত এই অষ্টাঙ্গযুক্তছিলেন। এই অষ্টাঙ্গও সেই যজ্ঞের উপাদান স্বরূপ হইল।

ত্রিবিধি

১৪। 'পুরোহিত ব্রাহ্মণ চতুরঙ্গ যুক্ত—

তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ—

তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক ; ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাস রূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী ; পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক ; কূটতর্কবিদ্যা নিপুণ এবং মহাপুরুষলক্ষণ-জ্ঞান সম্পন্ন—

তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিতশীল, সম্পন্ন—

তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়।

পুরোহিত ব্রাহ্মণ এই চতুরঙ্গ যুক্ত। এই চতুরঙ্গও সেই যজ্ঞের উপাদন স্বরূপ হইল।

১৫। 'তদনন্তর, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্ব্বে ত্রিবিধি শিক্ষা দিলেন : "মহাযজ্ঞ- করণেচ্ছু আপনার চিত্তে যদি এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয় : "আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইবে," তাহা হইলে রাজা ঐ অনুতাপ পোষণ করিবেন না। যজ্ঞকালে যদি আপনার চিত্তে এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয় "আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইতেছে" তাহা হইলে রাজা ঐ

অনুতাপ পোষণ করিবেন না। যজ্ঞ সমাপনান্তে যদি আপনার চিত্তে এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয়: "আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইয়াছে", তাহা হইলে রাজা ঐ অনুতাপ পোষণ করিবেন না।

'পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্ব্বে এই ত্রিবিধি শিক্ষা দিলেন।'

১৬। তৎপরে পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পূর্ব্বেই রাজা মহাবিজিতের প্রতিগ্রাহকদিগের প্রতি যে দশ প্রকারে চিত্ত বিকার উৎপন্ন হইতে পারে তাহা দূর করিলেন: "আপনার যজ্ঞে প্রাণাতিপাতীও আসিবে, যাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত তাহারাও আসিবে। উহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রাণাতিপাতী তাহারা আপনাদিগের প্রাণাতিপাত লইয়াই থাকিবে, যাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত রাজা তাহাদের জন্যই যজন করিবেন, তাহাদেরই প্রীতি উৎপাদন করিবেন, তাহারাই রাজার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবে। যাহারা অদত্তের গ্রহণকারী তাহারাও আপনার যজ্ঞে আসিবে, যাহারা অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত তাহারাও আসিবে·········যাহারা ব্যভিচারী তাহারাও আসিবে, যাহারা ব্যভিচার হইতে বিরত তাহারাও আসিবে, যাহারা মিথ্যাবাদী এবং যাহারা মিথ্যাবাদ হইতে বিরত, যাহারা পিশুণ ভাষী এবং যাহারা পিশুণ ভাষ হইতে বিরত, যাহারা পরুষভাষী এবং যাহারা পরুষভাষ হইতে বিরত, যাহারা বৃথা প্রলাপকারী এবং যাহারা উহা হইতে বিরত,

প্রকৃত যজ্ঞ

যাহারা লোভী তাহারা এবং যাহারা অলোভী তাহারা, যাহারা ব্যাপন্ন চিত্ত তাহারা এবং যাহারা অব্যাপন্ন চিত্ত তাহারা, যাহারা মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন তাহারা এবং যাহারা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা—উহারা সকলেই

আসিবে। যাহারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন তাহারা উহা লইয়াই থাকিবে, যাহারা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন রাজা তাহাদের জন্যই যজন করিবেন, তাহাদেরই প্রীতি উৎপাদন করিবেন, তাহারাই রাজার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবে।" পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পূর্ব্বেই রাজা মহাবিজিতের প্রতিগ্রাহকদিগের প্রতি এই দশ প্রকারে যে চিত্তবিকার উৎপন্ন হইতে পারে তাহা দূর করিলেন।

১৭। তৎপরে পুরোহিত ব্রাহ্মণ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময় রাজা মহাবিজিতের চিত্তকে ষোড়শ প্রকারে সমুপদিষ্ট সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিলেন: "মহাযজ্ঞানুষ্ঠান কালে যদি রাজাকে কেহ কহে—'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, অথচ রাজা এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,' রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারেনা, তিনি নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে: 'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু নিগম ও জনপদ হইতে অমাত্য পারিষদ বর্গকে নিমন্ত্রণ করেন নাই.........ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই.........ধনী গৃহস্থগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, অথচ তিনি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,' রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারেনা, তিনি ঐ সকল নিমন্ত্রণ সম্পন্ন করিয়াছেন, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। —যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে: 'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সুজাত নহেন, ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত নহেন, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক

নির্দ্দোষ নহেন, অথচ তিনি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,' রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারে না, আপনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্দ্ধতন সপ্তদশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। —যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : 'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন নহেন…………তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার সম্পন্ন নহেন………তিনি পরাক্রান্ত, রাজভক্ত আদেশানুবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা সমন্বিত, স্বীয় যশগৌরবদ্বারা শত্রু দহন কারী নহেন………তিনি শ্রদ্ধাবান, দায়ক, দানপতি, অবারিতদ্বার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব-দরিদ্র-যাচক-গণের তৃষ্ণানিবারী উৎস এবং পুণ্য কর্ম্মকারী নহেন………তিনি সর্ব্ববিধ বিদ্যায় বহুশ্রুত নহেন………তিনি "এই কথার এই অর্থ, এই কথার এই অর্থ" এইরূপ ভাষিতের অর্থজ্ঞান সম্পন্ন নহেন……… তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের চিন্তা করণে সক্ষম নহেন………অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,' রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারেনা, আপনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের চিন্তাকরণে সক্ষম, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। —যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে : 'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতে সুজাত, ঊর্দ্ধতন সপ্তদশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ নহেন। অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,'

রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারে না, রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ.........নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে: 'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ অধ্যায়ক ও মন্ত্রধারক নহেন; ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চমবেদে পারদর্শী নহেন; পদপাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক নহেন; কূটতর্কবিদ্যা-নিপুণ এবং মহাপুরুষলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন নহেন।.........তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিতশীল সম্পন্ন নহেন.........তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় নহেন, অথচ রাজা এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,' রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারে না, রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিক-দিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করুন।"

"এইরূপে পুরোহিত ব্রাহ্মণ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময় রাজা মহা-বিজিতের চিত্তকে ষোড়শ প্রকারে সমুপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট করিলেন।

১৮। 'হে ব্রাহ্মণ, সেই যজ্ঞে গো-হনন হইলনা, অজ ও মেষ, কুক্কুট ও শূকরের প্রাণ বিনাশ হইল না, নানাবিধ প্রাণীর জীবন নষ্ট হইল না, যূপকাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ ছিন্ন হইল না, যজ্ঞ-তৃণার্থে দর্ভ কর্ত্তিত হইল না; দাস, সংবাদবাহক, কর্ম্মকারকগণ দণ্ডতর্জ্জিত ও ভয়-তর্জ্জিত হইয়া অশ্রুমুখে রোদন পরায়ণ হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। যাহারা ইচ্ছুক তাহারাই কর্ম্ম করিল, যাহারা অনিচ্ছুক তাহারা করিল না; যাহার যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি সে তাহাই করিল, যাহার যাহাতে অপ্রবৃত্তি

সে তাহা করিল না। ঘৃত-তৈল-নবনীত-দধি-মধু-গুড় দ্বারা সেই যজ্ঞ নিষ্ঠিত হইল।

১৯। 'হে ব্রাহ্মণ, তপেরে নৈগম ও জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণ, অমাত্য পারিষদগণ, ব্রাহ্মণ মহাশালগণ, ধনী গৃহস্থগণ প্রভৃত ধন সম্পত্তি লইয়া রাজা মহাবিজিতের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল: "দেব, প্রভূত এই ধন সম্পত্তি দেবোদ্দেশ্যে আহৃত হইয়াছে, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।"

"আমার ধর্ম্মোপার্জ্জিত বহু অর্থ আছে, আপনাদের ধন আপনাদেরই হউক, এই স্থান হইতে আপনারা আরও গ্রহণ করুন।"

'রাজা ধনগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে তাঁহারা স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক এই প্রকার মন্ত্রণা করিলেন: "এই ধন যদি আমরা পুনরায় গৃহে লইয়া যাই, তাহা হইলে উহা অযুক্ত হইবে; রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, আমরা তাঁহার অনুযাগী হইব।"

২০। হে ব্রাহ্মণ, তপেরে যজ্ঞবাটের পূর্ব্বদিকে নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তগণ আপনাদিগের দান স্থাপিত করিলেন, দক্ষিণে অমাত্য পারিষদবর্গ, পশ্চিমে ব্রাহ্মণ মহাশালগণ এবং উত্তরে ধনী গৃহস্থগণ আপন আপন দান স্থাপিত করিলেন। ঐ সকল যজ্ঞে গো-হনন হইল না...... সেই যজ্ঞ নিষ্ঠিত হইল।

'ইহাই চারি অনুমতি পক্ষ, রাজা মহাবিজিত অষ্টাঙ্গ যুক্ত, পুরোহিত ব্রাহ্মণ চারি অঙ্গযুক্ত; এবং তিন বিধি। হে ব্রাহ্মণ, ইহাই ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা কথিত হয়।'

২১। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ উন্নাদ, উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করিতে লাগিল: 'অহো যজ্ঞ, অহো যজ্ঞ-সম্পদা!' কিন্তু ব্রাহ্মণ কূটদন্ত মৌন হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণগণ কূটদন্তকে কহিলেন:

'কূটদন্ত, আপনি কি নিমিত্ত শ্রমণ গৌতমের সুভাষিত বাক্য সুভাষিত রূপে অনুমোদন করিতেছেন না ?'

'আমি যে ঐ বাক্যের অনুমোদন করিতেছি না তাহা নহে, যে শ্রমণ গৌতমের সুভাষিত বাক্য সুভাষিত রূপে অনুমোদন না করিবে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে। কিন্তু আমি এইরূপ মনে করিতেছি : "শ্রমণ গৌতম বলিতেছেন না, 'আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি' অথবা 'এইরূপ হইতে পারে,' কিন্তু তিনি বলিতেছেন, 'তখন উহাই ছিল, ঐ সময় এই রূপই ছিল।' " এইরূপে আমার মনে হইতেছে : "শ্রমণ গৌতম নিশ্চয়ই ঐ সময় যজ্ঞ-স্বামী রাজা মহাবিজিত ছিলেন, অথবা সেই যজ্ঞের যাজক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন।" এইরূপ যজ্ঞের কারক কিংবা কারয়িতা মরণান্তে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন, ইহা কি পূজ্য গৌতমের স্বকীয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান ?'

মহত্তর যজ্ঞ

'হে ব্রাহ্মণ, উহা আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান। আমি সেই সময়ে সেই যজ্ঞের যাজক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলাম।'

২২। 'হে গৌতম, এই ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াসসাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য কোন যজ্ঞ আছে কি ?'

'আছে।'

'উহা কি ?'

'উহা শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশ্যে অনুকুল নিত্য দান যজ্ঞ।'

২৩। 'হে গৌতম, শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশ্যে অনুকুল নিত্যদান যজ্ঞ যে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর

এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী, তাহার হেতু কি, প্রত্যয় কি ?'

'হে ব্রাহ্মণ, যাঁহারা অর্হৎ অথবা অর্হৎমার্গারূঢ় তাঁহারা এবম্বিধ যজ্ঞে গমন করেন না। কি কারণে ? যেহেতু ঐ স্থানে দণ্ড-প্রহারও দৃষ্ট হয়, গলগ্রহও দৃষ্ট হয়। এই কারণে যাঁহারা অর্হৎ অথবা অর্হৎমার্গারূঢ় তাঁহার এবম্বিধ যজ্ঞে গমন করেন না। কিন্তু তাঁহারা শীলবান প্রব্রজিত-দিগের উদ্দেশ্যে যে অনুকূল নিত্য দানযজ্ঞ তাহাতে গমন করেন। কি কারণে ? যেহেতু ঐ স্থানে দণ্ড-প্রহারও দৃষ্ট হয় না, গলগ্রহও দৃষ্ট হয় না। এই কারণে তাঁহারা ঐ রূপ স্থানে গমন করেন। হে ব্রাহ্মণ, এই অনুকূল নিত্য দানযজ্ঞ যে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর ও অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী, ইহাই তাহার হেতু, ইহাই প্রত্যয়।'

২৪। 'হে গৌতম, উক্ত দ্বিবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি ?'

'আছে।'

'উহা কি ?'

'চতুর্দ্দিকস্থ সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত বিহার।'

২৫। 'হে গৌতম, উক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি ?'

'আছে।'

'উহা কি ?'

'প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ, ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ, সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ।'

২৬। 'হে গৌতম, উক্ত চতুর্ব্বিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষা কৃত স্থকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি ?'

'আছে।'

'উহা কি ?'

'প্রসন্ন চিত্তে শিক্ষাপদ সমূহের গ্রহণ,—প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, স্থরা-মেরয়-মত্ত-প্রমাদ স্থান হইতে বিরতি।'

২৭। 'হে গৌতম, উক্ত পঞ্চবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত স্থকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি ?'

'আছে।'

'উহা কি ?'

'হে ব্রাহ্মণ, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে.........[এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০ সং পদচ্ছেদ হইতে ৭৫ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত প্রথম ধ্যান পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত স্থকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী।

......[তপেরে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৭৭ সং পদচ্ছেদ হইতে ৮২ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত স্থকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী।

.........[তৎপরে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৮৩-৮৪ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত জ্ঞানদর্শন উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে

অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী।

……[তৎপরে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৯৭—৯৮ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত আসবক্ষয় জ্ঞান উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী। হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ-সম্পদা হইতে উন্নততর ও মধুরতর যজ্ঞ-সম্পদা আর নাই।'

২৮। এইরূপ উক্ত হইলে কূটদন্ত ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ কহিলেন: 'অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবান গৌতমের, ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। *আমি সাত শত বৃষভ, সাত শত বৎসতর, সাত শত বৎসতরী, সাত শত অজ, সাত শত মেষ মুক্ত করিতেছি, তাহাদের জীবন দান করিতেছি। তাহারা হরিৎ তৃণ ভক্ষণ করুক, শীতল বারি পান করুক, স্নিগ্ধ বায়ু তাহাদের জন্য প্রবাহিত হউক।'

২৯। তৎপরে ভগবান কূটদন্ত ব্রাহ্মণকে যথাক্রমে দান, শীল, স্বর্গ, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দান করিলেন। ভগবান যখন অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত উপযুক্ত-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, বিনীবরণ-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্ন-চিত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি মাত্র বুদ্ধগণ দ্বারা লব্ধ ধর্ম্মের প্রকাশ করিলেন: দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিরোধক মার্গ।

যেরূপ শুদ্ধ কলঙ্কহীন বস্ত্র সম্যকরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে, সেইরূপই ব্রাহ্মণ কূটদন্তের সেই আসনেই বিরজ, বীতমল, ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল: 'যাহা কিছু উৎপত্তিশীল তাহাই ধ্বংসশীল।'

৩০। অনন্তর ব্রাহ্মণ কূটদন্ত দৃষ্ট-ধর্ম্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম্ম, বিদিত-ধর্ম্ম, পর্য্যবগাহিত-ধর্ম্ম হইয়া, বিচিকিৎসা ও সংশয়হীন হইয়া, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, ভগবৎ শাসনে অপরপ্রত্যয় হইয়া ভগবানকে কহিলেন:—'পূজ্য গৌতম আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।'

ভগবান তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া, আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাত্রির অবসানে কূটদন্ত স্বীয় যজ্ঞবাটে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন: 'হে গৌতম, সময় উপস্থিত, অন্ন প্রস্তুত।'

অনন্তর ভগবান পূর্ব্বাহ্নের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কূটদন্তের যজ্ঞবাটে গমন করিলেন এবং তথায় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে কূটদন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর কূটদন্ত, ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে, নিম্ন আসন গ্রহণপূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

কূটদন্ত সূত্র সমাপ্ত

মহালি সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্রে দুইটী বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে : প্রথম দিব্যদৃষ্টি এবং দিব্যশ্রুতি। ভিক্ষুগণ এই দুইটী ক্ষমতালাভের জন্যই সঙ্ঘে প্রবেশ করেন কিনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ কহিতেছেন, যাঁহারা বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করেন, তাঁহারা উক্ত দুইটী ক্ষমতা লাভের জন্য উহা করেন না। কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা সঙ্ঘভুক্ত হন জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্য ভিক্ষুর কাম্য তাহা প্রকাশ করিয়া বুদ্ধ কহিলেন ভিক্ষুর প্রথম লক্ষ্য স্রোতাপত্তিলাভ, দ্বিতীয় সকৃদাগামীত্ব লাভ, তৃতীয় এবং সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য এই জন্মেই চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তিসহ নির্ব্বাণ লাভ।

পুনরায় বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হইল ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট মার্গ আছে কিনা। বুদ্ধ উত্তর করিলেন, ঐ মার্গ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

দ্বিতীয় বিষয়টীর অবতারণা বুদ্ধ নিজেই করিলেন। তিনি কহিলেন একদা জালিয় তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন জীব এবং দেহ কি একই অথবা ভিন্ন। উত্তরে তিনি কহিয়াছিলেন ঐরূপ প্রশ্নই অযৌক্তিক। সুতরাং ঐ প্রশ্নের উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই। আত্মার স্বীকৃতির উপর যে সকল মত প্রতিষ্ঠিত উহারা অনুমানমাত্র, উহারা প্রমাণসিদ্ধ নহে। যে সকল যুক্তির দ্বারা ঐমত সমূহ সমর্থিত হয়, ঐ সকল যুক্তি অসার বাগাড়ম্বর মাত্র। ইহাই বৌদ্ধ মত।

বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত জগতে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই যাহাতে আত্মার স্থান নাই। আত্মার স্থান নাই অথচ ধর্ম্ম, এইরূপ পরিস্থিতি জনসাধারণের

ধারণার বাহিরে, সুতরাং ভারতে এবং অন্যান্য স্থানেও বৌদ্ধ ধর্ম্মে যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মাকে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার একটা প্রচেষ্টা রহিয়াছে ; যদিও ঐ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল, কারণ পিটকসহ গ্রন্থসমূহ একবাক্যে উহার প্রতিবাদ করিতেছে।

৬। মহালি সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময়ে ভগবান বেশালিস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে কোশল এবং মগধ হইতে আগত বহু ব্রাহ্মণ-দূত কার্য্যোপলক্ষে বেশালিতে বাস করিতেছিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ শুনিলেন : 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া বেশালিস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশো-গীতি বিস্তৃত হইয়াছে : "ইনিই ভগবান অরহন্ত······তাদৃশ অরহতের দর্শন শুভজনক।"

২। তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণ মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করিলেন। ঐ সময় আয়ুষ্মান নাগিত ভগবানের উপস্থাক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ নাগিতের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন : "নাগিত, পূজ্য গৌতম এক্ষণে কোথায় আছেন ? আমরা তাঁহার দর্শনকামী।"

'আবুস, ভগবানের দর্শনের ইহা উপযুক্ত সময় নয়, তিনি এক্ষণে ধ্যাননিবিষ্ট।' ব্রাহ্মণগণ 'ভগবানকে দেখিয়া তবে যাইব' এইরূপ স্থির করিয়া সেইস্থানেই একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

৩। লিচ্ছবি ওঠ্ঠদ্ধও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত মহাবনে কূটাগারশালায় আয়ুষ্মান নাগিতের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি নাগিতকে

কহিলেন: 'ভন্তে নাগিত, ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ এক্ষণে কোথায় আছেন? আমরা তাঁহার দর্শনকামী।'

'মহালি, ভগবানের দর্শনের ইহা উপযুক্ত সময় নহে, তিনি ধ্যানস্থ।' লিচ্ছবি ওঠ্‌ঠদ্ধও 'ভগবানকে দেখিয়া তবে যাইব' এইরূপ স্থির করিয়া সেইস্থানেই একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

৪। অনন্তর শ্রমণোদ্দেশ সিংহ আয়ুষ্মান নাগিতের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন: 'ভন্তে কাশ্যপ[১], কোশল এবং মগধের এই সকল বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদূত ভগবানের দর্শনার্থে আগমন করিয়াছেন। ওঠ্‌ঠদ্ধ লিচ্ছবিও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত ঐ উদ্দেশ্যে আগত। ভন্তে কাশ্যপ, এই জনতার ভগবানের দর্শনলাভ আনন্দের বিষয় হইবে।'

'তাহা হইলে, সিংহ, তুমিই ভগবানের নিকট সংবাদ জ্ঞাপন কর।'

'তাহাই হউক,' কহিয়া শ্রমণোদ্দেশ সিংহ আয়ুষ্মান নাগিতের বাক্যে সম্মত হইয়া ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন: 'ভন্তে, কোশল এবং মগধের এই সকল বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদূত ভগবানের দর্শনার্থে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। লিচ্ছবি ওঠ্‌ঠদ্ধও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদেরসহিত ঐ উদ্দেশ্যে এইস্থানে আগত। ভন্তে, এই জনতার ভগবানের দর্শনলাভ আনন্দের বিষয় হইবে।'

দিব্য রূপ

'তাহা হইলে, সিংহ, বিহারের ছায়ায় আসন প্রস্তুত কর।'

'যে আজ্ঞা' কহিয়া শ্রমণোদ্দেশ সিংহ ভগবানের বাক্যে সম্মত হইয়া

১। ইহা নাগিতের গোত্র।

বিহারের ছায়ায় আসন প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভগবান বিহার হইতে নির্গত হইয়া বিহার ছায়ায় প্রস্তুত আসনে উপবেশন করিলেন।

৫। তৎপরে কোশল ও মগধের ব্রাহ্মণদূতগণ ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক প্রীত্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। লিচ্ছবি ওঠ্ঠদ্ধও স্বীয় পরিষদের সহিত ঐস্থানে গমন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া লিচ্ছবি ওঠ্ঠদ্ধ ভগবানকে কহিলেন:

'ভন্তে, কতিপয় দিবস পূর্ব্বে লিচ্ছবি বংশীয় সুনক্ষত্ত[১] আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন: "মহালি,[২] আমি তিন বৎসরের অনধিক কাল ভগবৎ সন্নিধানে রহিয়াছি; আমি দিব্যরূপ দেখিতে পাই—যাহা প্রিয়, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর। কিন্তু ঐরূপ প্রিয়, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর দিব্য শব্দ আমি শুনিতে পাইনা।" ভন্তে, ঐরূপ দিব্য শব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কি সুনক্ষত্ত উহা শুনিতে পান নাই, অথবা উহার অস্তিত্ব নাই?'

'মহালি, ঐরূপ প্রিয়, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর দিব্য শব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সুনক্ষত্ত উহা শুনিতে পান নাই, উহার অস্তিত্বের অভাবে শুনিতে পান নাই, তাহা নয়।'

৬। 'ভন্তে, ঐ সকল দিব্য শব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যে সুনক্ষত্ত উহা শুনিতে পান না, তাহার কি হেতু, কি প্রত্যয়?'

'মহালি, কোন ভিক্ষু পূর্ব্বদিকে প্রিয়, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর দিব্য

১। ইনি বুদ্ধের উপস্থাক পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু বুদ্ধ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় কোরের মতাবলম্বী হন। কঠোর নিয়মাবলীর পালন এবং দেহের অত্যধিক পীড়ন কোর কর্ত্তৃক অনুসৃত মার্গ।

২। ইহাও গোত্র নাম।

রূপ দর্শনার্থ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐ প্রকার দিব্য শব্দের শ্রবণার্থ নহে। তিনি পূর্ব্বদিকে দিব্য রূপ দর্শন করেন, কিন্তু ঐরূপ দিব্য শব্দ শ্রবণ করেন না। কি হেতু? মহালি, যেহেতু ভিক্ষু পূর্ব্বদিকে ঐ প্রকার দিব্য রূপ দর্শনার্থই একাংশ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, দিব্য শব্দ শ্রবণার্থ নহে।

৭। 'পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, উর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যকদিকে দিব্যরূপ দর্শনার্থ একাংশ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐরূপ শব্দ শ্রবণার্থ নহে। ঐ কারণে তিনি সর্ব্বদিকে দিব্য রূপ দর্শন করেন, কিন্তু ঐরূপ শব্দ শ্রবণ করেন না। কি হেতু? যেহেতু, মহালি, ভিক্ষু সর্ব্বদিকে ঐ প্রকার দিব্য রূপ দর্শনার্থই একাংশ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, দিব্য শব্দ শ্রবণার্থ নহে।

৮। ৯। 'এইরূপে, মহালি, ভিক্ষু যদি দিব্য শব্দ শ্রবণের জন্য একাঙ্গ সমাধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐ একই কারণে তিনি দিব্য শব্দ শ্রবণ করেন, কিন্তু দিব্য রূপ দর্শন করেন না।

ভিক্ষুর লক্ষ্য

১০। ১১। কিন্তু, মহালি, ভিক্ষু যদি কোন দিকে দর্শন এবং শ্রবণ উভয়বিধ উদ্দেশ্যে উভয়াংশ সমাধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, যেহেতু তিনি উভয়বিধ উদ্দেশ্যে সমাধিস্থ হইয়াছেন, তিনি দিব্য রূপও দর্শন করেন, দিব্য শব্দও শ্রবণ করেন। কি হেতু? যেহেতু তাঁহার সমাধি উভয়াঙ্গী।'

১২। 'ভন্তে, এই সকল সমাধি ভাবনার সাক্ষাতকারের জন্যই কি ভিক্ষুগণ ভগবানের সমীপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন?'

'না মহালি, তাহা নহে। অন্য ধর্ম্ম আছে যাহা উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর, যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।'

১৩। 'ভন্তে, ঐ সকল ধর্ম্ম কি কি ?'

'মহালি, প্রথমতঃ, ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু ভিক্ষুর আর পতন হয় না, তিনি সম্বোধি-পরায়ণ হইয়া স্রোতাপন্ন হইয়া থাকেন। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকারহেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।

'পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়জ রাগ-দোষ-মোহের তনুত্ব হেতু সকৃদাগামী হন, একবার মাত্র এই লোকে আসিয়া দুঃখের অন্ত করেন। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।

'মহালি, পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ অবরভাগী সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক[১] হইয়া ঐস্থান হইতেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন, তথা হইতে তাঁহার আর পুনরাগমন নাই। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।

'পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু আস্রবের ক্ষয়হেতু এই জন্মেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তিসহ নির্ব্বাণ স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।

'মহালি, এই সকলই সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।'

১৪। কিন্তু ভন্তে, এই ধর্ম্মের সাক্ষাতকারের জন্য কোন মার্গ, কোন প্রতিপদ আছে কি ?'

---

১ যাঁহারা ঔপপাতিক অর্থাৎ পিতামাতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন, স্বর্গে তাঁহাদের উৎপত্তি হয় এবং ঐ স্থানেই তাঁহারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

'মহালি, আছে।'

'সেই মার্গ কি, সেই প্রতিপদ কি?'

'উহা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সংকল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্ম্মান্ত, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি। মহালি, ইহাই সেই মার্গ, সেই প্রতিপদ।

১৫। 'মহালি, একদা আমি কৌশাম্বিস্থ ঘোষিতারামে অবস্থিতি করিতেছিলাম। ঐ সময় দুই জন প্রব্রজিত—পরিব্রাজক মণ্ডিষ্য এবং দারুপাত্রিকের শিষ্য জালিয়—আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আমার সহিত প্রীত্যালাপান্তে তাঁহারা এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা আমাকে কহিলেন:

"আবুস গৌতম, জীব এবং শরীর কি একই অথবা ভিন্ন?"

"তাহা হইলে, আবুস, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।"

"উত্তম, আবুস" কহিয়া প্রব্রজিত-দ্বয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর আমি কহিলাম:

১৬। [এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০-৭৫ সং পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে] আবুস, যে ভিক্ষু এইরূপ জানেন, এইরূপ দর্শন করেন তাঁহার পক্ষে কি "জীব এবং শরীর একই" অথবা "জীব এবং শরীর ভিন্ন" এরূপ বাক্য যুক্তি সঙ্গত?'

'আবুস, ইহা যৌক্তিক।'

'কিন্তু, আবুস, আমি এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি। তথাপি আমি কহিনা "জীব এবং শরীর একই" অথবা "জীব এবং শরীর ভিন্ন"।

১৭।১৮। [তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৭—৮১ সং পদচ্ছেদে উক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানলব্ধ ভিক্ষুর বিষয় এবং উক্ত সূত্রের ৮৩-৮৪ সং পদচ্ছেদোক্ত জ্ঞানদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে; এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপরোক্ত একই প্রশ্ন, উত্তর ও প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।]

মহালি সূত্র

১৯। "পুনর্জন্ম আর নাই" ইহা জানিতে পারেন (পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ৯৭ সং পদচ্ছেদ)। আবুস, যে ভিক্ষু এইরূপ জানেন, এইরূপ দর্শন করেন তাঁহার পক্ষে কি "জীব ও শরীর একই" অথবা জীব ও শরীর ভিন্ন" এরূপ বাক্য যুক্তি-সঙ্গত ?

'আবুস, ইহা অযৌক্তিক।

'আবুস, আমি ও এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি, তথাপি আমি কহিনা "জীব ও শরীর একই" অথবা "জীব ও শরীর ভিন্ন।" '

ভগবান এইরূপ কহিলেন। হৃষ্ট হইয়া ওঠ্ঠদ্ধ লিচ্ছবি ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

মহালি সূত্র সমাপ্ত।

৭। জালিয় সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।—

এক সময় ভগবান কৌশাম্বিস্থ ঘোষিতারামে অবস্থান করিতে ছিলেন। ঐ সময় মণ্ডিস্স এবং দারুপাত্রিকের শিষ্য জালিয় নামক দুই জন পরিব্রাজক ভগবানের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা ভগবানের

সহিত প্রীত্যালাপান্তে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন :

'আবুস গৌতম, জীব ও শরীর কি একই অথবা ভিন্ন ?'

'তাহা হইলে আবুস শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

'উত্তম, আবুস' কহিয়া প্রব্রজিতদ্বয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন :

২। [এই স্থানে মহালি সূত্রের পদচ্ছেদ সং ১৫ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত অবিকল আবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং ঐ সূত্র দ্রষ্টব্য।]

ভগবান এইরূপ কহিলেন। হৃষ্ট হইয়া প্রব্রজিতদ্বয় ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

জালিয় সূত্র সমাপ্ত।

কস্সপ সীহনাদ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্রে তপশ্চরণ সম্বন্ধে বুদ্ধ এবং নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপের মধ্যে কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্যপ বিবিধ প্রকার তপশ্চরণের উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন যে, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণও ঐ সকল দেহ নির্য্যাতক তপশ্চরণকে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্যরূপে অভিহিত করেন। বুদ্ধ কহিতেছেন যে, উক্ত তপশ্চরণ সমূহ যতই পালিত হউক না কেন, যদি শীল সম্পদ্, চিত্ত সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা অনুশীলিত না হয় এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না হয়, তাহা হইলে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দূরে। ইহা কথিত হইলে কাশ্যপ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ শীল-সম্পদা, চিত্ত-

সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা কি। উত্তরে বুদ্ধ উহা ব্যাখ্যা করিলেন। পরিশেষে কাশ্যপ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইলেন।

৮। কস্‌সপ-সীহনাদ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি—

এক সময় ভগবান উজুঞ্ঞার কন্নকথল মৃগবনে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ঐ সময় নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপান্তে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন :

২। 'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি "শ্রমণ গৌতম সর্ব্ব তপশ্চরণের নিন্দা করিয়া থাকেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বী মাত্রেই তাঁহার তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র।" হে গৌতম, যাহারা ঐরূপ কহিয়া থাকে তাহারা কি গৌতমের বাক্যই পুনরাবৃত্তি করে, গৌতমের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে না? তাহারা কি ধর্ম্মনিহিত সত্যই প্রকাশ করে? তাহাদের ঐরূপ করণে ধর্ম্মানুমত কোন বাক্য আপত্তিজনক হয় না? কারণ আমরা ভগবান গৌতমের নিন্দা কামনা করি না।'

৩। 'হে কাশ্যপ, যাহারা ঐরূপ কহিয়া থাকে তাহারা আমার বাক্যের আবৃত্তিকারী নহে, তাহারা মিথ্যা প্রচার করিয়া আমার নিন্দা ঘোষণা করে। কাশ্যপ, আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, অলৌকিক চক্ষু দ্বারা দেখি কোন কোন কঠোর ব্রতাচারী তপস্বী মরণান্তে দেহের ধ্বংসে অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা সুগতি প্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন; অপেক্ষাকৃত ন্যূনতর কঠোরতা অবলম্বী কোন কোন তপস্বী অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নরকে উৎপন্ন

হইয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা সুগতিপ্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। কাশ্যপ, এই সকল তপস্বীদিগের এইরূপ আগতি, গতি, চ্যুতি ও উৎপত্তি যথাযথ রূপে অবগত হইয়া আমি কি প্রকারে সর্ব্বতপশ্চরণের নিন্দা করিব, কি প্রকারে কঠোর ব্রতাচারী তপস্বী মাত্রই আমার তিরস্কার ও নিন্দাভাজন হইবে ?

৪। 'কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পণ্ডিত, নিপুণ, বিতণ্ডাকুশল, কেশাগ্রবিদ্ধকারী ; তাঁহারা যেন পরমতকে প্রজ্ঞা দ্বারা খণ্ডিত বিখণ্ডিত করণে সক্ষম। তাঁহারাও কোন কোন স্থলে আমার সহিত একমত হন, কোন কোন স্থলে হন না। ঐ সকল বিষয়ে কোন স্থলে তাঁহারা "সাধু" কহিলে আমরাও "সাধু" কহিয়া থাকি ; কোন স্থল তাঁহাদের অননুমোদিত হইলে আমরাও উহার অননুমোদন করি। তাঁহাদের অনুমোদিত কোন কোন বিষয় আমরা অননুমোদন করি ; তাঁহাদের অননুমোদিত কোন কোন বিষয় আমরা অনুমোদন করি। কোন কোন বিষয় আমরা অনুমোদন করিলে তাঁহারাও ঐরূপ করেন। কোন কোন বিষয় আমরা অনুমোদন করিলে তাঁহারা উহার অননুমোদন করেন। কোন কোন বিষয় আমরা অননুমোদন করিলে তাঁহারা উহার অনুমোদন করেন।

নগ্ন সন্ন্যাসী

৫। 'আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : "যে সকল বিষয়ে আমরা একমত নহি, ঐ সকল স্থগিত রহুক। যে যে স্থানে আমরা একমত, ঐ সকল বিষয়ে যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা আচার্য্য আচার্য্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা ঐ সকল বিষয় গভীর রূপে আলোচনা ও

বিচার করুন, তাঁহারা কহিবেন : 'যাহা অকুশল ধর্ম্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা নিন্দনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অসেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অর্হত্ব প্রাপ্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা দুষ্ট অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়—ঐ সকল ধর্ম্ম কে নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়াছেন, শ্রমণ গৌতম অথবা অপর মাননীয় গণাচার্য্যগণ ?'"

৬। 'কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচার কালে, এইরূপ কহিবেন : "শ্রমণ গৌতম ঐ সকল ধর্ম্ম নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু অপর আচার্য্যগণ আংশিক রূপে ঐ সকলের বর্জ্জন করিয়াছেন।" কাশ্যপ, এই রূপে বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচার কালে ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

৭। 'পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য্য আচার্য্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা গভীর রূপে আলোচনা ও বিচার করুন, তাঁহারা কহিবেন : "যাহা কুশল ধর্ম্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অনিন্দ্য অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা সেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অর্হত্ব প্রাপ্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা নির্ম্মল অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়,—এই সকল ধর্ম্ম কে পূর্ণ রূপে পালন করেন, শ্রমণ গৌতম অথবা অপর মাননীয় গণাচার্য্যগণ ?"

৮। 'কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচার কালে এইরূপ

কহিবেন: "শ্রমণ গৌতম ঐ সকল ধর্ম্ম পূর্ণরূপে পালন করেন, অপর গণাচার্য্যগণ আংশিক রূপে ঐ সকল পালন করেন।" এইরূপে, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচার কালে, ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

৯। 'পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য্য আচার্য্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা গভীর রূপে আলোচনা ও বিচার করুন, তাঁহারা কহিবেন: "যাহা অকুশল ধর্ম্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা নিন্দনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অসেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অর্হত্ব প্রাপ্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে অথবা যাহা আপনাদের মধ্যে ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা দুষ্ট অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়,—ঐ সকল ধর্ম্ম কে নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়াছেন, গৌতমের শ্রাবক সঙ্ঘ অথবা অপর গণাচার্য্যদিগের শ্রাবক সঙ্ঘ ?

১০। 'কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে এইরূপ কহিবেন: "গৌতমের শ্রাবকসঙ্ঘ ঐ সকল ধর্ম্ম নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়াছেন, অপর গণাচার্য্যদিগের শ্রাবক-সঙ্ঘ ঐ সকলের আংশিক বর্জ্জন করিয়াছেন।" এইরূপে, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচার কালে, ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

১১। 'পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য্য আচার্য্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন করুন, তাঁহারা গভীর রূপে আলোচনা ও বিচার করুন, তাঁহারা কহিবেন: "যাহা কুশল ধর্ম্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অনিন্দ্য অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়,

যাহা সেবনীয় অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা অর্হত্ব প্রাপ্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়, যাহা নির্ম্মল অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐরূপে আখ্যাত হয়,—এই সকল ধর্ম্ম কে পূর্ণরূপে পালন করেন, গৌতমের শ্রাবক-সঙ্ঘ অথবা গণাচার্য্যদিগের শ্রাবক-সঙ্ঘ ?"

১২। 'কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে এইরূপ কহিবেন : "গৌতমের শ্রাবক-সঙ্ঘ ঐ সকল ধর্ম্ম পূর্ণরূপে পালন করেন, অপর গণাচার্য্যদিগের শ্রাবক-সঙ্ঘ আংশিক রূপে ঐ সকল পালন করেন।" এইরূপে, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিবার কালে, পরস্পরের সহিত আলোচনা ও বিচারকালে, ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগেরই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

১৩। 'কাশ্যপ, এমন মার্গ, এমন প্রতিপদ আছে যাহার অনুসরণে স্বয়ং জানিতে ও দেখিতে পারিবে যে "শ্রমণ গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্ম্মবাদী ও বিনয়বাদী।" কাশ্যপ, ঐ মার্গ কি ? উহা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। কাশ্যপ, ইহাই সেই মার্গ, সেই প্রতিপদ যাহার অনুসরণে স্বয়ং জানিতে ও দেখিতে পারিবে যে "শ্রমণ-গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী।"

১৪। এইরূপ কথিত হইলে নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন : 'আবুস গৌতম, এই সকল তপশ্চর্য্যা কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়,—নগ্ন অবস্থিতি, মুক্তাচারত্ব (ভোজন এবং শৌচ ক্রিয়াদি দণ্ডায়মান অবস্থায় সম্পন্ন করা), হস্তাবলেহন

(আহারান্তে হস্ত ধৌত না করিয়া উহার অবলেহন), ভিক্ষা গ্রহণার্থ আহ্বানের কিম্বা অপেক্ষা করিবার অনুরোধের প্রত্যাখ্যান, আপনার জন্য আনীত অথবা আপনার জন্য প্রস্তুতীকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্রণের অস্বীকার, কুম্ভী অথবা কলোপি * মুখ হইতে প্রদত্ত ভিক্ষার ত্যাগ, প্রবেশ দ্বারে অথবা ইন্ধন এবং মুসলাভ্যন্তরে স্থাপিত ভিক্ষার ত্যাগ, ভোজন নিরত দুই জনের কিম্বা গর্ভিণীর কিম্বা স্তন্যদানরতা স্ত্রীর কিম্বা পুরুষ-সহবাস-রতা স্ত্রীর ভিক্ষার ত্যাগ, অ-ভিক্ষালব্ধ সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার, কুক্কুরের উপস্থিতির স্থান হইতে কিম্বা দলবদ্ধ মক্ষিকা সঙ্কুল স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণে বিরতি, মৎস্য, মাংস, সুরা, মেরয়, তুষোদকের গ্রহণ অস্বীকার, মাত্র এক গৃহ হইতে একগ্রাস খাদ্য গ্রহণ, দুই গৃহ হইতে দুই গ্রাস—সাত গৃহ হইতে সাত গ্রাস খাদ্যের গ্রহণ, মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষান্নে জীবন যাপন, দিনান্তে একবার ভোজন, অথবা দুই দিবসে একবার অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন, এইরূপে নিয়মবদ্ধ হইয়া ক্রমে অর্দ্ধমাসান্তে একবার ভোজন।

'আবুস গৌতম, এই সকল তপশ্চর্য্যা কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়,—মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ক তণ্ডুল, চর্ম্ম খণ্ড, শৈবাল, কণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন।

'আবুস গৌতম, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে এই সকল তপশ্চর্য্যাও শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়,—শান বস্ত্রের পরিধান, মশান বস্ত্রের ধারণ, শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্রের পরিধান, পাংশুকূল ধারণ, তিরিতক (বৃক্ষবিশেষ) বল্কলের ধারণ, মৃগচর্ম্মধারণ, মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত

* রন্ধন পাত্র বিশেষ।

পরিচ্ছদের ধারণ, কুশ-চীর ধারণ, বল্কল-চীর ধারণ, ফলক-চীর ধারণ, কেশ-কম্বল ধারণ, বাল-কম্বল ধারণ, উলূক-পক্ষ নির্ম্মিত বস্ত্রের ধারণ, কেশ ও শ্মশ্রুর উৎপাটন এবং উহাদের উৎপাটনে আসক্তি, আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মানভাবে অবস্থান, উৎকুটিক অবস্থান এবং ঐ অবস্থায় বীর্য্যারম্ভের অনুশীলন, কণ্টকের ব্যবহার এবং উহা দ্বারা শয্যারচনা, ফলক-শয্যা, ভূমিশয্যা, সর্ব্বদা এক পার্শ্বে শায়িত হইয়া নিদ্রা, ধূলিধূসরিত দেহ, উন্মুক্ত স্থানে শয়ন, সকল প্রকার আসনই নির্ব্বিচারে গ্রহণ, বিকট আহার ভোজন এবং ঐ প্রকার আহারে আসক্তি, শীতল জল পানের বর্জ্জন, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ (পাপ ধৌত করিবার জন্য) ।'

১৫ । 'কাশ্যপ, যে নগ্ন হইয়া অবস্থান করে, যে মুক্তাচার, হস্তাবলেহক, তোমা কর্ত্তৃক কথিত সমস্ত আচারই যে পালন করে, এমন কি নিয়মবদ্ধ হইয়া মাসার্দ্ধে একবারমাত্র ভোজন করে—সে যদি শীল-সম্পদা চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদার অনুশীলন না করে এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয় হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, যে শাক-ভোজী, শ্যামাক ভোজী, নীবার-ভোজী,······বন-মূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলভোজী—সে যদি শীল-সম্পদা চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদার অনুশীলন না করে এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া

আসবের ক্ষয় হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, যে শান বস্ত্র ধারণ করে, যে মশান বস্ত্র ধারণ করে...... প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করে, সে যদি শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদার অনুশীলন না করে এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূরে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয়হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।'

১৬। এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক (নগ্ন সন্ন্যাসী) কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন: 'হে গৌতম, শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।'

'কাশ্যপ, পৃথিবীতে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর "ইহা সাধারণ্যে কথিত হয়। কাশ্যপ, কেহ অচেলক হইলে, মুক্তাচার হইলে, হস্তাবলেহক হইলে, তোমাকর্ত্তৃক কথিত সমস্ত আচারই পালন করিলে, এমন কি নিয়মবদ্ধ হইয়া মাসার্দ্ধে একবার মাত্র ভোজন করিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর সুদুষ্কর হয়, তাহা হইলে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর" এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি, গৃহপতি-পুত্র এমন কি কুম্ভবাহিকা-দাসী পর্য্যন্ত বলিতে পারে: "আমি অচেলক হইব, মুক্তাচার হইব, হস্তাবলেহক হইব......নিয়ম-বদ্ধ হইয়া মাসার্দ্ধে একবার মাত্র ভোজন করিব।" কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে "শ্রামণ্য

দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর," সেইহেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।" কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রীভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয় হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, কেহ শাকভোজী হইলে, শ্যামাক-ভোজী হইলে……বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল অথবা বন-মূল ফলাহারী হইলে, মাত্র ঐ তপ-শ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর সুদুষ্কর হয়, তাহা হইলে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর" এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি, গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত বলিতে পারে: "আমি শাক-ভোজী, শ্যামাক-ভোজী হইব……বন-মূল-ফল এবং বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলাহারী হইব।" কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর", সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।" কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষ-হীন……ব্রাহ্মণ কথিত হন।

কাশ্যপ, কেহ শানবস্ত্র ও মশান বস্ত্র ধারণ করিলে……প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর সুদুষ্কর হয়, তাহা হইলে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর" এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি, গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত বলিতে পারে: "আমি শান ও মশান বস্ত্র ধারণ করিব……প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিন বার জলে অবতরণ করিব।" কিন্তু কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর", সেইহেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য

দুষ্কর।” কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন…ব্রাহ্মণ কথিত হন।’

১৭। এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন: ‘হে গৌতম, শ্রমণ কে তাহা জানিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ কে তাহা জানিতে পারা কঠিন।’

‘কাশ্যপ, পৃথিবীতে “শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন” ইহা সাধারণ্যে কথিত হয়। কাশ্যপ, কেহ অচেলক হইলে, মুক্তাচার হইলে, হস্তাবলেহক হইলে……নিয়মবদ্ধ হইয়া মাসার্দ্ধে একবার মাত্র ভোজন করিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন হয়, তাহা হইলে “শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন” এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত জানিতে পারে: “এই ব্যক্তি অচেলক, মুক্তাচার, হস্তাবলেহক……নিয়মবদ্ধ হইয়া মাসার্দ্ধে একবার মাত্র ভোজনকারী।” কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, সুকঠিন, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে “শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।” কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষ-হীন মৈত্রী ভাবনায় নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয় হেতু এই জীবনেই অনাসব চেতবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

‘কাশ্যপ, কেহ শাকভোজী হইলে, শ্যামাকভোজী হইলে……বন-মূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলাহারী হইলে, মাত্র এই তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন হয়, তাহা

হইলে "শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত জানিতে পারে: "এই ব্যক্তি শাকভোজী, শ্যামাকভোজী......বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলভোজী।" কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, সুকঠিন, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।" কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন......শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, কেহ শানবস্ত্র ও মশানবস্ত্র ধারণ করিলে......প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন হয়, তাহা হইলে "শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন" এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত জানিতে পারে: "এই ব্যক্তি শান অথবা মশান বস্ত্র-ধারী......সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিন বার জলে অবতরণকারী। কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, সুকঠিন, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।" কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন··· শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।'

১৮। এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন: 'হে গৌতম, সেই শীলসম্পদা কি? সেই চিত্ত-সম্পদা কি? সেই প্রজ্ঞা-সম্পদা কি?'

'কাশ্যপ,......[এই স্থলে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৪০-৪৩ পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে। তৎপরে ব্রহ্মজাল সূত্রের ২৭ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে। ঐ পদচ্ছেদের সর্ব্বশেষ পংক্তির স্থানে "ইহা শীলসম্পদা" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৩ সং পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে। ঐ পদচ্ছেদের সর্ব্বশেষ পংক্তির পরে "ইহা সেই শীল-সম্পদা" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

১৯। '[এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৪-৭৬ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে। ৭৬ সং পদচ্ছেদের "তাঁহার দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না" এই বাক্যের পরে "ইহা চিত্ত-সম্পদা" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।]

'পুনশ্চ, কাশ্যপ,......[এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৭, ৭৯, ৮১ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] কাশ্যপ, ইহা সেই চিত্ত-সম্পদা।

২০। '[এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৮৩ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ইহা প্রজ্ঞা-সম্পদা। [তৎপরে ঐ সূত্রের ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৭ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ইহা প্রজ্ঞা-সম্পদা।

'কাশ্যপ, এই শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা ও প্রজ্ঞা-সম্পদা হইতে ভিন্ন অন্য উৎকৃষ্টতর মধুরতর শীলসম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা নাই।

২১। 'কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা শীলবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে শীলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, আর্য্য পরম শীল সম্বন্ধে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের ত কথাই নাই। অতএব এই শীল সম্বন্ধে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

'কাশ্যশ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তপ-জুগুপ্সাবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে তপ-জুগুপ্সার প্রশংসা করিয়া,

থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আর্য্য পরম তপ-জুগুপ্সা তাহাতে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের ত কথাই নাই। এই বিষয়ে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

'কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা প্রজ্ঞাবাদী। তাঁহারা অনেক প্রকারে প্রজ্ঞার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আর্য্য পরম প্রজ্ঞা তাহাতে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের ত কথাই নাই। অতএব এই বিষয়ে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

'কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা বিমুক্তি-বাদী, তাঁহারা অনেক প্রকারে বিমুক্তির প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আর্য্য পরম বিমুক্তি উহাতে আমি আমার সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের ত কথাই নাই। অতএব এই বিষয়ে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২২। 'কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে ভিন্ন মতাবলম্বী পরিব্রাজকগণ কহিবেন: "শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেন, কিন্তু শূন্যাগারে, পরিষদে নহে।" তাহাদিগকে এইরূপ উত্তর দিতে হইবে: "ইহা সত্য নহে, শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেন, এবং পরিষদেই করেন।" কাশ্যপ, এরূপ হইতে পারে যে ভিন্ন মতাবলম্বী পরিব্রাজকগণ কহিবেন: "শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেন, পরিষদেই করেন, কিন্তু নির্ভীক চিত্তে করেন না।" তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে: "শ্রমণ গৌতম নির্ভীক চিত্তে-ই সিংহনাদ করেন।" ......"কিন্তু তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না"...... "তাঁহাকে প্রশ্নও করা হয়।" ......"কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম।" ......"তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম।" ......"কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত উত্তর হৃদয়-গ্রাহী হয় না।" ......"তাঁহার

উত্তর হৃদয়-গ্রাহী।" ......"কিন্তু তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয় না।" ......"তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয়।" ...... "কিন্তু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ শ্রদ্ধা অনুভব করেনা।"...... "তাঁহার বাক্য শ্রবণান্তে শ্রদ্ধা অনুভূত হয়।" ......"কিন্তু অনুভূত হইলেও ঐ শ্রদ্ধার বহিঃ প্রকাশ নাই।" ......"উহার বহিঃ প্রকাশ আছে।"......"কিন্তু উহা দ্বারা মনুষ্য সত্যে উপনীত হয় না।" ...... "মনুষ্য উহা দ্বারা সত্যে উপনীত হয়।" ......"কিন্তু মনুষ্য সত্যে উপনীত হইলেও ঐ সত্য পালনে অক্ষম হয়।" উহাদিগকে কহিতে হইবে, এরূপ নহে ; শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ করেন এবং উহা পরিষদেই করেন, নির্ভীক হইয়া করেন ; তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম, তাঁহার উত্তর হৃদয়গ্রাহী হয়, তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয়, উহার শ্রবণে শ্রদ্ধা অনুভূত হয়, ঐ শ্রদ্ধার বাহ্যিক বিকাশ হয়, উহা সত্য প্রদর্শনকারী এবং মনুষ্য ঐ সত্য পালনে সক্ষম।" কাশ্যপ, এইরূপ উত্তর দিতে হইবে।

২৩। 'কাশ্যপ, এক সময়ে আমি রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলাম। ঐ স্থানে নিগ্রোধ নামক তপ-ব্রহ্মচারী আমাকে তপ-জুগুপ্সা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম। আমার উত্তরে তিনি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।'

'ভন্তে, ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কে অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট না হইবে ? আমিও ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভন্তে, অতি উত্তম, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ-প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণ লইতেছি, ধর্ম্মের

শরণ লইতেছি, ভিক্ষু সঙ্ঘের শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইতে বাসনা করি।'

২৪। কাশ্যপ, পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার ইচ্ছা করেন, শিক্ষার্থীরূপে তাঁহাকে চারি মাস যাপন করিতে হইবে; চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষুজীবন যাপনার্থ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিবেন। তথাপি এই বিষয়ে' মনুষ্যগণের মধ্যে পার্থক্য আমি বিদিত আছি।'

'ভন্তে, পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার ইচ্ছা করিলে, যদি তাঁহাকে শিক্ষার্থীরূপে চারি মাস যাপন করিতে হয়, যদি চারি মাস যাপন করিবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষুজীবন যাপনার্থ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন, আমি চারি বৎসর শিক্ষার্থীরূপে যাপন করিব, চারি বৎসর অতিবাহিত হইবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।

অচেলক কাশ্যপ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর নবদীক্ষিত আয়ুষ্মান কাশ্যপ নির্জ্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করিলেন: 'জন্মের ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই জীবনে করণীয় আর কিছুই নাই,' ইহা জ্ঞাত হইয়া আয়ুষ্মান কাশ্যপ অরহতদিগের অন্যতম হইলেন।

কস্সপ-সীহনাদ সূত্র সমাপ্ত।

পোট্‌ঠপাদ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সম্বন্ধে প্রচলিত মত সমূহ বর্ণনা করিয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন অভিসংজ্ঞা-নিরোধ কিসে হয়। বুদ্ধ ঐ সকল মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন যে, পুরুষ শীলসম্পন্ন ও রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে গমন পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান লাভ করেন। ঐ ধ্যান লাভের পর পুরুষ সর্ব্বতোভাবে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ অরূপ-সংজ্ঞায় উপনীত হন। এইরূপে সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত ও পরিশেষে শ্রেষ্ঠতম সংজ্ঞায় উপনীত হইয়া তিনি চিন্তা না করাই শ্রেষ্ঠতর স্থির করিয়া চিন্তা পরিহার করেন। এইরূপে তিনি নিরোধে উপনীত হন। এইরূপে অভিসংজ্ঞা-নিরোধ হইয়া থাকে।

তৎপরে পোট্‌ঠপাদ বুদ্ধকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি পর্য্যায়ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন—

জগত শাশ্বত কিম্বা অশাশ্বত ?
জগত সসীম কিম্বা অসীম ?
জীব ও শরীর একই অথবা ভিন্ন ?
মরণের পর তথাগতের পুনর্জ্জন্ম হয় কি না ?

বুদ্ধ উত্তর করিলেন ঐ সকল অনিশ্চিত বিষয়ে তিনি কোন মত প্রকাশ করেন নাই, কারণ এই প্রশ্ন সমূহ নিরর্থক, উহারা সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্য ও নির্ব্বাণের অনুকুল নহে। ভগবান কোন্‌ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ কহিলেন দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং ঐ নিরোধের মার্গরূপ নিশ্চিত বিষয় সমূহ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ ঐ সকল প্রশ্নই অর্থ-সংহিত, উহারাই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্য ও নির্ব্বাণের অনুকুল।

৯। পোট্‌ঠপাদ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথ পিণ্ডিকের জেতবন উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময় পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ তিন শত পরিব্রাজক সমন্বিত বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত মল্লিকার[১] উদ্যানে তিণ্ডুক বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বিচারশালায় বাস করিতেছিলেন।

২। অনন্তর ভগবান পূর্ব্বাহ্ন সময়ের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর সহিত পিণ্ডার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন: পিণ্ডার্থ শ্রাবস্তী প্রবেশের পক্ষে এখনও অতি প্রত্যুষ, আমি মল্লিকার উদ্যানে তিণ্ডুক বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বিচারাশালায়, যেখানে পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে গমন করিব।' অতঃপর তিনি ঐ স্থানে গমন করিলেন।

৩। ঐ সময়ে পরিব্রাজক পোট্‌ঠপাদ বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা সকলে উন্নাদ, উচ্চ শব্দ মহাশব্দের সহিত অনেক প্রকার অসার বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, যথা—রাজ কথা, চোর কথা, মহামাত্য কথা, সেনা কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ কথা, অন্ন কথা, পান কথা, বস্ত্র কথা, শয়ন কথা, মালা কথা, গন্ধ কথা, জ্ঞাতি কথা, যান কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ কথা, নারী কথা, শূর কথা, বিশিখা কথা, কুম্ভস্থান কথা, প্রেত কথা, নিরর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় জনপ্রবাদ, এবং অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা।

৪। পোট্‌ঠপাদ দূরে ভগবানকে আসিতে দেখিয়া স্বকীয় পরিষদকে সাবধান করিলেন: 'মাননীয়গণ, আপনারা নীরব হউন, শব্দ করিবেন

[১] মল্লিকা—কোশলরাজ প্রসেনজিতের অন্যতমা মহিষী।

না। শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন, সেই আয়ুষ্মান নীরবতা প্রিয়, নীরবতার প্রশংসাবাদী। পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এই স্থানকে আগমনের যোগ্য মনে করেন।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

৫। তদন্তর ভগবান পোট্‌ঠপাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পোট্‌ঠপাদ ভগবানকে কহিলেন :

'ভগবান! আসুন, স্বাগত! বহুদিন পরে আপনি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, উপবেশন করুন, এই আসন প্রস্তুত।'

ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পোট্‌ঠপাদ অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাঁহাকে কহিলেন :

'এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা এক্ষণে কি কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কি আলোচনা বাধা প্রাপ্ত হইল ?'

আত্মবাদ

৬। ভগবান এইরূপ কহিলে পোট্‌ঠপাদ কহিলেন :

'আমরা এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া এক্ষণে যে কথায় নিযুক্ত ছিলাম, সে কথা থাক্ ; অন্য সময়ে ভগবান সে কথা অনায়াসে শুনিতে পাইবেন। ভন্তে, বহু দিবস হইল নানা তীর্থীয় শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ 'কুতুহল-শালায়'[১] সম্মিলিত ও উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকবার অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল : "অভিসংজ্ঞা নিরোধ কিরূপে হয় ?"

'তদুত্তরে কেহ কেহ কহিয়াছিলেন : "পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তি ও

১ বিশ্রামাগার

নিরোধের হেতুও নাই প্রত্যয়ও নাই। উহার উৎপত্তিকালে পুরুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়, নিরোধকালে সংজ্ঞাহীন হয়।” এইরূপে তাঁহারা অভিসংজ্ঞা-নিরোধ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

‘অপর একজন ঐ বিষয়ে কহিয়াছিলেন: “তাহা নহে। সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা, উহা (আত্মা) আসে, যায়। যখন আসে পুরুষ তখন সংজ্ঞা-সম্পন্ন হয়, যখন যায় তখন পুরুষ সংজ্ঞাহীন হয়।” এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা নিরোধ ব্যাখ্যা করেন।

‘অপর একজন ঐ বিষয়ে কহিয়াছিলেন: “তাহা নহে। কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মহাঋদ্ধি সম্পন্ন, মহা অনুভাব সম্পন্ন। তাঁহারাই মনুষ্যদেহে সংজ্ঞার সঞ্চারও করেন এবং দেহ হইতে সংজ্ঞা অপসারণও করেন, যখন সঞ্চার করেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাবান হয়, যখন অপসারণ করেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয়।” এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা নিরোধ ব্যাখ্যা করেন।

‘অপর একজন ঐ বিষয়ে কহিয়াছিলেন: “তাহা নহে। মহাঋদ্ধি ও অনুভাব সম্পন্ন দেবতারা আছেন। তাঁহারাই মনুষ্যদেহে সংজ্ঞার সঞ্চারও করেন, দেহ হইতে সংজ্ঞার অপসারণও করেন, যখন সঞ্চার করেন মনুষ্য তখন সংজ্ঞাবান হয়, যখন অপসারণ করেন তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয়।” এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা-নিরোধ ব্যাখ্যা করেন। ভন্তে, আমার ভগবানের কথাই মনে হইল: নিঃসন্দেহ ভগবান সুগত উক্ত ধর্ম্মসমূহে সুকুশল।” ভগবান অভিসংজ্ঞা নিরোধের প্রকৃতিজ্ঞ। ভন্তে, অভিসংজ্ঞা নিরোধ কিরূপে হয়?

৭। ‘পোট্‌ঠপাদ, এই বিষয়ে যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কহিয়াছিলেন “পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তি ও নিরোধের হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই, তাঁহারা প্রারম্ভেই ভ্রান্ত। কি হেতু? পোট্‌ঠপাদ, পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তি

ও নিরোধের হেতু ও প্রত্যয় আছে। শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়।

'ঐ শিক্ষা কি?' ভগবান কহিলেন। 'পোট্‌ঠপাদ, মনে কর জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ...... ইত্যাদি......(শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০-৪২ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কায় ও বাক্য দ্বারা কুশল কর্ম্ম সমন্বিত হইয়া, শুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন হইয়া, শীলসম্পন্ন হইয়া, রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু কিরূপে শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন? ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পরিহার পূর্ব্বক উহা হইতে বিরত হন......ঔষধের প্রতিমোক্ষ। ভিক্ষু এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত [শ্রামণ্যফল সূত্রের পদচ্ছেদ সং ৪৩-৬২ দ্রষ্টব্য]

৮। পোট্‌ঠপাদ, তিনি এইরূপ শীলসম্পন্ন হইয়া এই শীলসংবরের কারণ কুত্রাপি ভয়দর্শন করেন না। যেরূপ, পোট্‌ঠপাদ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়......অনবদ্য সুখ অনুভব করেন। [শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৬৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু এই রূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন।

৯। পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু কি প্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন? পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপদর্শন করিয়া .....অবিমিশ্র সুখ অনুভব করেন [শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৬৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু এই প্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন।

১০। [এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৬৫ হইতে ৭৪ এর "প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন" পর্য্যন্ত পাঠ করিতে হইবে]। তাঁহার পূর্ব্বের কামসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময় বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা

কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১১।' 'পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী......অবিতর্ক অবিচার......দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন [শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৭৭ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। তাঁহার পূর্ব্বের বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময় সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১২। 'পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া ......এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ কবিয়া বিরাজ করেন। [শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৭৯ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] তাঁহার পূর্ব্বের সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত-সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময় উপেক্ষা-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি উপেক্ষা-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৩। 'পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া ......চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। [শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৮১ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] তাঁহার পূর্ব্বের উপেক্ষা-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময় না-দুঃখ না-সুখ রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি না-দুঃখ না-সুখ রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন্ সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়,

শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৪। 'পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু সর্ব্বতোভাবে রূপ সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞার অস্ত গমনান্তে নানাত্ব সংজ্ঞার চিন্তা পরিহার করিয়া, 'আকাশ অনন্ত' এইরূপ চিন্তা করিয়া আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। তাঁহার পূর্ব্বের রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময় আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন রূপ সুখময় সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৫। 'পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু সর্ব্বতোভাবে আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন অতিক্রম করিয়া, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। তাঁহার পূর্ব্বের আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময় বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, এবং তিনি বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৬। 'পুনশ্চ, পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন সর্ব্বাংশে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এইরূপ আকিঞ্চণ্য আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। তাঁহার পূর্ব্বের বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময়ে আকিঞ্চণ্যায়তন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার

উৎপত্তি হয় এবং তিনি আকিঞ্চণ্যায়তন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৭। পোট্‌ঠপাদ, ভিক্ষু যে সময় হইতে স্বক-সংজ্ঞী হন, সেই সময় হইতে ক্রমান্বয়ে তিনি সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠতম সংজ্ঞায় উপনীত হন। সর্ব্বোচ্চ সংজ্ঞায় উপনীত হইয়া তাঁহার মনে এইরূপ হয়: "চিন্তা করা হীনতর অবস্থা। চিন্তা না করাই শ্রেষ্ঠতর। আমি যদি চিন্তা করি, অভিসন্ধান করি, তাহা হইলে আমার এই সকল সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হইয়া স্থুলতর সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব আমি চিন্তা করিব না, অভিসন্ধান করিব না।" তিনি চিন্তাও করেন না, অভিসন্ধানও করেন না। চিন্তা ও অভিসন্ধানের পরিহারে তাঁহার ঐ সকল সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, এবং অন্য স্থুলতর সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় না। তিনি নিরোধে উপনীত হন। এইরূপে, পোট্‌ঠপাদ, ক্রমানুসারে অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সম্প্রজ্ঞান সমাপত্তি হইয়া থাকে।

১৮। 'পোট্‌ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি ইতিপূর্ব্বে অভিসংজ্ঞা-নিরোধের ক্রমিক সম্প্রজ্ঞান-সমাপত্তি শুনিয়াছ?'

'না, ভন্তে। ভগবান যাহা কহিলেন আমি তাহা এইরূপ বুঝিলাম:—
[এই স্থানে উপরে ১৭ সং পদচ্ছেদের উক্তি আবৃত্ত হইয়াছে।]

'পোট্‌ঠপাদ, তুমি যথার্থ ই কহিয়াছ।'

১৯। 'ভন্তে, ভগবান কি শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন, অথবা বহু?'

'পোট্‌ঠপাদ, শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক আমি ইহাও কহি, উহা একাধিক তাহাও কহি।'

'শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক এবং একাধিক, ভগবান কিরূপে ইহা কহিতে পারেন ?'

'পোট্‌ঠপাদ, নিরোধ হইতে নিরোধান্তরে অগ্রসর হইবার কালে এক শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হইতে অপর শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয়। এই কারণেই, পোট্‌ঠপাদ, আমি শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক ইহাও কহি, উহা একাধিক তাহাও কহি।'

২০। 'ভন্তে, সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাতে জ্ঞান; অথবা প্রথমে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাতে সংজ্ঞা; অথবা সংজ্ঞা এবং জ্ঞান কোনটিই পূর্ব্বাপর নহে, উভয়ে একই সময়ে উৎপন্ন হয় ?'

'পোট্‌ঠপাদ, সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, পরে জ্ঞান; সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। উহা এইরূপে দৃষ্ট হয়: "এই হেতু হইতে আমার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে।" পোট্‌ঠপাদ, এই পর্য্যায় হইতে ইহা জ্ঞাতব্য যে সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, পরে জ্ঞান; সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি।'

২১। 'ভন্তে, সংজ্ঞাই কি পুরুষের আত্মা, অথবা সংজ্ঞা ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন ?'

'পোট্‌ঠপাদ, তুমি কি সত্যই আত্মায় আশ্রয় লইতেছ ?'

'ভন্তে, আমি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থূল এক আত্মার অস্তিত্ব আছে যাহা রূপী, চাতুর্ম্মহাভূতিক এবং কবলিঙ্কার আহারভোজী।'

'পোট্‌ঠপাদ, যদি এরূপ আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তোমার সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পর্য্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্‌ঠপাদ, স্থূল, রূপী, চাতুর্ম্মহাভূতিক, কবলিঙ্কার আহার-ভোজী আত্মা স্বীকার করিয়া লইলেও পুরুষের কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, কোন কোন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। পোট্‌ঠপাদ, ইহার দ্বারাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।'

২২। 'ভন্তে, আমি আত্মাকে সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন মনোময় রূপে গ্রহণ করি।'

'পোট্‌ঠপাদ, তোমার আত্মা সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন মনোময় হইলেও তোমার সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পর্য্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্‌ঠপাদ, সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সর্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন মনোময় আত্মা স্বীকার করিয়া লইলেও পুরুষের কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, কোন কোন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। পোট্‌ঠপাদ, ইহা দ্বারাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।

২৩। 'ভন্তে, তাহা হইলে আমি আত্মাকে অরূপী, সংজ্ঞাময় রূপে গ্রহণ করিতেছি।'

'পোট্‌ঠপাদ, তোমার আত্মা অরূপী, সংজ্ঞাময় হইলেও তোমার সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পর্য্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্‌ঠপাদ, আত্মাকে অরূপী, সংজ্ঞাময় রূপে গ্রহণ করিলেও পুরুষের কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, কোন কোন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। পোট্‌ঠপাদ, ইহা দ্বারাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।

২৪। 'ভন্তে, সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা অথবা সংজ্ঞা এবং আত্মা পরস্পর বিভিন্ন ইহা কি আমি জানিতে পারি?'

'পোট্‌ঠপাদ, তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষাগ্রহণকারী; এই জন্য এই বিষয় জানিতে পারা তোমার পক্ষে কঠিন।'

২৫। 'ভন্তে, যদি আমার পক্ষে তাহা জানিতে পারা কঠিন হয়, তাহা হইলে, ভন্তে, জগত কি শাশ্বত? ইহাই কি একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্ঠপাদ, "জগত শাশ্বত, ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক", এই বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জগত অ-শাশ্বত? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।

'ভন্তে, তবে কি জগত সসীম? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্ঠপাদ, এ বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জগত অসীম? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

২৬। ভন্তে, জীব এবং শরীর কি একই? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জীব হইতে শরীর ভিন্ন? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

২৭। 'ভন্তে, মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় কি? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে মরণের পর কি তথাগতের পুনরাবির্ভাব হয় না? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম একাধারে

হয় এবং হয় না? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্‌ঠপাদ, এ বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না, এবং উহা যে হয় না তাহাও নহে ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্‌ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

২৮। 'কেন ভগবান ঐ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই ?'

'পোট্‌ঠপাদ, এই প্রশ্ন অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম্ম-সংহিত নহে, সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল নহে; নির্বেদ, বিরাগ, বিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল নহে। এই কারণে আমি ঐ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

২৯। 'ভন্তে, ভগবান কোন্ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন ?'

'পোট্‌ঠপাদ, দুঃখ কি তাহা আমি প্রকাশ করিয়াছি, দুঃখের উৎপত্তি আমি প্রকাশ করিয়াছি, দুঃখের নিরোধ আমি প্রকাশ করিয়াছি, দুঃখ-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদ (মার্গ) আমি প্রকাশ করিয়াছি।'

৩০। 'কি হেতু ভগবান ঐ সকল প্রকাশ করিয়াছেন ?'

'পোট্‌ঠপাদ, যেহেতু ইহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম্ম-সংহিত; সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল; নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল। এই হেতু আমি উহা ব্যক্ত করিয়াছি।'

'হে ভগবান, সত্য। হে সুগত, সত্য। এক্ষণে ভগবান যথেচ্ছা করিতে পারেন।'

অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩১। তদনন্তর, ভগবান প্রস্থান করিবা মাত্র উপস্থিত পরিব্রাজকগণ দিক হইতে বিদ্রূপ বাক্য দ্বারা পোট্‌ঠপাদকে জর্জরিত করিলেন:

'এই প্রকারে পোট্ঠপাদ শ্রমণ গৌতম যাহা কহিতেছেন তাহারই অনুমোদন করিতেছেন এবং কহিতেছেন "হে ভগবান, সত্য। হে সুগত, সত্য।" আমরা কিন্তু উপরিউক্ত দশবিধ প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রমণ গৌতমের কোন স্পষ্ট ধর্ম্মদেশনা অবগত নহি।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ ঐ সকল পরিব্রাজককে কহিলেন: 'আমিও ঐ সকল বিষয়ে শ্রমণ গৌতম কর্ত্তৃক ভাষিত কোন সুস্পষ্ট দেশনা অবগত নহি। কিন্তু শ্রবণ গৌতম যে মার্গ ভূত, তথ্য, সত্য, ধর্ম্মস্থিত, ধর্ম্মনিয়ামক, সেই মার্গের ঘোষণা করেন। শ্রমণ গৌতম ঘোষিত মার্গ ভূত, তথ্য, সত্য, ধর্ম্মস্থিত, ধর্ম্মনিয়ামক জানিয়াও সেই সুভাসিত বাক্যের অভিনন্দন করিব না?'

৩২। দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে হস্তী-আচার্য্য পুত্র চিত্ত এবং পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তথায় চিত্ত ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন, পোট্ঠপাদ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ সূচক বাক্যের বিনিময়ান্তে একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পোট্ঠপাদ, পরিব্রাজকগণ তাঁহাকে কিরূপ বিদ্রুপবাণে জর্জরিত করিয়াছেন এবং তিনি কিরূপ উত্তর দিয়াছেন তৎসমুদয় ভগবানের নিকট বিবৃত করিলেন।

৩৩। 'পোট্ঠপাদ, ঐ সকল পরিব্রাজক অন্ধ, চক্ষুহীন, উহাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই চক্ষুষ্মান। পোট্ঠপাদ, কোন কোন বিষয় নিশ্চিত আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি, কোন কোন বিষয় অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি। আমি যাহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি তাহা কি? "জগত শাশ্বত," "জগত অশাশ্বত" "জগত সান্ত", "জগত অনন্ত", "যে জীব সে-ই শরীর", "জীব এক, শরীর অন্য", "মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয়," "মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না," "মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম

একাধারে হয় এবং হয় না, মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না, এবং উহা যে হয় না তাহাও নহে;" পোট্ঠপাদ, আমি যাহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি তাহা এই সকল।

'পোট্ঠপাদ, কি কারণে আমি ঐ সকল অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি? পোট্ঠপাদ, যেহেতু উহা অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম্ম-সংহিত নহে, সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল নহে; নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল নহে। এই কারণে আমি উহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি।

'পোট্ঠপাদ, যে সকল বিষয় নিশ্চিত, আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি, ঐ সকল কি? "ইহা দুঃখ," "ইহা দুঃখের উৎপত্তি," "ইহা দুঃখের নিরোধ," "ইহা দুঃখনিরোধ-গামিনী মার্গ"; পোট্ঠপাদ, এই সকল বিষয় নিশ্চিত, আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি।

'পোট্ঠপাদ, কি কারণে আমি ঐ সকল নিশ্চিত এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি? যেহেতু উহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম্ম-সংহিত, সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল। এই কারণে উহা নিশ্চিত আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি।

৩৪। 'পোট্ঠপাদ, কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন: "মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং অরোগ হইয়া থাকে।" আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া কহি "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি সত্যই এইরূপ মতাবলম্বী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন: "মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং অরোগ হইয়া থাকে"? উত্তরে তাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ কহি: "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখসম্পন্ন লোক জানিয়া ও দেখিয়া

বিহার করেন ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা 'না' এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একরাত্রি অথবা একদিবস, কিম্বা অর্দ্ধ রাত্রি অথবা অর্দ্ধ দিবসের জন্যও আপনাদিগকে একান্ত সুখী অনুভব করিয়াছেন ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা "না" কহিয়া কহিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি এমন কোন মার্গ, কোন প্রতিপদ জানেন যাহা দ্বারা একান্ত সুখময় জগতের সাক্ষাৎকার হয় ?" তাঁহারা "না" এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখময় জগতে পুনরুৎপন্ন দেবতা দিগকে কহিতে শুনিয়াছেন : 'মারিষ, একান্তসুখময় লোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুপ্রতিপন্ন হউন। আমরা ঐ রূপেই একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়াছি' ?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা "না" কহিয়া থাকেন। পোট্‌ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কর ? এরূপ হইলে ঐ সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে ?"

৩৫। 'যেরূপ কোন পুরুষ কহিল : "আমি এই জনপদের জনপদ-কল্যাণীকে অভিলাষ করি, কামনা করি।" জনগণ তাহাকে কহিল : হে পুরুষ, যে জনপদ-কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর, সেই জনপদ-কল্যাণী ক্ষত্রিয়া, কিম্বা ব্রাহ্মণী, কিম্বা বৈশ্যা, কিম্বা শূদ্রাণী, তাহা কি তুমি জান ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটী কহিল "না"।

'জনগণ তাহাকে কহিল : "হে পুরুষ, যে জনপদ-কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর, সেই জনপদ-কল্যাণী এই নাম অথবা এই গোত্রবিশিষ্ট, দীর্ঘ, হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা, অথবা মদ্‌গুর বর্ণা, অমুক গ্রাম নিগম অথবা নগর বাসিনী, তাহা কি তুমি জান ?

'এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটী কহিল : "না।"

'জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ; যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর?"

'পুরুষটী কহিল "হাঁ।"

'পোট্‌ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে?"

অবশ্যই, ভন্তে, এরূপ হইলে সেইপুরুষের বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৬। 'পোট্‌ঠপাদ, এইরূপই যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ' কহিয়া থাকেন: "মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং অরোগ হইয়া থাকে," আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি: "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি সত্যই ঐরূপ মত পোষণ করেন?" উত্তরে তাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাহাদিগকে কহি: "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখময় লোক জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন?" উত্তরে তাঁহারা "না" কহিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি............নহে? [পদচ্ছেদ সংখ্যা-৩৪ দ্রষ্টব্য]

'অবশ্যই, ভন্তে, এরূপ হইলে ঐ সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য ভিত্তি হীন।'

৩৭। 'পোট্‌ঠপাদ, কোন পুরুষ প্রাসাদে আরোহাণার্থ চতুর্ম্মহাপথে সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করিল। জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ, যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্ম্মাণ করিতেছে, উহা পশ্চিম দিকে কিম্বা পূর্ব্বদিকে কিম্বা উত্তর দিকে কিম্বা দক্ষিণ দিকে, উহা উচ্চ, নীচ কিম্বা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল "না"। জনগণ তাহাকে কহিল, "হে পুরুষ, যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই, সেই প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্ম্মাণ করিতেছে?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল "হাঁ"। পোট্‌ঠপাদ

তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে?'

'অবশ্যই, ভন্তে, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৮। 'এইরূপেই পোট্‌ঠপাদ, যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন "মরণান্তে আত্মা একান্ত সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়" আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি: "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি সত্যই ঐরূপ কহিয়া থাকেন?" তাঁহারা উত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি উহাদিগকে কহি: "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখময় লোক জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন "না।" আমি তাহাদিগকে কহি:..... ভিত্তিহীন নহে? (পদচ্ছেদ সংখ্যা ৩৪ দ্রষ্টব্য)।

'অবশ্যই, ভন্তে, এরূপ হইলে ঐসকল শ্রমণ ব্রাহ্মণের বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৯। 'পোট্‌ঠপাদ, শরীর গ্রহণ ত্রিবিধ:—স্থূল শরীর গ্রহণ, মনোময় শরীর গ্রহণ এবং অরূপ শরীর গ্রহণ। পোট্‌ঠপাদ স্থূল শরীর কি? উহা রূপী, চাতুর্মহাভূতিক, কবলিঙ্কার আহার ভোজী। মনোময় শরীর কি? উহা রূপী, মনোময়, সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন। অরূপ শরীর কি? উহা অরূপ, সংজ্ঞাময়।

৪০। 'পোট্‌ঠপাদ, স্থূল শরীর পরিগ্রহণের নিবারণার্থ আমি উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগের সংক্লেশিক ধর্ম্মসমূহ দূরীভূত হইবে, শোধক ধর্ম্মসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, এই জন্মেই তোমরা প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া বিহার করিবে। পোট্‌ঠপাদ, হয়ত তোমার মনে হইবে: "সংক্লেশিক ধর্ম্ম দূরীভূত হইবে, শোধক ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইবে, এই জন্মেই প্রজ্ঞার

পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া বিহার সম্ভব হইবে ; কিন্তু ঐ প্রকার অবস্থান দুঃখ।” পোট্‌ঠপাদ, সেরূপ মনে করিও না। ঐ অবস্থায় উপনীত হইলে প্রামোদ্য, প্রীতি, শান্তি, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান এবং সুখবিহার লাভ হইবে।

৪১। পোট্‌ঠপাদ, মনোময় শরীর পরিগ্রহণের নিবারণার্থও আমি উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগের ····· সুখবিহার লাভ হইবে। [৪০ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

৪২। ‘পোট্‌ঠপাদ অরূপ শরীর গ্রহণের নিবারণার্থও আমি উপদেশ দান করিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগের······সুখবিহার লাভ হইবে।

৪৩। ‘পোট্‌ঠপাদ অপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে : “যে স্থূল শরীর পরিগ্রহের নিবারণার্থ আপনি ধর্ম্মোপদেশ দান করেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংক্লেশিক ধর্ম্মসমূহ দূরীভূত হয়, শোধক ধর্ম্মসমূহ পরিবর্দ্ধিত হয়, এই জন্মেই প্রজ্ঞার পূর্ণতা ও বিপুলতা স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া বিহার সম্ভব হয়, হে আবুস! ঐ স্থূল শরীর কি?” এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব : “এই শরীরই সেই স্থূল শরীর যাহার পরিগ্রহের নিবারণার্থ আমি উপদেশ দান করি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংক্লেশিক ধর্ম্মসমূহ দূরীভূত হয়······সম্ভব হয়।”

৪২। ‘পোট্‌ঠপাদ, অপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে : “যে মনোময় শরীরের নিবারণার্থ আপনি উপদেশ দান করেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে······সম্ভব হয়, হে আবুস! ঐ মনোময় শরীর কি?” এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব : “ইহাই সেই মনোময় শরীর যাহার নিবারণার্থ আমি উপদেশ দান করি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ······সম্ভব হয়।”

৪৫। পোট্ঠপাদ অপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে: "যে অরূপ শরীরের নিবারণার্থ আপনি উপদেশ দান করেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে··· সম্ভব হয়, হে আবুস! ঐ অরূপ শরীর কি?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব: "ইহাই সেই অরূপ শরীর যাহার নিবারণার্থ আমি উপদেশ দান করি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে······ সম্ভব হয়।"

'পোট্ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে কথিত বাক্য কি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে?'

'অবশ্যই, ভন্তে, ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত।

৪৬। 'পোট্ঠপাদ, কোন পুরুষ প্রাসাদে আরোহণার্থ উহার নিম্ন-দেশে সোপান নির্ম্মাণ করিল। জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ, যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্ম্মাণ করিতেছ, ঐ প্রাসাদ পূর্ব্বে অথবা দক্ষিণে অথবা পশ্চিমে অথবা উত্তরে, উচ্চ উচ্চ বা নীচ বা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি?" সে উত্তর করিল: "ইহাই সেই প্রাসাদ যাহাতে আরোহণার্থ উহার নিম্নে আমি সোপান নির্ম্মাণ করিতেছি।" পোট্ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে?

'অবশ্যই ভন্তে, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য সুপ্রতিষ্ঠিত।'

৪৭। 'এই রূপেই, পোট্ঠপাদ, অপরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে: "যে স্থূল············ সম্ভব হয়।" (৪৩—৪৫ সং পদচ্ছেদ পুনরাবৃত্ত হইয়াছে)।

'পোট্ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে কথিত বাক্য কি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে?'

অবশ্যই, ভন্তে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত।'

৪৮। এইরূপ কথিত হইলে হস্তী-আচার্য্য পুত্র চিত্ত ভগবানকে কহিলেন :

'ভন্তে, যখন স্থূল শরীর পরিগ্রহ হয়, তখন মনোময় শরীর পরিগ্রহ এবং অরূপ শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয়। তখন স্থূল শরীর পরিগ্রহই পুরুষের পক্ষে সত্য হয়। যখন মনোময় শরীর পরিগ্রহ হয়, তখন স্থূল শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয়, অরূপ শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয়। মনোময় শরীর পরিগ্রহই তখন পুরুষের পক্ষে সত্য হয়। যখন অরূপ শরীর-পরিগ্রহ হয়, তখন স্থূল শরীর-পরিগ্রহ মিথ্যা হয়, মানোময় শরীর-পরিগ্রহ মিথ্যা হয়। তখন অরূপ শরীর পরিগ্রহই পুরুষের পক্ষে সত্য হয়।'

৪৯। 'চিত্ত, যে সময় স্থূল শরীর-পরিগ্রহ হয়, এই সময় উহা মনোময় শরীর-পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয় না, অরূপ শরীর-পরিগ্রহের স্তর-ভুক্ত হয় না। উহা তখন স্থূল শরীর-পরিগ্রহ রূপেই জ্ঞাত হয়। যে সময় মনোময় শরীর-পরিগ্রহ হয়, ঐ সময় উহা স্থূল শরীর পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয় না, অরূপ শরীর-পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয় না। উহা তখন মনোময় শরীর পরিগ্রহ রূপেই জ্ঞাত হয়। যে সময় অরূপ শরীর পরিগ্রহ হয়, ঐ সময় উহা স্থূল শরীর-পরিগ্রহের স্তর-ভুক্ত হয় না, মনোময় শরীরের স্তর-ভুক্ত হয় না। উহা তখন অরূপ শরীর-পরিগ্রহ রূপেই জ্ঞাত হয়। চিত্ত, যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে : "তুমি অতীতে ছিলে কি না? ভবিষ্যতে তুমি হইবে কি না? তুমি এখন আছ কি না?", চিত্ত, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তুমি কি উত্তর দিবে?'

'ভন্তে, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি এইরূপ কহিব: "আমি অতীতে ছিলাম, আমি যে ছিলাম না তাহা নহে : আমি ভবিষ্যতে হইব, আমি যে হইব না তাহা নহে; এক্ষণে আমি আছি, আমি যে নাই তাহা নহে।"

৫০। 'চিত্ত, যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে: "তোমার যে অতীতের শরীর গ্রহণ, তাহাই কি সত্য? ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান শরীর গ্রহণ মিথ্যা? তোমার যে ভবিষ্যত শরীর পরিগ্রহ, তাহাই কি সত্য? অতীত এবং বর্ত্তমান শরীর গ্রহণ মিথ্যা? তোমার যে এই ক্ষণকার বর্ত্তমান শরীর পরিগ্রহ, তাহাই কি সত্য? অতীত এবং ভবিষ্যত শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা?", চিত্ত, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তুমি কি উত্তর দিবে?'

'ভন্তে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব, "আমার যে অতীতের শরীর পরিগ্রহ, তাহা, যে সময় আমি ছিলাম, ঐ সময় সত্য ছিল, ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা ছিল। আমার যে ভবিষ্যত শরীর পরিগ্রহ, তাহা, যে সময় আমি হইব, ঐ সময় সত্য হইবে, অতীত এবং বর্ত্তমান শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হইবে। আমার যে এইক্ষণকার বর্ত্তমান শরীর পরিগ্রহ, উহাই এক্ষণে সত্য। অতীত ও ভবিষ্যত শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা।" আমি এই রূপেই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিব।'

৫১। 'এইরূপেই, চিত্ত, যখন উক্ত ত্রিবিধ শরীর পরিগ্রহের কোন একটী চলিতেছে, তখন উহা অপর দুইটীর কোনটিরই স্তরভুক্ত হয় না।

৫২। 'চিত্ত, যেরূপ গাভী হইতে দুধ, দুধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃত-মণ্ড; যে সময় দুগ্ধ থাকে, ঐ সময় উহা দধিও নহে, নবনীতও নহে, ঘৃতও নহে, ঘৃত-মণ্ডও নহে, ঐ সময় দুগ্ধই উহার সংজ্ঞা। যে সময় দধি হয়.........নবনীত হয়......... ঘৃত হয়.........ঘৃত-মণ্ড হয় তখন উহা দুগ্ধ পদবাচ্য নহে, দধি পদবাচ্য নহে, নবনীত পদবাচ্য নহে, ঘৃত পদবাচ্য নহে, তখন ঘৃত-মণ্ডই উহার সংজ্ঞা।

৫৩। 'এইরূপেই, চিত্ত, যখন উক্ত ত্রিবিধ শরীর পরিগ্রহের কোন

একটী চলিতেছে, তখন উহা অপর দুইটীব কোনটীরই সংজ্ঞাভুক্ত হয় না। চিত্ত, এই সকল লৌকিক সংজ্ঞা, লৌকিক নিরুক্তি, লৌকিক ব্যবহার, লৌকিক প্রজ্ঞপ্তি। তথাগত নিলিপ্ত হইয়া উহাদের ব্যবহার করেন।'

৫৪। এইরূপ উক্ত হইলে পোট্‌ঠপাদ পরিব্রাজক ভগবানকে কহিলেন :

'ভন্তে, অতি উত্তম, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেই রূপই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণ লইতেছি। ধর্ম্মের ও ভিক্ষু সঙ্ঘের শরণ লইতেছি অদ্য হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।'

৫৫। কিন্তু হস্তী-আচার্য্য-পুত্র চিত্ত ভগবানকে কহিলেন :

'ভন্তে অতি উত্তম·········শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার বাসনা করি।'

৫৬। হস্তী-আচার্য্য পুত্র চিত্ত ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। অতঃপর নবদীক্ষিত আয়ুষ্মান হস্তী আচার্য্য-পুত্র চিত্ত নির্জ্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়সংকল্প হইযা অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করিলেন: 'জন্মের ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই জীবনে করণীয় আর কিছুই নাই,' ইহা জ্ঞাত হইয়া আয়ুষ্মান চিত্ত অরহত দিগের অন্যতম হইলেন।

পোট্‌ঠপাদ সূত্র সমাপ্ত।

শুভ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্রে এবং শ্রামণ্য ফল সূত্রে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। পার্থক্য এই মাত্র যে, শ্রামণ্য ফল সূত্রে উক্ত শ্রামণ্যের ফলরূপ মানসিক অবস্থাগুলি বর্ত্তমান সূত্রে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ এবং প্রজ্ঞাস্কন্ধ কথিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সূত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত চারি ধ্যান (প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান) সমাধির অন্তর্গত। কিন্তু ঐ চারি ধ্যান ব্যতীত অপরাপর গুণও সমাধির অন্তর্গত, যথা—

ইন্দ্রিয় দ্বার সমূহের রক্ষণ;

স্মৃতি ও ধৃতি;

চিত্তের পঞ্চ নীবরণের পরিহার।

ধ্যান ও সমাধির মধ্যে যে সম্বন্ধ, প্রধানতঃ তাহাই প্রদর্শনের জন্য বর্ত্তমান সূত্র একটী পৃথক সূত্ররূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

১০। শুভ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। ভগবানের পরিনির্ব্বাণের অল্পকাল পরে কোন সময় আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তি স্থিত অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় তোদেয়্য[১]-পুত্র তরুণ শুভ কর্ম্মবশতঃ শ্রাবস্তিতে বাস করিতেছিলেন।

১ তুদি নামক স্থানের অধিবাসী। ঐ স্থান শ্রাবস্তির নিকটে স্থিত। উহা এক্ষণে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত।

২। তরুণ শুভ অপর এক যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: 'এস, যুবক, শ্রমণ আনন্দের নিকট গমন করিয়া আমার নামে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিও এবং কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে আসিবার জন্য তাঁহাকে কহিও।'

৩। যুবক উত্তরে 'উত্তম' কহিয়া আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক প্রীত্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া যুবক আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন:

'তোদেয়া-পুত্র তরুণ শুভ পূজ্য আনন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে আগমনের জন্য আনন্দকে অনুরোধ করিয়াছেন।'

৪। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ সেই যুবককে কহিলেন:

'হে যুবক, এখন সময় নয়, আজ আমি ঔষধ সেবন করিয়াছি। অবস্থা এবং অবসর বুঝিয়া আগামী কল্য আমার যাওয়া সম্ভব হইতে পারে।'

তদনন্তর সেই যুবক আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক শুভের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন। তিনি আরও কহিলেন যে আনন্দ যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাই পর্য্যাপ্ত, কারণ তিনি আগামী দিবসে আসিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৫। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ সেই রাত্রির অবসানে প্রাতঃকালীন বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক চেতিয় দেশাগত জনৈক ভিক্ষুকে পশ্চাৎ-শ্রমণ রূপে সমভিব্যাহারে লইয়া শুভের আবাসে গমন করিলেন ও তথায় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। শুভ তাঁহার সমীপে আগত হইয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে এক প্রান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন:

'আনন্দ, আপনি দীর্ঘকাল গৌতমের সেবা করিয়াছেন, অনুক্ষণ তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়াছেন, সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গ অনুসরণ করিয়াছেন। ভগবান গৌতম যে ধর্ম্মের প্রশংসা করিতেন, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট

শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা

করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন, পূজ্য আনন্দ সেই ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন। আনন্দ, ঐ ধর্ম্ম কি ?'

৬। 'হে যুবক, ভগবান তিন ধর্ম্মস্কন্ধের প্রশংসা করিতেন, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ঐ তিন স্কন্ধ কি কি ? আর্য্য শীলস্কন্ধ, আর্য্য সমাধি স্কন্ধ, আর্য্য প্রজ্ঞা স্কন্ধ। হে যুবক, ভগবান এই তিন স্কন্ধের প্রশংসাবাদী ছিলেন, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে.........প্রতিষ্ঠিত করিতেন।'

'আনন্দ, পূজ্য গৌতম প্রশংসিত ঐ আর্য্য শীলস্কন্ধ কি ?

৭। 'হে যুবক, মনে কর জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ.........হে যুবক, ভিক্ষু এই রূপেই শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৪০—৬৩ দ্রষ্টব্য]

৩০। 'হে যুবক, ইহাই ভগবান প্রশংসিত আর্য্য শীলস্কন্ধ, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু ইহার পরও করণীয় আছে।'

'হে আনন্দ, আশ্চর্য্য! হে আনন্দ, অদ্ভুত! হে আনন্দ, এই

আর্য্য শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ, অপরিপূর্ণ নহে ; এরূপ পরিপূর্ণ শীলস্কন্ধ আমি এই ধর্ম্মের বাহিরে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখি না। হে আনন্দ, এইরূপ পরিপূর্ণ আর্য্য শীলস্কন্ধ যদি এই ধর্ম্মের বাহিরে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আপনার মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা উহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন : "ইহাই পর্য্যাপ্ত, যাহা সম্পাদন করিয়াছি তাহাতেই শ্রামণ্যের লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছি, অপর কিছুই করণীয় নাই ; অথচ আনন্দ কহিতেছেন : "ইহার পরও করণীয় আছে।"

শুভ সূত্রের প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

২। ১। 'হে আনন্দ, ভগবান প্রশংসিত সেই আর্য্য সমাধিস্কন্ধ কি ?—যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন ?

'হে যুবক, ভিক্ষু কি প্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন ?......তাঁহার দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৬৪—৭৬ দ্রষ্টব্য]

১৩। 'হে যুবক, ভিক্ষু যখন কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন, তখন তিনি এই দেহকে বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না। ইহাই সমাধিস্কন্ধ।

১৪। 'পুনশ্চ, যুবক, ভিক্ষু বিতর্ক বিচারের......অব্যাপ্ত থাকে না।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৭—৭৮]......ইহাও সমাধিস্কন্ধ]

১৬। 'পুনশ্চ, যুবক, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষা সম্পন্ন……অব্যাপ্ত থাকে না।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৯—৮২]………ইহাও সমাধিস্কন্ধ।

১৯। 'হে যুবক, ইহাই সেই আর্য্য সমাধিস্কন্ধ যাহা ভগবান কর্ত্তৃক প্রশংসিত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু ইহার পরও করণীয় আছে।

'হে আনন্দ, আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! ঐ আর্য্য শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ…… ইহার পরও করণীয় আছে।'

২০। পরন্তু, হে আনন্দ, সেই আর্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ কি যাহা ভগবান কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন?'

'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত……প্রতিবদ্ধ।

[শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩, ৮৪]

২২। 'হে যুবক, ভিক্ষু যখন চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, অনেজ অবস্থায় জ্ঞানদর্শনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন, তখন তিনি এই জ্ঞান লাভ করেন: "আমার এই কায়……… প্রতিবদ্ধ।"

[শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩ দ্রষ্টব্য] ইহাই প্রজ্ঞা।

২৩। 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত………সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত কায় নির্ম্মাণ করেন। [শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৮৫ দ্রষ্টব্য] ইহাও

২৫। 'চিত্তের সেই সমাহিত·········পুনর্জন্ম আর নাই, ইহা তিনি জানিতে পারেন।

[শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৭—৯৮] ইহাও প্রজ্ঞা।

৩৭। 'হে যুবক, ইহাই সেই আর্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ, যাহা ভগবান কর্ত্তৃক প্রশংসিত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ইহার পর করণীয় আর কিছুই নাই।'

'হে আনন্দ, আশ্চর্য্য! হে আনন্দ, অদ্ভুত! হে আনন্দ, এই আর্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিপূর্ণ, অপরিপূর্ণ নহে, হে আনন্দ, এইরূপ পরিপূর্ণ আর্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ আমি এই ধর্ম্মের বাহিরে অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখি না। ইহার পর করণীয় আর কিছুই নাই। হে আনন্দ, উত্তম! উত্তম! যেরূপ উৎপাটিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সে রূপই পূজ্য আনন্দ অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। হে আনন্দ, আমি ভগবান গৌতমের শরণ লইতেছি, ধর্ম্মের শরণ লইতেছি, ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। অদ্য হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত পূজ্য আনন্দ আমাকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।'

শুভ সূত্র সমাপ্ত

কেবদ্ধ সুত্রের পূর্ব্বাভাষ।

এই সুত্রে অলৌকিক ঘটনার উৎপাদন শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বুদ্ধকে অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হইলে বুদ্ধ উত্তর করিলেন যে, ঐ সকল শক্তির কোন মূল্য নাই। গান্ধারী, মণিক ইত্যাদি বিদ্যার দ্বারা যে কোন পুরুষের পক্ষে ঐ সকল শক্তি লাভ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যে শিক্ষা দ্বারা পুরুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর মার্গে গমন করিয়া অর্হতে পরিণত হয়, ঐ শিক্ষা অপেক্ষা বৃহত্তর বিস্ময় আর নাই।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ একটি আখ্যান বিবৃত করিলেন। একজন ভিক্ষু ঋদ্ধি বলে স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে গমন পূর্ব্বক বিভিন্ন দেবগণকে প্রশ্ন করিলেন :—

চারি মহাভূত—পৃথিবীধাতু, অপধাতু, তেজধাতু,
বায়ুধাতু কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় ?

দেবতাগণের কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। মহাব্রহ্মা সর্ব্বশেষে ভিক্ষুকে কহিলেন যে, একমাত্র বুদ্ধই তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। ভিক্ষু তখন বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ ঐ প্রশ্নের মীমাংসা কালে প্রথমে কহিলেন যে, প্রশ্নটী এইরূপ ভাবে করা উচিত :—

চারি মহাভূত কোথায় স্থিত হয় না ?
নাম ও রূপ কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় ?

উত্তর হইল :—

যে বিজ্ঞান অনিদর্শন, অনন্ত, অপধাতু, পৃথিবীধাতু, তেজ
ও বায়ু ধাতু তাহাতে স্থিত হয় না।

এই স্থানেই নাম ও রূপ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বিজ্ঞানের
নিরোধে ইহারাও বিলুপ্ত হয়।

অরহতের বিজ্ঞানই ঐ বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের নিরোধের সহিত চারি মহাভূত সহ পুরুষেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

"বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে সত্যই কহিতেছি—নশ্বর, চারি হস্ত পরিমিত কিন্তু আত্মবোধী ও মনঃ সংযুক্ত এই যে দেহ ইহারই মধ্যে জগত স্থিত, ইহারই মধ্যে উহার বৃদ্ধি ও ক্ষয় এবং ইহাতেই উহার বিলুপ্তি।" (অঙ্গুত্তর নিকায়) উপর্যুক্ত আখ্যানের মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ দেবতাগণের উপর নির্ভর করা ভ্রম, দ্বিতীয়তঃ ঋদ্ধিবল অকিঞ্চিৎকর।

১১। কেবদ্ধ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান নালন্দায় পাবারিকের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় গৃহপতি পুত্র কেবদ্ধ ভগবানের সমীপে উপগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে কেবদ্ধ ভগবানকে কহিলেন:

'ভন্তে, এই নালন্দা সমৃদ্ধি শালী, ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং ভগবানে অনুরক্ত জনবহুল। ভগবান কৃপা পূর্ব্বক অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শনের জন্য কোন ভিক্ষুকে আদেশ করুন। এইরূপ করিলে নালন্দা অধিকতর রূপে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইবে।'

এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান গৃহপতি পুত্র কেবদ্ধকে কহিলেন: 'কেবদ্ধ আমি ভিক্ষুদিগকে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিই না—"ভিক্ষুগণ, তোমরা শুভ্র বসন পরিহিত গৃহীদিগের নিকট ঋদ্ধি প্রদর্শন কর।" '

২। দ্বিতীয়বার কেবদ্ধ ভগবানকে কহিলেন:

'ভগবানের বিরক্তির উৎপাদন আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু আমি কহিতেছি: "এই নালন্দা সমৃদ্ধিশালী·········অনুরক্ত হইবে।" '

দ্বিতীয়বারও ভগবান কেবদ্ধকে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দিলেন।

৩। তৃতীয়বার কেবদ্ধ ভগবানকে পূর্ব্বের ন্যায় অনুরোধ করিলেন।

'কেবদ্ধ, ত্রিবিদ্ধ প্রাতিহার্য্য আছে যাহা স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া আমি প্রকাশ করিয়াছি। ঐ তিন প্রাতিহার্য্য কি কি? ঋদ্ধি প্রাতিহার্য্য, আদেশনা প্রাতিহার্য্য, অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য।

৪। 'কেবদ্ধ, ঋদ্ধি-প্রাতিহার্য্য কি? ভিক্ষু অনেকবিধ ঋদ্ধি সম্পন্ন হন,—এক হইয়াও বহুতে পরিণত হন, বহু হইয়াও একে পরিণত হন। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্ব্বতের অপর পারে অবাধে গমন করেন; জলে উন্মজ্জন নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মজ্জন নিমজ্জন করেন; ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না করিয়া জলের উপর গমন করেন, পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করেন; মহা পরাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দ্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। কোন শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ভিক্ষুকে ঐ সকল ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে দেখিলেন।

৫। 'সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ঘটনাটী কোন এক শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন: "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, শ্রমণের এই মহাঋদ্ধি, মহাবল! আমি সত্যই সেই ভিক্ষুকে বহুবিধ ঋদ্ধি সম্পাদন করিতে দেখিলাম—যথা এক হইয়াও বহুতে পরিণত হওয়া, ...সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন।" শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটী তাঁহাকে কহিল: "গান্ধারী নামে এক বিদ্যা আছে। উহারই সাহায্যে ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধি সম্পাদন করেন। এক হইয়াও বহুতে পরিণত হন ....সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন।" কেবদ্ধ, তুমি কিরূপ

মনে কর? সেই শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটী শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি এইরূপ কহিতে পারে না?

'ভন্তে, তাহা সম্ভব।'

'কেবদ্ধ, ঋদ্ধি-প্রাতিহার্য্যের এই দোষ দেখিয়া আমি উহাতে বিরক্ত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বস্তু।

৬। 'কেবদ্ধ, আদেশনা প্রাতিহার্য্য কি? ভিক্ষু সত্ত্বগণের, মনুষ্য-গণের, চিত্ত, চেতসিক, বিতর্ক এবং বিচার উদ্ঘাটন করেন: "এইরূপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন লগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার।" কোন শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ভিক্ষুকে ঐ ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে দেখিলেন।

৭। 'সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ঘটনাটী কোন এক শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন: "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, শ্রমণের এই মহাঋদ্ধি, মহাবল! আমি সত্যই সেই ভিক্ষুকে সত্ত্বগণের, মনুষ্য-গণের চিত্ত, চেতসিক, বিতর্ক এবং বিচার উদ্ঘাটন করিতে দেখিলাম— "এইরূপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে বিষয়ে তোমার মন লগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার।" শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটী তাঁহাকে কহিল: "মণিক নামে এক বিদ্যা আছে। উহারই সাহায্যে ভিক্ষু সত্ত্বগণের, মনুষ্যগণের চিত্ত, চেতসিক..............এইরূপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন লগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার।" কেবদ্ধ, তুমি কিরূপ মনে কর? সেই শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তিটী শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি এইরূপ কহিতে পারে না?

'ভন্তে, তাহা সম্ভব।'

'কেবদ্ধ, আদেশনা প্রাতিহার্য্যের এই দোষ দেখিয়া আমি উহাতে বিরক্ত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বস্তু।

৮। ‘কেবদ্ধ, অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কি? ভিক্ষু এইরূপ অনুশাসন করেন: “এইরূপ বিতর্ক করিবে, এইরূপ বিতর্ক করিবে না; এইরূপ মনস্কার করিবে, এরূপ মনস্কার করিবে না; ইহার পরিহার করিবে, ইহা স্বীকার করিবে।” কেবদ্ধ, ইহাই অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য।

৯। ‘পুনশ্চ, কেবদ্ধ, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ............ইত্যাদি............[শ্রামণ্য ফল সূত্র, পদচ্ছেদ সংখ্যা ৪০—৭৪ দ্রষ্টব্য]।

৪৪। ‘আপনাতে এই পঞ্চ নীবরণ প্রহীন দেখিয়া.........অব্যাপ্ত থাকে না। [শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৫]।

৪৫। ‘কেবদ্ধ, যেরূপ কোন দক্ষ স্নাপক............অব্যাপ্ত থাকে না। [শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৬] কেবদ্ধ, ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয়।

৫০।‘............চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন............। [শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮১—৮২] কেবদ্ধ, ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয়।

৫২। ‘এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ.........চিত্তকে নমিত করেন.........[শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্য ৮৩] কেবদ্ধ, ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয়।

৫৩। ‘............পুনর্জন্ম আর নাই, ইহা তিনি জানিতে পারেন। [শ্রামণ্য ফলসূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৯৭] ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয়।

৬৭। ‘কেবদ্ধ, এই তিন প্রাতিহার্য্য আমি স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। কেবদ্ধ, পূর্ব্বে এই ভিক্ষু সঙ্ঘেই জনৈক ভিক্ষুর চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইয়াছিল: “চারি মহাভূত—

পৃথিবী ধাতু, অপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায় ধাতু—কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় ?" অনন্তর কেবদ্ধ, সেই ভিক্ষু এরূপ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন যে চিত্তের ঐ সমাহিত অবস্থায় দেবলোকে গমনের মার্গ তাঁহার নিকট প্রকট হইল।

৬৮। 'তৎপরে, কেবদ্ধ, ভিক্ষু চাতুর্ম্মহারাজিক দেবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন: "আবুস, চারি মহাভূত—পৃথিবী ধাতু, অপ ধাতু, তেজ ধাতু, বায় ধাতু—কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় ?"

'কেবদ্ধ, এইরূপ কথিত হইলে চাতুর্ম্মহারাজিক দেবগণ সেই ভিক্ষুকে কহিলেন: "হে ভিক্ষু, ঐ চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত চারি মহারাজা আছেন। তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।"

৬৯। 'তৎপরে, কেবদ্ধ, ভিক্ষু সেই চারি মহারাজার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

'কেবদ্ধ, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই চারি মহারাজা ভিক্ষুকে কহিলেন: হে ভিক্ষু, ঐ চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু, ভিক্ষু, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তাঁহারা উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।

৭০। 'অনন্তর, কেবদ্ধ, ভিক্ষু ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন:

'তাঁহারা ভিক্ষুকে কহিলেন: "হে ভিক্ষু, ঐ চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু দেবরাজ শক্র

আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি উক্ত চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিরোধের স্থান অবগত হইবেন।”

৭১। ‘কেবদ্ধ, তৎপরে ভিক্ষু দেবরাজ শক্রের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূর্ব্ববিধ প্রশ্ন করিলেন। শক্রও প্রশ্নের উত্তর দানে স্বীয় স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষুকে যাম দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭২। ‘ভিক্ষু যাম দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে সুযাম দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭৩। ‘ভিক্ষু সুযামের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলে তিনিও উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে তুষিত দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭৪। ‘তদনন্তর, কেবদ্ধ, ভিক্ষু তুষিত দেবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

দেবগণ

‘তুষিত দেবগণও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে সন্তুষিত নামক দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭৫। ‘তৎপরে, কেবদ্ধ, ভিক্ষু সন্তুসিত দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন। তিনিও স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষুকে নির্ম্মাণরতি দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭৬। ‘ভিক্ষু নির্ম্মাণরতি দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও অপর দেবগণের ন্যায় উত্তর

দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে সুনির্ম্মিত নামক দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭৭। 'তৎপরে ভিক্ষু সুনির্ম্মিত দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন। তিনিও প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭৮। 'ভিক্ষু পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী দেবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক তথায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারা উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে বশবর্ত্তী দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭৯। 'ভিক্ষু বশবর্ত্তী দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

'বশবর্ত্তী দেবপুত্রও স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া ভিক্ষুকে ব্রহ্মকায়িক দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৮০। 'অতঃপর, কেবদ্ধ, সেই ভিক্ষু এরূপ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন যে চিত্তের ঐ সমাহিত অবস্থায় ব্রহ্মলোকে গমনের মার্গ তাঁহার নিকট প্রকট হইল। তৎপরে ভিক্ষু ব্রহ্মকায়িক দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

'সেই দেবগণ প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে কহিলেন: "হে ভিক্ষু, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, যিনি বিজয়ী, অপরাজিত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্ব-শক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা—আছেন। তিনি আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হইবেন।

'"আবুস, সেই মহাব্রহ্মা এক্ষণে কোথায়?"

'"হে ভিক্ষু, সেই ব্রহ্মা যে কোথায় আছেন, কেন আছেন, কোথা

হইতে আসিয়াছেন, তাহা আমরাও অবগত নহি। কিন্তু, ভিক্ষু, যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হয়, আলোকের উদ্ভব হয়, আভার বিকাশ হয়, তখন ব্রহ্মা প্রকট হইবেন। আলোকের উদ্ভব এবং আভার বিকাশ ব্রহ্মার প্রকাশের পূর্ব্ব লক্ষণ।"

৮১। 'তদনন্তর, কেবদ্ধ, অচিরে মহাব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ভিক্ষু মহাব্রহ্মার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

'মহাব্রহ্মা ভিক্ষুকে কহিলেন: "হে ভিক্ষু, আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপরাজিত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা।"

৮২। 'ভিক্ষু উত্তর করিলেন: "আবুস, আপনি যেরূপভাবে নিজের বর্ণনা করিলেন, ঐ বর্ণনা আপনার প্রতি যথার্থই প্রযোজ্য কি না তাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়?"

'মহাব্রহ্মা পুনরায় ভিক্ষুকে পূর্ব্বেরই ন্যায় উত্তর দিলেন।

৮৩। 'তৃতীয় বার ভিক্ষু মহাব্রহ্মাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন।

'তদনন্তর মহাব্রহ্মা ভিক্ষুর বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে একপ্রান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন: "হে ভিক্ষু, ব্রহ্মকায়িক দেবগণের ধারণা যে এমন কিছুই নাই যাহা ব্রহ্মার অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত। সেই হেতু তাহাদিগের সম্মুখে আমি কিছুই কহি নাই। চারি মহাভূতের নিঃশেষ নিরোধের স্থান আমিও অবগত নহি। অতএব হে ভিক্ষু, ইহা তোমারই দোষ, তোমারই অপরাধ, যে তুমি ভগবানের নিকট না গিয়া এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপরের নিকট গমন করিয়াছ। যাও, ভগবানের নিকট গমন করিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি যেরূপ কহিবেন সেইরূপই গ্রহণ করিবে।"

৮৪। ‘তৎপরে, কেবদ্ধ, সেই ভিক্ষু বলবান পুরুষ যেরূপ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করেন, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: “ভন্তে, এই চারি মহাভূত—পৃথিবী ধাতু, অপ্ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ধাতু—কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় ?”

৮৫। ‘কেবদ্ধ, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি সেই ভিক্ষুকে কহিলাম: “হে ভিক্ষু পূর্ব্বকালে সামুদ্রিক বণিকগণ তীরদর্শী পক্ষী সঙ্গে লইয়া পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিতেন। পোত হইতে তীরভূমি অদৃশ্য হইলে তাঁহারা তীরদর্শী পক্ষী মুক্ত করিতেন। পক্ষী পূর্ব্বদিকে যাইত, পশ্চিম দিকে যাইত, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে যাইত, ঊর্দ্ধ ও অনুদিকে যাইত। যদি কোন দিকে সে তীর দর্শন করিত, সেই দিকেই যাইত। যদি তীর দর্শন না করিত, পোতে প্রত্যাগমন করিত। এইরূপেই, ভিক্ষু, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত তুমি এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আমারই সমীপে আগমন করিয়াছ। প্রশ্নটী তুমি যেরূপ ভাবে করিয়াছ সেরূপ ভাবে করিতে নাই। চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল:

“অপ ধাতু, পৃথিবী ধাতু, তেজ ও বায় ধাতু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অণু ও স্থূল, শুভ ও অশুভ কোথায় স্থিত হয় না ?

নাম ও রূপ কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় ?”

উহার উত্তর এই:

“যে বিজ্ঞান অনিদর্শন, অনন্ত, যাহা সর্ব্বদিক হইতে সুগম—অপ ধাতু,

পৃথিবী ধাতু, তেজ ও বায় ধাতু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অণু ও স্থূল, শুভ অশুভ তাহাতে স্থিত হয় না ; এই স্থানেই নাম ও রূপ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বিজ্ঞানের নিরোধে ইহারাও বিলুপ্ত হয়।”

ভগবান এইরূপ কহিলেন। গৃহপতি পুত্র কেবদ্ধ হৃষ্টমনা হইয়া কথিত বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

কেবদ্ধ সূত্র সমাপ্ত

লোহিচ্চ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ।

এই সূত্রে কে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সেই সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ লোহিচ্চ মনে করিতেন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও তাহা অপরের নিকট প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাহা নিরর্থক, যেহেতু একে অন্যের কিছুই করিতে পারে না।

বুদ্ধ লোহিচ্চকে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ত্রিবিধ নিন্দার্হ শিক্ষকের বর্ণনা করিয়া পরিশেষে জগতে অনিন্দ্য শিক্ষক কে তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। যে শিক্ষকের ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া শিক্ষার্থী জ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান লাভান্তে অবিদ্যামুক্ত হইয়া তাঁহার আর পুনর্জন্ম নাই এইরূপ অনুভূতি লাভ করেন, সেই শিক্ষকই জগতে অনিন্দ্য শিক্ষক।

১২। লোহিচ্চ সূত্র।

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময়ে ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সালবতিকায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকায়

বাস করিতেছিলেন। ঐ জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন স্থান রাজদায় ব্রহ্মদেয়রূপে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

২। ঐ সময়ে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল: "কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ একে অন্যের কি করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভধর্ম্ম কহি। একে অন্যের কি করিতে পারে?"

৩। লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ শুনিলেন: 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষুসমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত সালবতিকায় উপস্থিত হইয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: "ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত; ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট করেন; তিনি ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত; তিনি বিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অরহতের দর্শন শুভজনক।"

৪। তৎপরে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ক্ষৌরকার ভেসিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: 'মিত্র ভেসিক, এস, শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন কর এবং তথায় আমার নাম করিয়া তাঁহার কুশল ও ক্ষেম জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার অন্নগ্রহণের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিও।'

৫। ক্ষৌরকার ভেসিক 'উত্তম' কহিয়া সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভগবানের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় ভগবানকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান মৌন রহিয়া লোহিচ্চের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

লোহিচ্চের ভগবানকে নিমন্ত্রণ।

৬। তদনন্তর ক্ষৌরকার ভেসিক ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের সমীপে আগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন তাঁহার বার্ত্তা ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

৭। অনন্তর লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সেই রাত্রির অবসানে স্বকীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ক্ষৌরকার ভেষিককে কহিলেন: 'শ্রমণ গৌতমের নিকট গিয়া "অন্ন প্রস্তুত" কহিয়া তাঁহাকে ভোজনের কাল নিবেদন কর।'

ক্ষৌরকার ভেষিক সম্মতি সূচক "উত্তম" কহিয়া ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরে ভগবানকে ভোজনের কাল নিবেদন করিলেন। তৎপরে ভগবান পূর্ব্বাহ্নের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত সালবতিকায় গমন করিলেন।

৮। গমন সময়ে ক্ষৌরকার ভেসিক ভগবানের পশ্চাত অনুসরণ করিতেছিলেন। তিনি ভগবানকে কহিলেন:

'লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে: "কোন শ্রমণ বা

ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ একে অন্যের কি করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভধর্ম্ম কহি। একে অন্যের কি করিতে পারে?" ভগবান ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পাপ দৃষ্টি হইতে মুক্ত করুন।'

'হইতে পারে, ভেসিক, তাহা হইতে পারে।'

৯। তৎপরে ভগবান লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। লোহিচ্চ উত্তম উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন পূর্ব্বক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে তৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর লোহিচ্চ ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপনীত করিলে এক নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাকে কহিলেন:

লোহিচ্চকে বুদ্ধের উপদেশ দান।

'লোহিচ্চ, সত্যই কি তোমার এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে: [এই স্থলে ভেসিক কর্তৃক কথিত দৃষ্টি পুনরুক্ত হইয়াছে] ?'

'সত্য, গৌতম।'

১০। 'লোহিচ্চ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি সালবতিকার অধিবাসী নহ?'

'গৌতম, আমি তাহাই বটে।'

'লোহিচ্চ, যদি কেহ এরূপ কহে: "লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকায় প্রতিষ্ঠিত, সালবতিকায় উৎপন্ন দ্রব্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ করিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না," তাহা হইলে যে ঐরূপ কহিবে সে যাহারা তোমার পোষ্য তাহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অথবা না?

'হে গৌতম, সে অনিষ্টকারী হইবে।'

'অনিষ্টকারী হইলে সে তাহাদের হিতানুকম্পী হইবে অথবা অহিতানুকম্পী ?'

'অহিতানুকম্পী হইবে।'

'অহিতানুকম্পীর চিত্ত তাহাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে, অথবা শত্রুভাবাপন্ন ?'

'শত্রুভাবাপন্ন হইবে।'

'শত্রু ভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যা দৃষ্টির উৎপত্তি হয়, অথবা সম্যক দৃষ্টির ?'

'মিথ্যা দৃষ্টির উৎপত্তি হয়।'

১১। 'লোহিচ্চ, তুমি কিরূপ মনে কর? কাশী ও কোশল কি কোশলরাজ প্রসেনজিতের অধিকৃত নহে ?

'তাঁহারই অধিকৃত।'

'যদি কেহ এরূপ কহে: "কাশী ও কোশল কোশলরাজ প্রসেনজিতের অধিকৃত; ঐ দুই দেশের সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য প্রসেনজিৎ একাকী ভোগ করিবেন, অন্য কাহাকেও দিবেন না", তাহা হইলে যে ঐরূপ কহিবে সে যাহারা কোশল রাজের পোষ্য—তুমি এবং অপরে—তাহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অথবা না ?

'অনিষ্টকারী হইবে।'

'অনিষ্টকারী হইলে সে তাহাদের হিতানুকম্পী হইবে অথবা অহিতানুকম্পী ?'

'অহিতানুকম্পী হইবে।'

'অহিতানুকম্পীর চিত্ত তাহাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে, অথবা শত্রুভাবাপন্ন ?'

'শত্রু ভাবাপন্ন হইবে।'

'শক্রভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়, অথবা সম্যক ?'

'মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।'

'লোহিচ্চ, আমি কহি যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, দ্বিবিধ গতির—নিরয় এবং পশুযোনি—এক তাহার নিয়তি।

১২। এইরূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ কহে: "লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকায় প্রতিষ্ঠিত, সালবতিকায় উৎপন্নদ্রব্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ করিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না," তাহা হইলে যে ঐরূপ কহিবে সে যাহারা তোমার পোষ্য তাহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অনিষ্টকারী হইলে তাহাদের অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীর চিত্ত শক্রভাবাপন্ন হইবে, শক্রভাবাপন্নেব চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।'

১৩। 'এইরূপে, লোহিচ্চ. যদি কেহ এরূপ কহে: "কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ একে অন্যের কি করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধর্ম্ম কহি, একে অন্যের কি করিতে পারে?" তাহা হইলে যে ঐরূপ কহিবে সে যে সকল কুলপুত্র তথাগত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্ম বিনয় লব্ধ হইয়া স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল এবং অর্হত্ত্ব রূপ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হন,—যাঁহারা দিব্য পুনর্জন্ম লাভের জন্য অনুকুল কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অনিষ্টকারী হইলে তাঁহাদের অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীর চিত্ত শক্রভাবাপন্ন হইবে, শক্রভাবাপন্নের চিত্তে মিথ্যা দৃষ্টির উৎপত্তি হয়। লোহিচ্চ, আমি কহি

যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, নিরয় এবং পশুযোনিরূপ দ্বিবিধ গতির এক তাহার নিয়তি।

১৪। 'এইরূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এরূপ কহে: "কোশলের রাজা প্রসেনজিত কাশী ও কোশলের অধিপতি। কাশী ও কোশলের সমুদয় উৎপন্নদ্রব্য তিনিই একাকী ভোগ করিবেন, অপর কাহাকেও দিবেন না," তাহা হইলে সে যাহারা কোশল রাজ্যের পোষ্য—তুমি এবং অপরে—তাহাদের অনিষ্টকারী হইবে, অনিষ্টকারী হইলে তাহাদের অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীর চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয়।

১৫। 'এইরূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এরূপ কহে: "কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ একে অপরের কি করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধর্ম্ম কহি। একে অন্যের কি করিতে পারে?" তাহা হইলে যে এইরূপ কহিবে সে যে সকল কুলপুত্র............নিয়তি [১৩ সং পদচ্ছেদের অনুরূপ]।

ত্রিবিধ শিক্ষক।

১৬। 'লোহিচ্চ, জগতে ত্রিবিধ শিক্ষক নিন্দার পাত্র। যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে, তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য। কিরূপ কিরূপ ত্রিবিধ শিক্ষক? লোহিচ্চ, কোন শাস্তা যাহা লাভ করিবার জন্য আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন করেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভে অসমর্থ হন। ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভ না করিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন: "ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।" তাঁহার

ঐ সকল শ্রাবক শ্রবণেচ্ছু হন না, কর্ণপাত করেন না, অর্হত্ত্বলাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না, শাস্তার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। ঐ প্রকার শিক্ষক এইরূপে তিরস্কৃত হইতে পারেন: "আয়ুষ্মান যাহা লাভ করিবার জন্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন ঐ শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন: 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।' শ্রাবকগণ শ্রবণে অনিচ্ছুক, তাঁহারা কর্ণপাত করেন না অর্হত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না, শাস্তার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। আপনি যে বিরূপ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন, যে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন; সেইরূপ আমি আমি ইহাকে পাপ লোভ ধর্ম্ম কহি, কারণ একে অন্যের কি করিতে পারে?"

'লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দার্হ প্রথম শ্রেণীর শাস্তা। এবং যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে, তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

১৭। 'পুনশ্চ, লোহিচ্চ, কোন শাস্তা যাহা লাভ করিবার জন্য আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন করেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভে অসমর্থ হন। ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভ না করিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন: "ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।" তাঁহার ঐ সকল শ্রাবক শ্রবণেচ্ছু হইয়া কর্ণপাত করেন, অর্হত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন, শাস্তার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন না। ঐ প্রকার শিক্ষক এইরূপে তিরস্কৃত হইতে পারেন: "আয়ুষ্মান যাহা লাভ করিবার জন্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন ঐ শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ

দিয়াছেন: 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।' শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছু হইয়া কর্ণপাত করেন, অর্হত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন, শাস্তার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন না। আপনি নিজ ক্ষেত্র অবহেলা করিয়া অন্যের ক্ষেত্রের তৃণোৎপাটনে নিযুক্ত। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধর্ম্ম কহি, কারণ একে অন্যের কি করিতে পারে?"

'লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দার্হ দ্বিতীয় শ্রেণীর শাস্তা, এবং যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে, তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

১৮। 'পুনশ্চ, লোহিচ্চ, কোন শাস্তা যাহা লাভ করিবার জন্য আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন করেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভ করেন। উহা লাভ করিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন: "ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।" শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছু হন না, কর্ণপাত করেন না, অর্হত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না, শাস্তার শিক্ষা অবহেলা করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। ঐ শিক্ষক এইরূপে তিরস্কৃত হইতে পারেন: আয়ুষ্মান যাহা লাভ করিবার নিমিত্ত আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন করিয়াছেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। উহা লাভ করিয়া আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।' শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছু হন না, কর্ণপাত করেন না, অর্হত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না, শাস্তার শিক্ষা অবহেলা করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। আপনার কার্য্য পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইতেছে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধর্ম্ম কহি। কারণ একে অন্যের কি করিতে পারে?"

'লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দার্হ তৃতীয় শ্রেণীর শাস্তা, এবং যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

'লোহিচ্চ, ইহারাই জগতে নিন্দার্হ ত্রিবিধ শিক্ষক। যে এরূপ শাস্তাদিগের নিন্দা করে তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।'

১৯। এইরূপ উক্ত হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন: 'হে গৌতম, এমন কোন শাস্তা আছেন কি যিনি জগতে নিন্দার্হ নন?'

অনিন্দনীয় শাস্তা।

'লোহিচ্চ, এমন শাস্তা আছেন যিনি জগতে নিন্দার্হ নহেন '

'তিনি কিরূপ?'

'লোহিচ্চ, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে—যিনি অর্হং, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান ....(শ্রামণ্য ফল সূত্র দ্রষ্টব্য)।

৫৪। 'আপনাতে এই পঞ্চ নীবরণ প্রহীন দেখিয়া তিনি প্রামোদ্য লাভ করেন...........অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৭৫)।

৫৫। 'লোহিচ্চ, যেরূপ কোন দক্ষ স্নাপক...........অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৭৬)।

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্ম্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হন, সেই শিক্ষকও জগতে নিন্দার্হ হন না। যে এরূপ শাস্তার নিন্দা করে, তাহার নিন্দা অভূত, অতথ্য, অ-ধর্ম্মসঙ্গত, অবদ্য।

৫৬। 'পুনশ্চ, লোহিচ্চ, ভিক্ষু বিতর্ক বিচারের উপশমে········· দ্বিতীয় ধ্যান······তৃতীয় ধ্যান······চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্র)।

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্ম্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হন, সেই শিক্ষকও জগতে নিন্দার্হ হন না। যে এরূপ শাস্তার নিন্দা করে, তাহার নিন্দা, অভূত, অতথ্য, অ-ধর্ম্মসঙ্গত, অবদ্য।

৬২। 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ ········জ্ঞানদর্শনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। (শ্রামণ্য ফলসূত্র, পদচ্ছেদ সং ৮৩)।·········

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্ম্মে শ্রাবক·········অবদ্য।

৭৬। তিনি চিত্তের সেই সমাহিত············অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে·········ইত্যাদি জানিতে পারেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্র— পদচ্ছেদ সং ৯৭)।

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্ম্মে শ্রাবক·········অবদ্য।'

৭৮। এইরূপ উক্ত হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন :—

'হে গৌতম, যেরূপ কোন পুরুষ নরকপ্রপাতে পতনশীল মনুষ্যকে কেশে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে উদ্ধার করিয়া স্থলে প্রতিষ্ঠাপিত করে, সেইরূপ নরক-প্রপাতে পতনশীল আমাকে পূজ্য গৌতম উদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। উত্তম, গৌতম! উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত········ গ্রহণ করুন।'

লোহিচ্চ সূত্র সমাপ্ত।

তেবিজ্জ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ।

দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গামার্গ সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা মীমাংসার জন্য বুদ্ধের নিকটে গমন করিলেন। বুদ্ধ কহিলেন ব্রহ্মের সহিত মিলনের মার্গ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ তাঁহারা নিজেরাই ঐ মার্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চকাম গুণে লিপ্ত হইয়া, পঞ্চ নীবরণে আবৃত হইয়া, যে ধর্ম্মের পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয় ঐ ধর্ম্মের পালনে অবহেলা করেন। পুনঃপুনঃ প্রতিপ্রশ্ন করিয়া বুদ্ধ প্রশ্নকারক ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি হইতে প্রমাণ করিলেন যে যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত মিলনের মার্গ ঘোষণা করেন, তাঁহারা ঐ মার্গ শিক্ষাদানের অযোগ্য।

পরিশেষে বুদ্ধ স্বয়ং ঐ মার্গ প্রকাশ করিলেন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার লক্ষ্য যে অনুসরণীয় তাহা তাহা বুদ্ধ কহিতেছেন না। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যদি ঐ লক্ষ্যই সম্মুখে থাকে তাহা হইলে তাঁহার প্রদর্শিত মার্গই একমাত্র মার্গ।

১৩। তেবিজ্জ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময়ে ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত কোশলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে মনসাকট নামক কোশলের ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান মনসাকটের উত্তর দিকে অচিরবতী নদীর তীরস্থ আম্র বনে অবস্থান করিলেন।

২। ঐ সময়ে বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মহাশাল মনসাকটে বাস

করিতেন। তাঁহাদের নাম—চঙ্কী, তারুখ্য, পোক্ষরসাতি, জাণুস্সোণি, তোদেয্য এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ মহাশাল।

৩। অনন্তর চক্রমণ নিরত হইয়া পাদচারণা কালীন বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হইল।

৪। তরুণ বাসেট্‌ঠ বলিলেন: 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষরসাতি স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।'

৫। যুবক ভারদ্বাজ কহিলেন: 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তারুখ্য স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।

৬। কিন্তু বাসেট্‌ঠ ভারদ্বাজকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং ভারদ্বাজও ঐরূপ বাসেট্‌ঠকে স্বমতে স্থাপনে অসমর্থ হইলেন।

৭। তদনন্তর বাসেট্‌ঠ ভারদ্বাজকে কহিলেন:

'ভারদ্বাজ, সেই শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম—যিনি শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়াছেন—এক্ষণে মনসাকটের উত্তরে স্থিত অচিরবতী নদীর তীরে আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: "ইনিই সেই ভগবান········ ভগবন্ত।" এস ভারদ্বাজ, শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করি। তথায় আমরা শ্রমণ গৌতমকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। শ্রমণ গৌতম যেরূপ ব্যাখ্যা করিবেন, আমরা সেইরূপই গ্রহণ করিব।'

ভারদ্বাজ সম্মত হইয়া বাসেট্‌ঠকে কহিলেন 'উত্তম'।

ব্রহ্ম জ্ঞান

৮। তৎপরে বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তথায় ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে

তাঁহারা এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে বাসেট্‌ঠ ভগবানকে কহিলেন :

'হে গৌতম, চঙ্ক্রমণ নিরত হইয়া পাদচারণাকালীন আমাদের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল। আমি কহিয়াছি : "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষরসাতি স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।" ভারদ্বাজ কহিয়াছেন : "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তারুখ্য স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।" গৌতম, এই বিষয়ে বিগ্রহ, বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।'

৯। 'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ, তুমি এইরূপ কহিয়াছ : "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তিসংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষরসাতি স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।" যুবক ভারদ্বাজ কহিয়াছেন : "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তারুখ্য স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।" অতঃপর, বাসেট্‌ঠ, কোন্‌স্থানে তোমাদের বিগ্রহ, বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইয়াছে ?'

১০। 'হে গৌতম, মার্গামার্গ সম্বন্ধে। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন মার্গ শিক্ষা দিয়া থাকেন—অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ ব্রাহ্মণ, ছন্দাবা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মণ—ঐ সকল গুলিই কি মুক্তি মার্গ, ঐ সকল মার্গই কি এরূপ যাহাতে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন ?

১১। 'বাসেট্‌ঠ কি বলিতেছেন "মিলিত হন" ?'

'তাহাই কহিতেছি।'

'বাসেট্‌ঠ কি বলিতেছেন "মিলিত হন" ?'

'তাহাই কহিতেছি।'

বাসেট্‌ঠ কি বলিতেছেন "মিলিত হন ?" '

'তাহাই কহিতেছি।'

১২। 'বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কি একজনও এমন আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন ?'

'না, গৌতম।'

'তবে কি তাঁহাদের আচার্য্যদিগের মধ্যে এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন ?'

'না, গৌতম।'

'তবে কি তাঁহাদের আচার্য্য-প্রাচার্য্য দিগের মধ্যে এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন ?'

'না, গৌতম।'

'তবে কি ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন ?'

'না, গৌতম।

১৩। 'তবে কি যাঁহারা ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষি, মন্ত্রকর্ত্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়—যথা অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাঁহারা কি এরূপ কহিয়াছেন : "ব্রহ্মা কোথায়, তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার গতি কোথায়, আমরা জানি এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি"' ?

'না, গৌতম।

১৪। 'এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্য্যদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আচার্য্য-প্রাচার্য্যদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। যাহারা ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণ দিগের পূর্ব্বজ ঋষি, মন্ত্রকর্ত্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়—যথা অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাঁহারও এরূপ কহেন নাই: ব্রহ্মা কোথায়, তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার গতি কোথায়, তাহা আমরা জানি এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" সুতরাং ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কহিয়াছেন: "যাহা আমরা জানি না এবং দেখি নাই তাহার সহিত মিলিত হইবার মার্গ উপদেশ দিতেছি—ইহাই ঋজুমার্গ, ইহা সরল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এ মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন।"

'বাসেট্‌ঠ তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে?

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।'

১৫। 'বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাহা কখনও হইতে পারে না। বাসেট্‌ঠ, যেরূপ পরস্পর সংস্পৃষ্ট শ্রেণীবদ্ধ অন্ধগণ সম্মুখে, মধ্যে কিংবা পশ্চাতে দেখিতে পায় না, সেইরূপই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রেণীবদ্ধ অন্ধের বাক্যের ন্যায়: যে প্রথমে স্থিত সেও দেখিতে পায় না, যে মধ্যে স্থিত সেও দেখিতে

পায় না, যে সর্ব্বপশ্চাতে সেও দেখিতে পায় না। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণ দিগের এইরূপ বাক্য হাস্যকর, অর্থহীন, রিক্ত ও তুচ্ছ।'

১৬। বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণকি, যখন তাঁহারা চন্দ্রসূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনের স্থানাভিমুখে অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রদক্ষিণ-নিরত হইয়া উঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করেন, উঁহাদিগের স্তুতি ও পূজা করেন, তখন অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় উঁহাদিগকে দেখিতে পান?'

'অবশ্যই, গৌতম, দেখিতে পান।'

১৭। 'বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে চন্দ্রসূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনের স্থানাভিমুখে অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রদক্ষিণ নিরত হইয়া উঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবার কালে, উঁহাদিগের স্তুতি ও পূজা করিবার কালে, অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় উঁহাদিগকে দেখিতে পান, সেই চন্দ্র সূর্য্যের সহিত মিলিত হইবার মার্গ তাঁহারা কি এইরূপ কহিয়া উপদেশ দিতে পারেন: "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী চন্দ্র সূর্য্যের সহিত মিলিত হন?"

'না, গৌতম।'

১৮। 'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাহা তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহার সহিত মিলিত হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্য্যগণ ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণও ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কেহই স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেন নাই। ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষিগণও ব্রহ্মার স্থিতি, আগতি এবং গতি অবগত নহেন। তথাপি

তাঁহারা যাহাকে জানেন না ও দেখেন নাই তাহার সহিত মিলিত হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করেন। তুমি কিরূপ মনে কর, বাসেট্‌ঠ? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থশূন্য নহে?'

'অবশ্যই, গৌতম, এস্থলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের বাক্য অর্থশূন্য।'

'সাধু, বাসেট্‌ঠ। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

১৯। 'যেরূপ কোন পুরুষ কহিল: "আমি এই জনপদের জনপদ কল্যাণীকে অভিলাষ করি, কামনা করি।" জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ, যে জনপদ কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর, সেই জনপদ কল্যাণী ক্ষত্রিয়া, কিম্বা ব্রাহ্মণী, কিম্বা বৈশ্যা, কিম্বা শূদ্রাণী, তাহা কি তুমি জান?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটী কহিল "না"। জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ, যে জনপদ কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর, সেই জনপদ কল্যাণী এই নাম অথবা এই গোত্র বিশিষ্ট, দীর্ঘ, হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা অথবা মদ্‌গুরবর্ণা, অমুক গ্রাম নিগম অথবা নগরবাসিনী, তাহা কি তুমি জান?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটী কহিল "না।" জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ, যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর?" পুরুষটী কহিল "হাঁ।" বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি অর্থহীন নহে?"

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য অর্থহীন।'

২০। 'এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে......মিলিত হন।" (উপরোক্ত পদচ্ছেদ সং—১৪ দ্রষ্টব্য)। বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ

মনে কর? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে?'

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।'

'সাধু, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।'

২১। 'বাসেট্‌ঠ, কোন পুরুষ প্রাসাদে আরোহণার্থ চতুর্ম্মহাপথে সোপান শ্রেণী নির্ম্মাণ করিল। জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ, যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্ম্মাণ করিতেছ, উহা পশ্চিম দিকে কিম্বা পূর্ব্ব দিকে কিম্বা উত্তর দিকে কিম্বা দক্ষিণ দিকে, উহা উচ্চ, নীচ কিম্বা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল "না।" জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ, যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই সেই প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্ম্মাণ করিতেছ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল "হাঁ।" বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি অর্থহীন নহে?"

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য অর্থহীন।'

২২। 'এইরূপে, বাসেটঠ ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে……মিলিত হন।" (উপরোক্ত পদচ্ছেদ সং—১৪ দ্রষ্টব্য)। বাসেঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে?'

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে ত্রৈবিঘ ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।'

২৩। 'সাধু, বাসেট্টট, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।'

২৪। 'বাসেট্‌ঠ, মনে কর অচিরবতী নদী কুলে কুলে পূর্ণ। কোন পুরুষ পারার্থী হইয়া আসিল। সে এই তীরে স্থিত হইয়া পরপারকে আহ্বান করিয়া কহিল: "হে পরপার, এই তীরে আইস।" বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? সেই পুরুষের আহ্বান হেতু, আযাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু অথবা অভিনন্দন হেতু অচিরবতী নদীর অপর পার কি এই তীরে আসিবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

২৫। 'এইরূপেই, বাসেট্‌ঠ, যে ধর্ম্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া, যাহার পালনে মনুষ্য অ-ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্মের সেবা করিয়া ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন: "আমরা ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, সোমকে আহ্বান করিতেছি, বরুণকে আহ্বান করিতেছি, ঈশানকে আহ্বান করিতেছি, প্রজাপতিকে আহ্বান করিতেছি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করিতেছি, মহর্দ্ধিকে আহ্বান করিতেছি, যমকে আহ্বান করিতেছি।" যে ধর্ম্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া, যাহার পালনে মনুষ্য অ-ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্মের সেবা করিয়া ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে আহ্বান দ্বারা, আযাচন দ্বারা, প্রার্থনা দ্বারা অথবা অভিন্দন দ্বারা মৃত্যুর পর দেহের ধ্বংস হইলে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহা অসম্ভব।

২৬। 'কুলে কুলে পূর্ণ অচিরবতী নদীর তীরে কোন পুরুষ পরার্থী হইয়া আসিল। এই তীরে স্থিত সেই পুরুষের বাহুদ্বয় পশ্চাতে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ। বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? সেই পুরুষ কি অচিরবতীর এই তীর হইতে অপর পারে গমনে সক্ষম হইবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

২৭। 'সেইরূপই, বাসেট্‌ঠ, আর্য্যবিনয়ে পঞ্চ কামগুণ শৃঙ্খলও

উক্ত হয়, বন্ধনও উক্ত হয়। কোন্ কোন্ পঞ্চ গুণ? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ— ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়রূপ; উহা কামোপসংহিত এবং রাগোৎপাদক। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ······ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ······জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস······ কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ—উহারা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়রূপ এবং কামোপসংহিত ও রাগোৎপাদক। বাসেট্‌ঠ, এই পঞ্চ কাম গুণ আর্য্যবিনয়ে শৃঙ্খলও উক্ত হয়, বন্ধনও উক্ত হয়। বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণ গণ ঐ পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ, লিপ্ত হইয়া, উহাদের পরিণাম দর্শন না করিয়া উহা হইতে নিঃসরণের জ্ঞান লাভ না করিয়া ঐ সকল উপভোগ করেন।

২৮। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে ধর্ম্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া, যাহার পালনে মনুষ্য অব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্মের সেবা করিয়া, পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ, লিপ্ত হইয়া, উহাদের পরিণাম দর্শন না করিয়া, উহা হইতে নিঃসরণের জ্ঞান লাভ না করিয়া, ঐ সকল উপভোগ করিয়া, কামানুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া যে মরণান্তে দেহের বিলয়ে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন তাহা অসম্ভব।

২৯। 'বাসেট্‌ঠ, কুলে কুলে পূর্ণ অচিরবতী নদীর তীরে কোন পুরুষ পারার্থী হইয়া আসিল। সে সশীর্ষাবৃত হইয়া এই তীরে শয়ন করিল। বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? সেই পুরুষ কি অচিরবতীর এই তীর হইতে অপর পারে গমনে সক্ষম হইবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

৩০। এইরূপেই, বাসেট্‌ঠ, এই পঞ্চ নীবরণ আর্য্যবিনয়ে আবরণও উক্ত হয়, নীবরণও উক্ত হয়, অবনাহও উক্ত হয়, পর্য্যবনাহও উক্ত হয়। ঐ পাঁচটী কি কি? কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ। এই পঞ্চ নীবরণই আর্য্যবিনয়ে আবরণও উক্ত হয়, নীবরণও উক্ত হয়,

অবনাহও উক্ত হয়, পর্য্যবনাহ ও উক্ত হয়। বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিছ্য ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চ নীবরণদ্বারা আবৃত, পরিবেষ্টিত, অবনদ্ধ, পর্য্যবনদ্ধ। ঐ সকল ত্রৈবিছ্য ব্রাহ্মণগণ যে ধর্ম্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিয়া, যে ধর্ম্মের পালনে মনুষ্য অব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্মের সেবা করিয়া, পঞ্চ নীবরণ দ্বারা আবৃত, পরিবেষ্টিত, অবনদ্ধ, পর্য্যবনদ্ধ হইয়া, মরণান্তে দেহের বিলয়ে যে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই।

৩১। 'বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কিরূপ কহিতে শুনিয়াছ? ব্রহ্মা কি কৃতদার অথবা অকৃতদার?'

'হে গৌতম, তিনি অকৃতদার।'

'তাঁহার চিত্ত কি স-বৈর অথবা বৈরহীন?'

'তাঁহার চিত্ত বৈরহীন।'

'তিনি কি ব্যাপন্ন-চিত্ত অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত?'

'তিনি অব্যাপন্ন-চিত্ত।'

'তিনি কি সংক্লিষ্ট-চিত্ত, অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত?'

'তিনি অসংক্লিষ্ট-চিত্ত।'

'তিনি কি চিত্ত-জয়ী অথবা নহে?'

'তিনি চিত্ত-জয়ী।'

৩২। 'বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? ত্রৈবিছ্য ব্রাহ্মণগণ কি কৃতদার অথবা অকৃতদার?'

'তাঁহারা কৃতদার।'

'তাঁহাদের চিত্ত কি স-বৈর অথবা বৈরহীন?'

তাঁহাদের চিত্ত স-বৈর।'

'তাঁহারা কি ব্যাপন্ন-চিত্ত অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত ?'

'তাঁহারা ব্যাপন্ন-চিত্ত।'

'তাঁহারা কি সংক্লিষ্ট-চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত ?'

'তাঁহারা সংক্লিষ্ট-চিত্ত।'

'তাঁহারা কি চিত্ত-জয়ী অথবা নহে ?'

'তাঁহারা চিত্ত-জয়ী নহেন।'

৩৩। 'তাহা হইলে, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কৃতদার, ব্রহ্মা অকৃতদার। কৃতদার ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের সহিত কি অকৃতদার ব্রহ্মার ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে ?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

৩৪। 'সাধু, বাসেট্ঠ,। ঐ সকল কৃতদার ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে মরণান্তে দেহের বিলয়ে অকৃতদার ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই।

৩৫। 'এইরূপে, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের চিত্ত স-বৈর, ব্রহ্মা বৈরহীন·········ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্যাপন্ন-চিত্ত, ব্রহ্মা অব্যাপন্ন-চিত্ত······ ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ সংক্লিষ্ট-চিত্ত, ব্রহ্মা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত······ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ চিত্ত-জয়ী নহেন, ব্রহ্মা চিত্ত-জয়ী। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা চিত্ত-জয়ী নহেন,—তাঁহাদের সহিত কি চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মার ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে ?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

৩৬। সাধু, বাসেট্ঠ। ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা চিত্ত-জয়ী নহেন,—তাঁহারা যে মরণান্তে দেহের বিলয়ে চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিশ্চিন্ততার মধ্যে অধঃপতিত হইতেছেন, ঐ

অধঃপতন তাঁহাদিগকে বিষাদগ্রস্ত করিতেছে, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুখময় স্থানে উত্তরণের স্বপ্ন দেখিতেছেন। অতএব ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের ত্রিবিদ্যা ত্রিবিদ্যা-মরুও কথিত হয়, ত্রিবিদ্যা-বিপিনও কথিত হয়, ত্রিবিদ্যা-ব্যসনও কথিত হয়।'

৩৭। এইরূপে কথিত হইলে তরুণ বাসেট্ঠ ভগবানকে কহিলেন : 'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ অবগত আছেন।'

'বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? মনসাকট এই স্থানের নিকটে, এই স্থান হইতে দূরে নহে; কেমন, নয়?'

'সত্য, গৌতম। মনসাকট এই স্থানের নিকটে, এই স্থান হইতে দূরে নহে।'

'বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? মনে কর কোন পুরুষ মনসাকটে জন্মগ্রহণ করিয়া করিয়া এই স্থানেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে কখনই মনসাকটের বাহিরে যায় নাই। যদি কেহ তাহাকে মনসাকটে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে কি তাহার চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম। কি কারণে? সেই পুরুষ মনসাকটে জাত ও বর্দ্ধিত হওয়ায় ঐ স্থানে যাইবার সমস্ত পথই তাহার সুবিদিত।'

৩৮। 'বাসেট্ঠ, মনসাকটে জাত ও বর্দ্ধিত পুরুষ মনসাকটে যাইবার মার্গ জিজ্ঞাসিত হইলে তাহার চিত্ত সংশয়াপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মলোক অথবা ব্রহ্মলোকে গমনের মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তথাগতের চিত্ত সংশয়াপন্ন কিম্বা দ্বিধাযুক্ত হইবে না। বাসেট্ঠ, আমি ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মলোক এবং ঐ স্থানে গমনের মার্গও জানি, এবং যে মার্গে আরূঢ় হইলে ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি হয় তাহা ও জানি।'

৩৯। এইরূপ উক্ত হইলে যুবক বাসেট্‌ঠ ভগবানকে কহিলেন: 'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ উপদেশ দিতেছেন।' সাধু! পূজ্য গৌতম ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার মার্গ আমাদিগকে শিক্ষা দিন, ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা করুন!

'তাহা হইলে বাসেট্‌ঠ, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

'উত্তম' কহিয়া বাসেট্‌ঠ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান কহিলেন:

৪০। 'মহারাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, ...বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন (শ্রামণ্য ফল সূত্র—৪০ সং-পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

৪১। 'ঐ ধর্ম্ম কোন গৃহপতি অথবা.........আশ্রয় করিল। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—৪১ সং—পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪২ 'এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া......সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—৪২ সং—পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪৩। 'মহারাজ, ভিক্ষু কিরূপে শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন? '

'ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পরিহার পূর্ব্বক......সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং—৪৪—৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৭৬। 'তিনি মৈত্রী-সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইরূপে চতুর্দ্দিক পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি উর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যক দিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহ-হীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন।

৭৭। 'বাসেট্‌ঠ, যেরূপ বলবান শঙ্খধ্বনি কারক অল্পায়াসেই চতুর্দ্দিক

বিজ্ঞাপিত করে, সেই রূপেই, বাসেট্‌ঠ, ঐ মৈত্রী ভাবনা ও চেত-বিমুক্তি সর্ব্বভূতে নিরবশেষে নিযুক্ত হয়, কেহই উপেক্ষিত হয় না। বাসেট্‌ঠ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ।

৭৮। 'পুনশ্চ, বাসেট্‌ঠ, ভিক্ষু করুণা সহগত চিত্তে,......মুদিতা সহগত চিত্তে......উপেক্ষা সহগত চিত্তে এক, দুই, তিন—এইরূপে চতুর্দ্দিক পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি উর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যক দিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহ-হীন চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন।

৭৯। 'বাসেট্‌ঠ, যেরূপ বলবান শঙ্খধ্বনি কারক অল্পায়াসেই চতুর্দ্দিক বিজ্ঞাপিত করে, সেই রূপেই ঐ উপেক্ষা-ভাবিত চেতবিমুক্তি সর্ব্বভূতে নিরবশেষে নিযুক্ত হয়, কেহই উপেক্ষিত হয় না। বাসেট্‌ঠ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ।

৮০। 'বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? এবম্বিধ ভিক্ষু কি বিত্ত-দার সম্পন্ন হইবেন অথবা নহে?'

'তিনি বিত্ত-দার হীন হইবেন।'

'তাঁহার চিত্ত কি স-বৈর হইবে অথবা বৈরহীন হইবে?'

'বৈরহীন হইবে।'

'তিনি কি ব্যাপন্ন-চিত্ত হইবেন অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত?'

'তিনি অব্যাপন্ন-চিত্ত হইবেন।'

'তিনি সংক্লিষ্ট-চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইবেন?'

'তিনি অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইবেন।'

'তিনি কি চিত্তজয়ী হইবেন অথবা নহে?'

'তিনি চিত্তজয়ী হইবেন।'

৮১। 'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ, ভিক্ষু বিত্ত-দার হীন, ব্রহ্মাও বিত্ত-দার

হীন। বিত্ত-দার হীন ভিক্ষুর সহিত বিত্ত-দার হীন ব্রহ্মার ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে ?

'হইতে পারে।'

'সাধু, বাসেট্‌ঠ। অ-পরিগ্রহ [১] ভিক্ষু মরণান্তে দেহের বিলয়ে যে অপরিগ্রহ ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।

'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ, ভিক্ষু বৈরহীন, ব্রহ্মা বৈরহীন·········ভিক্ষু অব্যাপন্নচিত্ত, ব্রহ্মাও তাহাই······ভিক্ষু অসংক্লিষ্ট-চিত্ত, ব্রহ্মাও তাহাই ; ভিক্ষু চিত্ত-জয়ী, ব্রহ্মাও তাহাই। চিত্ত-জয়ী ভিক্ষুর সহিত চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মার ঐক্য ও সাম্য হইতে পারে ?'

'হইতে পারে।'

'সাধু, বাসেট্‌ঠ। চিত্ত-জয়ী ভিক্ষু মরণান্তে দেহের বিলয়ে যে চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।'

৮২। এইরূপ উক্ত হইলে বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ তরুণদ্বয় ভগবানকে কহিলেন :

'অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা ভগবান গৌতমের, ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুণ।'

তেবিজ্জ সূত্র সমাপ্ত

সীলক্‌খন্দ বগ্‌গ সমাপ্ত

১। অকৃতদার।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পদচ্ছেদ সং	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬	৯	কীর্ত্তন এইরূপ	কীর্ত্তনকালে এইরূপ
৯	১৪	কোন শ্রমণ	কোন কোন শ্রমণ
২১	৬	ঈশ্বর	ঈশ্বর
১০১	২০ (পাদটীকা)	করা	কর
১৩৪ [১১ পংক্তি]	২৬	পরিষদ হ্রাস	পরিষদ
১৩৫ [১০ পংক্তি]	—	যজ্ঞ পরবর্ত্তী	পরবর্ত্তী যজ্ঞ
১৩৭	৫	মহাযজ্ঞ	মহাযজ্ঞে
১৪৪	১৭	অযষ্ঠান	অনুষ্ঠান
১৫৪ [৪ পংক্তি]	—	পিটকসহ	পিটক
১৬১ [১৭ পংক্তি]	—	শীল সম্পদ্	শীল সম্পদা
১৮০ [৭ পংক্তি]	—	ব্যাখ্যা	ব্যাখ্যা
১৯৮ [৩ পংক্তি]	—	নিলিপ্ত	নির্লিপ্ত
২০৬ [১৩ পংক্তি]		ঐশ্বয্য	ঐশ্বর্য্য
২৩০ [১০ পংক্তি]		তাঁহারও	তাঁহারাও
২৩৩ [পদচ্ছেদ সং ২২]		ত্রৈবিঘ	ত্রৈবিদ্য
ঐ [পদচ্ছেদ সং ২৩]		বাসেট্‌ট	বাসেট্‌ঠ
২৩৪ [পদচ্ছেদ সং ২৫]		অভিন্দন	অভিনন্দন
ঐ [পদচ্ছেদ সং ২৬]		পরার্থী	পারার্থী